Hitesranjan Sanyal Memorial Collection
Centre for Studies in Social Sciences, Calcutta

Record No.	CSS 2000/59	Place of Publication:	Calcutta
		Year:	1880
		Language	Bangla
Collection:	Indranath Majumder	Publisher:	Bengal branch of the Christian Vernacular Education Society 23, Chowringhee Road
Author/ Editor:	Surya Kumar Ghosh	Size:	14x21cm
		Condition:	Brittle
Title:	Abakash Ranjan	Remarks:	Fiction

অবকাশ রঞ্জন।

LEISURE HOUR.

গদ্যপদ্যময়।

৺সূর্য্যকুমার ঘোষ কর্ত্তৃক

জ্যোতিরিঙ্গণ ও বঙ্গমিহিরহইতে

সংগৃহীত।

(*Second Edn.* 1000 *Copies.*)

কলিকাতা;

চৌরঙ্গী রোড ২৩ নং ভবনে প্রকাশিত।

CALCUTTA :

PRINTED BY J. W. THOMAS AT THE BAPTIST MISSION PRESS, AND PUBLISHED
BY THE BENGAL BRANCH OF THE CHRISTIAN VERNACULAR
EDUCATION SOCIETY, 23 CHOWRINGHEE ROAD.
1880.

অবকাশ রঞ্জন।

সরলা—উপন্যাস।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আমার নাম হরনাথ ঘোষ। আমি বাঙ্গালি বটি, কিন্তু আমার জন্ম বঙ্গদেশে হয় নাই। আমার পিতার নাম গোপীনাথ ঘোষ। তিনি মণিপুরের রাজার দেওয়ান ছিলেন। সেই খানেই আমার জন্ম হয়। মণিপুর দেশ কাছাড় জিলার পূর্ব্বাংশে স্থিত। মণিপুর একটী ক্ষুদ্র রাজ্য। তথায় এক রাজা আছেন। সেখানে এক দল সৈন্য থাকে। এক জন সাহেব তাহাদের কর্ত্তা। তথায় আর ইংরাজ নাই। সেই দেশীয় লোকদিগকে মণিপুরী বলে। তাহারা বিলক্ষণ সুশ্রী ও অনেক বিষয়ে সভ্য। তাহাদের মধ্যে বাল্যবিবাহ প্রথা প্রচলিত নাই। বিধবা বিবাহ হয়। ব্রাহ্মণে ক্ষত্রিয়ের কন্যা, ও ক্ষত্রিয়ে ব্রাহ্মণের কন্যা বিবাহ করে।

আমার জন্মের মাস কতক পরে আমার মাতার মৃত্যু হয়। মাতার মৃত্যু হইলে এক জন মণিপুরীয়া স্ত্রীলোক আমাকে প্রতিপালন করে। আমার যখন ১৬ বৎসর বয়ঃক্রম, তখনও আমি তাহাকে "মা" বলিয়া সম্বোধন করিতাম। বাবা তাহাকে হরিদাসী বলিয়া ডাকিতেন, সুতরাং জানিতাম, তাহার নাম হরিদাসী। কিন্তু তাহাকে হরিদাসী বলিয়া ডাকিতে আমি একটু কুণ্ঠিত হইতাম। মাতার মৃত্যুর পর বাবা আর বিবাহ করেন নাই। তাহাতে জানিতাম, বাবা মাকে খুব ভাল বাসিতেন।

মণিপুরে স্কুল নাই, পাঠশালা নাই। বাবাই আমাকে বাঙ্গালা ও ইংরাজী শিখাইতেন। বাবা বড় অধিক ইংরাজী জানিতেন না; যাহা জানিতেন, তাহা শিখিতে আমার অধিক কাল লাগিল না। তৎকালে মণিপুরে কর্ণেল হামিল্টন ছিলেন। তাঁহার মেম আমাকে বড় ভাল বাসিতেন। তাঁহার সন্তানাদি ছিল না। এখন বুঝিতে পারি, সেই জন্য তিনি পরের ছেলে ভাল বাসিতেন। বাবা আমাকে সেই মেমের কাছে

পড়িতে দিলেন। আমি মেমের কাছে ইংরাজী শিখিতে লাগিলাম, তখন আমার বয়ঃক্রম আট বৎসর।

আমাদের এক ঘর প্রতিবাসী ছিল। প্রতিবাসির নাম মহাদেব পাঁড়ে। মহাদেব পাঁড়ে পল্টনের সুবাদার। ইনি এক জন পশ্চিম দেশীয় ব্রাহ্মণ, দিল্লীর নিকটে নিবাস। ইনি মণিপুরে গিয়া এক মণিপুরী ব্রাহ্মণের কন্যার পাণি-গ্রহণ করেন। তাঁহার গর্ব্ভে ইহাঁর এক কন্যা জন্মে। তাহার নাম সরলা। আমি যে সময়ে মেমের নিকট ইংরাজী পড়িতে আরম্ভ করি, তখন সরলার বয়ঃক্রম ছয় বৎসর। আর তখন সরলার মাতার মৃত্যু হইয়াছে। যে স্ত্রীলোকটী সরলাকে প্রতিপালন করিত, সরলা তাহাকে পিসি বলিয়া ডাকিত। আমিও তাহাকে পিসি বলিতাম। সরলার পিতার সঙ্গে আমার পিতার বড় সখ্য ছিল। তাঁহারা দুই জনে বসিয়া পাশা খেলিতেন, আমরা কাছে বসিয়া থাকিতাম। বাবা আমাকে বলিয়াছিলেন যে, তুমি সরলার পিতাকে জ্যেঠা মহাশয় বলিয়া ডাকিও। মহাদেব পাঁড়ে সংস্কৃত ভাষায় এক জন পণ্ডিত। তাঁহার ইচ্ছা, তাঁহার সরলা সংস্কৃত শিখিয়া লীলাবতীর ন্যায় বিদ্যাবতী হয়। এই জন্য তিনি নিজে তাহাকে সংস্কৃত শিখাইতে আরম্ভ করেন। আর ইংরাজী ও সূচি কর্ম্ম শিখিবার জন্য মেমের কাছে পাঠাইয়া দিতেন। আমরা দুই জনে মেমের কাছে পড়িতাম। আরো কয়েকটী মণিপুরী বালিকা মেমের কাছে পড়িত, কয়েকটী সিপাহীর মেয়েও পড়িত, কিন্তু তাহাদের কেহই সরলার ন্যায় সুন্দরী ছিল না। সরলা এমন সুন্দরী ছিল যে, মেম এক দিন তাহাকে ইংরেজ বালিকার পোষাক পরাইয়া দেন। তাহা দেখিয়া কর্ণেল সাহেব বলেন যে, ইংরাজ বালিকাতে ও সরলাতে বড় প্রভেদ নাই। ফলতঃ সরলা বড় সুন্দরী এবং বুদ্ধিমতী ছিল। আর আমিও বড় কুশ্রী ছিলাম না। আপনার রূপের ব্যাখ্যা আপনি করিলে পাঠকেরা হাসিবেন, তজ্জন্য তাহা করিব না। সংক্ষেপে বলি, আমি কুশ্রী ছিলাম না।

আমরা দুই প্রহরের সময়ে প্রতি দিন মেমের কুঠীতে পড়িতে যাইতাম। যাইবার সময় আমি সরলাকে তাহাদের বাটীহইতে ডাকিয়া লইয়া যাইতাম। গ্রীষ্ম কালে সরলা আর আমি এক ছাতি মাথায় দিয়া যাইতাম। সরলার খোঁপায় যে গোলাপ ফুল থাকিত, আমি তাহার সুবাস গ্রহণ করিতে২ যাইতাম। আর সরলার কাণে সোণার দুল কেমন করিয়া দুলিত, তাহা দেখিতে২ যাইতাম। সরলার খোঁপাহইতে

একটী কুসুম কখন পড়িয়া গেলে, আমি তুলিয়া পরাইয়া দিতাম। পড়া হইয়া গেলে চারিটার পরে আবার তেমনি করিয়া আমরা বাড়ী ফিরিয়া আসিতাম।

এই রূপে আমরা বাল্যকালে লেখা পড়া শিখিতাম। আমাদের বাগানে নানা জাতি ফুল ফুটিত। প্রতি দিন প্রাতে সরলা ডালা হাতে করিয়া ফুল তুলিতে আসিত, আমিও তাহার সঙ্গে২ ফুল তুলিতাম। বাবা শিবপূজা করিতেন, আমি তাঁহার জন্য ফুল তুলিতাম। সরলা তাহার পিতার জন্য তুলিত। আর নিজের জন্যও তুলিত। মণিপুরী বালিকারা বড় ফুল ভাল বাসে।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

এই রূপে আট বৎসর গত হইল। আমি বড় হইলাম, সরলাও বড় হইল। আমার বয়ঃক্রম এখন ষোড়শ বৎসর, সরলার চতুর্দ্দশ বৎসর। এখন আমরা এক প্রকার লেখা পড়া শিখিয়াছি। আমরা এখন ইংরাজীতে পত্রাদি লিখিতে পারি, কথা বার্ত্তাও করিতে পারি। আর সহজ২ ইংরাজী পুস্তক পড়িয়া বুঝিতে পারি। এখন আমরা আর এক ছাতি মাথায় দিয়া যাওয়া আসা করি না। এখন আর আমরা বকুল তলায় বসিয়া খেলা করি না। এখন আর আমরা এক সঙ্গে গান করি না। পাঠক জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তোমরা কি এতই বিদ্বান হইয়াছ যে, এ সকল করিতে আর ইচ্ছা হয় না? ইচ্ছা হয়, আর তাহা করিলে, বোধ হয়, একটু সুখও হয়, কিন্তু তাহা করিতে কুণ্ঠিত হই; ভাবি, লোকে দেখিয়া কি বলিবে? এখন আর সরলা আমার সঙ্গে তেমন নিঃশঙ্ক ভাবে কথা কহে না। যদি কোন কথা বলিবার প্রয়োজন হয়, মুখ পৃথিবী পানে রাখিয়া অতি মৃদু ভাবে কহে, আর কহিয়াই সরিয়া যায়। পূর্ব্বের মতন নিকটে আসিয়া কথা কহে না। পূর্ব্বের মতন হাসিয়া২ কথা কহে না। পূর্ব্বের মতন হাত ধরিয়া আপনাদের বাটীতে লইয়া যায় না। পূর্ব্বের মতন আদর করিয়া আপনার খাদ্য সামগ্রীর অংশ দেয় না। এ যেন সে সরলা নয়; এ যেন আর কেহ। আমিও সরলার সঙ্গে কথা বার্ত্তা করিতে সঙ্কুচিত হইতাম। অথচ সরলার সঙ্গে কথা কহিতে, সরলার গান শুনিতে, বড় ইচ্ছা হইত। এখন পড়িবার সময় সরলা মেমের দক্ষিণ পার্শ্বে বসে, আমি বাম পার্শ্বে

বসি। আমি একটু দূরে বসি। কিন্তু যখন ছোট ছিলাম, তখন সরলা আর আমি পাশাপাশি বসিতাম। যত বয়ঃক্রম অধিক হইল, ততই দূরে বসিতে লাগিলাম। অবশেষে পাশাপাশি হইয়া বসাও বন্ধ হইল। সরলা যখন পড়িত, আমার কাণ তখন এক মনে তাহাই শুনিত। বার২ সরলার দিকে তাকাইতাম না, পাছে মেম কিছু মনে ভাবেন। আর আমি যখন পড়িতাম, সরলা তখন শিল্প কার্য্য করিত; আমি নয়নপ্রান্তে দেখিয়াছি, সরলাও তখন আমার মুখপ্রতি চাহিয়া থাকিত।

যখন মেমের সাক্ষাতে থাকিতাম, তখন সরলা আমার সহিত অপেক্ষাকৃত নিঃশঙ্ক ভাবে কথা কহিত; কিন্তু একাকিনী তাহা করিত না। আমাকে পথে যাইতে দেখিলে, সরলা এক দৃষ্টে আমার প্রতি চাহিয়া থাকিত, কিন্তু চক্ষে২ পড়িলে, অমনি নয়ন পৃথিবীপানে প্রয়োগ করিত।

অনেক সময়ে আপনার প্রয়োজনবশতঃ সরলাকে আমার সহিত কথা কহিতে হইত। সরলা বাঙ্গালা শিখিয়াছিল, আমিই তাহার শিক্ষক। এখন আর শিক্ষকের প্রয়োজন নাই; কিন্তু সে দেশে বাঙ্গালা পুস্তক আমার নিকট ভিন্ন অন্যত্র পাওয়া যাইত না। সুতরাং সরলাকে আমরা সঙ্গে অনেক সময়ে কথা কহিতে হইত।

লোকের দৃষ্টিতে আমরা এখন যুবক যুবতী হইয়াছি। কিন্তু আমাদের শিক্ষয়িত্রী, যিনি আমাদিগকে আপনার সন্তানবৎ স্নেহ করেন, তাঁহার দৃষ্টিতে ও মণিপুর দেশের রীত্যনুসারে আমরা এখনও বালক বালিকা। সরলা বকুলতলায়—যে বকুলতলায় বসিয়া আমরা বাল্য ক্রীড়া করিতাম,—সেই বকুলতলায় বসিয়া গান করিত। কিন্তু আমাকে আসিতে দেখিলে নীরব হইত। সরলা প্রাতে আমাদের বাগানে পুষ্প চয়ন করিতে আসিত, কিন্তু আমি গেলে চলিয়া যাইত।

সরলার সঙ্গে আমার এখন এই রূপ ভাব হইল।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

এক দিন প্রদোষে মহাদেব পাঁড়ে আমাদের বাটীতে আসিয়া আমার পিতাকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন যে, কলিকাতাহইতে হুকুম আসিয়াছে, আমাদিগকে সপ্তাহের মধ্যে ঢাকায় রওনা হইতে হইবে।

আর এক দল সিপাহী এখানে আসিতেছে। আর এক নূতন সাহেব আসিতেছেন, তাঁহার নাম কাপ্তান হারিসন। শনিবার দিন সেই পল্টন এখানে পঁহুছিবে, আমরা সোমবার প্রাতে রওনা হইব।

পর দিন আমাদের মেমও তাহাই বলিলেন। তিনি আরো বলিলেন, তোমাদের আর পড়িতে আসিবার প্রয়োজন নাই। তোমরা পরশ্ব দুই প্রহরের সময়ে আমার নিকট আসিও, সাহেব তোমাদের ছবি তুলিবেন।

পরশ্ব দিন যথাসময়ে আমরা মেমের নিকট গেলাম। মেম আমাদের দুই জনকে একটী কামিনী গাছের তলায় দাঁড় করাইলেন। আমি একখানি পুস্তক হাতে করিয়া দাঁড়াইলাম। সরলা যে ভাবে দাঁড়াইল, তাহা অতি চমৎকার; সরলার পরিচ্ছদও চমৎকার। সরলা একখানি বিচিত্র মণিপুরী কাপড় পরিয়াছিল। তাহার উপর ওড়না। ওড়না শিরোদেশহইতে পাদমূল পর্য্যন্ত পড়িয়াছিল। খোঁপায় কয়েকটী গোলাপ কুসুম। কর্ণে সুবর্ণ দুল। হস্তে সুবর্ণ বলয়। সরলা একটী গোলাপের গুচ্ছ হাতে করিয়া ঈষৎ বক্রভাবে, গ্রীবাদেশ ঈষৎ বঙ্কিম করিয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই ভাবে আমাদের প্রতিকৃতি গ্রহণ করা হইল। আবার সেই প্রতিকৃতির এক২ খণ্ড মেম পর দিন আমাদিগকে দান করিয়া কহিলেন, ইহা যতনে রাখিও।

যাইবার পূর্ব্বদিন মেম আমার পিতাকে ডাকাইয়া আমাকে ঢাকায় কোন স্কুলে পাঠাইয়া দিবার পরামর্শ দিলেন। আমার পিতা ইতিপূর্ব্বেই আমাকে ঢাকায় পাঠাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিয়াছিলেন। সোমবারে পল্টন গেল। সাহেব গেলেন, মেম গেলেন, সরলাও গেল। যাইবার পূর্ব্বদিন বৈকালে সরলার সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ হইয়াছিল। সরলা, রাজবাটীতে যে গোবিন্দজী নামে দেবতা স্থাপিত আছে, সেই দেবতা দর্শন করিবার জন্য গিয়াছিল, গৃহে ফিরিয়া যাইবার সময়ে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইয়াছিল। দেখিলাম, আজি সরলার বদন মলিন। আমি বলিলাম, "সরলে, আমার যে বাঙ্গালা বইগুলি তোমার কাছে আছে, তা আর ফিরে দিতে হবে না। সেই গুলি দেখে তুমি আমায় মনে করিও।" সরলা বলিল, "ইহাতে আমি অনুগৃহীত হইলাম—কিন্তু মনে করিবার আর এক জিনিস আছে—সেই ফটগ্রাফ্।"

আর কোন কথা হইল না। সরলা আবার মস্তক নত করিয়া মৃদু মৃদু পাদক্ষেপে চলিয়া গেল। এখন আমার মন বড় ব্যাকুল হইল।

আমি যখন দুই প্রহরের সময়ে একাকী গৃহে পুস্তক খুলিয়া বসিতাম, তখন যেন কোন বস্তুর অভাব অনুভূত হইত। বোধ হইত, যেন কিছু হারাইয়াছি। বোধ হইত, যেন আমার মনস্তুষ্টির জন্য আর কিছু চাই। পড়া শুনা ভাল লাগিত না। পুস্তক সম্মুখে করিয়া কেবল ভাবিতাম। কি ভাবিতাম, তাহাও স্পষ্ট বুঝিতে পারিতাম না, কিন্তু সদাই অন্যমনস্ক থাকিতাম। কখন২ নূতন পল্টন দেখিতে যাইতাম। যে বাটীতে মহাদেব পাঁড়ে থাকিতেন, সে বাটীতে এখন নূতন সুবাদার থাকে। তাহার নাম থান সিংহ। সে বাটীতে যাইতাম। যে বকুলতলায় সরলা বসিয়া গান করিত, সে বকুলতলায় যাইতাম। নির্ঝরের যে ঘাটে, যে প্রস্তর খণ্ডের উপরে বসিয়া সরলা স্নান করিত, আমি সেই ঘাটে স্নান করিতাম—যে কামিনীতলায় দাঁড় করাইয়া সাহেব আমাদের ছবি তুলিয়াছিলেন, সেই কামিনীতলায় যাইয়া দাঁড়াইতাম। সরলাকে যে২ পুস্তক পড়িতে দিয়াছিলাম, তাহা পড়িতাম—বড়২ গোলাপ ফুল তুলিতাম—আবার অন্য নানাবিধ ফুল তুলিয়া মালা গাঁথিতাম। ফটগ্রাফ্‌খানি সর্ব্বদা খুলিয়া দেখিতাম। দেখিলে আনন্দ হইত; বার২ দেখিতাম। কেন যে এ সকল করিতাম, তাহা তখন বুঝিতাম না, এখন বুঝি। এই রূপে বড় অসুখে কাল কাটাইতাম।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

পূজার পর আমি ঢাকায় প্রেরিত হইলাম। কলেজে ভর্ত্তি হইলাম। মন দিয়া পড়া শুনা করিতে লাগিলাম। ঢাকায় অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম, মণিপুরে যে পল্টন ছিল, তাহা এক্ষণে ঢাকায় আছে। এক দিন দুই প্রহরের সময়ে দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করিলাম, লোকদিগকে জিজ্ঞাসা করিয়া মহাদেব পাঁড়ের গৃহে গেলাম। তখন তিনি গৃহে ছিলেন না। সরলা গৃহে ছিল। তাহার পিসিও গৃহে ছিল। আমাকে তাহার পিসি গৃহমধ্যে ডাকিয়া লইয়া গেল। দেখিলাম, সরলা এক চারপাইয়ের উপরে বসিয়া কার্পেট বুনিতেছে।—সরলা অত্যন্ত কৃশ হইয়াছে। জিজ্ঞাসিলাম, "সরলে, তুমি এত কৃশ হইয়াছ কেন? কোন অসুখ হইয়াছে কি?" সরলা কহিল, "কোন পীড়া হয় নাই। কিন্তু মণিপুর থেকে এসে অবধি মনে যেন কিছুই ভাল লাগে না।"

আমি জিজ্ঞাসিলাম, "আমাদের মেম কোথায় থাকেন?"

সরলা আমাকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ দ্বারা একটী দ্বিতল বাটী দেখাইয়া বলিল, "ঐ বাটীতে থাকেন। আমি এখন প্রত্যহ প্রাতঃকালে পড়িতে যাই।"

এই কথার পর প্রায় আরো দশ মিনিট আমাদের কথোপকথন হইল। আমার ঢাকায় আসিবার বিবরণ বলিলাম। শুনিয়া সরলা সন্তুষ্ট হইল। কিন্তু বলিল, "আমাদের এখানে অধিক দিন থাকা হবে না। বাবা বলিয়াছেন, আমাদের হয় ত জলপিগুরিতে যাওয়া হইবে।" এমন সময়ে মহাদেব পাঁড়ে গৃহে আসিলেন। তিনি আমাকে দেখিয়া বড় সন্তোষ প্রকাশ করিলেন। আমাকে জল খাবার আনাইয়া দিলেন। অনন্তর আমি মেমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বাসায় গেলাম।

এই রূপে বার কতক আমি মহাদেব পাঁড়ের বাসাতে যাতায়াত করিলাম। যে দিন যাইতাম, সেই দিন সরলার সঙ্গে দেখা হইত, আলাপ হইত। কিন্তু শেষ এক দিন পিসি বলিল, "কর্ত্তা তোমাকে এখানে আসিতে নিষেধ করিয়াছেন। সরলার সঙ্গে তোমার দেখা হবে না।"

ফলতঃ সরলার সঙ্গে সে দিন আমার সাক্ষাৎ হইল না। সরলাকে গৃহাভ্যন্তরে দেখিলাম। কিন্তু সেও আমার সঙ্গে আসিয়া সাক্ষাৎ করিল না।

তাহার পরে আর এক দিন দুর্গ মধ্যে গিয়াছিলাম। মহাদেব পাঁড়ে যে বাড়ীতে থাকিতেন, সে বাড়ীতে গিয়াছিলাম; কিন্তু শুনিলাম, তিনি জলপিগুরিতে গিয়াছেন। শুনিয়া বিষণ্ণ বদনে বাসায় প্রত্যাগমন করিলাম। আবার বিষণ্ণভাব ধারণ করিলাম। আবার অন্যমনস্ক হইলাম। আবার নদীর তীরে, গির্জার মাঠে, বাগানে, বৃক্ষতলে বেড়াইতে, বসিতে ও বসিয়া বসিয়া ভাবিতে লাগিলাম। ইহার পরেও দুর্গমধ্যে কয়েক বার গিয়াছিলাম। জলপিগুরি কত দূর, কি প্রকারে যাওয়া যায়, এই সকল অনুসন্ধান করিতে লাগিলাম।

মাস কতক পরে আমাদের স্কুল বন্ধ হইল। স্থির করিলাম, জলপিগুরি যত দূরই হউক, আমি সেখানে যাইব। এই স্থির করিয়া যাত্রা করিলাম। কয়েক দিন পরে জলপিগুরিতে পঁহুছিলাম। অনুসন্ধান করিয়া মহাদেব পাঁড়ের বাটীতে গেলাম। তখন সন্ধ্যা হইয়াছে। মহাদেব পাঁড়ে আমাকে দেখিয়া বড় একটা সমাদর করিলেন না। সামান্য ভাবে জিজ্ঞাসিলেন, "তুমি কোথায় যাইতেছ?"

আমি বলিলাম, "স্কুল বন্ধ হওয়াতে এই খানে বেড়াইতে আসিয়াছি।"

"অদ্য কোথায় থাকিবে?"

"তাহাই ভাবিতেছি।"

"তবে এই খানে থাক।"

আমি তাহাতে সম্মত হইলাম। রাত্রি প্রহরেক হইল, তথাপি আমি একবারও সরলাকে দেখিতে পাইলাম না, কিন্তু গৃহাভ্যন্তরে তাহার স্বর শুনিতে পাইলাম। বাটীতে আরো দুই জন লোক দেখিতে পাইলাম। তাহার এক জন অতি সুপুরুষ ও অল্প বয়স্ক। এক জন ভৃত্য বলিল, এই যুবকের সঙ্গে সরলার বিবাহ হইবে। শুনিয়া আমি বিষাদিত হইলাম।

ভৃত্যকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, ঐ যুবকের নাম বনোয়ারী লাল। উহারও পল্টনে চাকুরি হইয়াছে। এ যুবক ও তাহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা এই সুবাদারের বাটীতেই বাস করে। উহার ভ্রাতা আমাকে অনেক যত্ন করিল। আমার নাম ধাম জিজ্ঞাসা করিল। আমি এখানে কি অভিপ্রায়ে আসিয়াছি, তাহাও জিজ্ঞাসা করিল। যত্ন করিয়া ভৃত্যের দ্বারা আমার আহার সামগ্রী আনাইয়া দিল। তাহার আদেশ মতে ভৃত্য এক খানি চার পাইতে আমার শয্যা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিল। আমি আহারান্তে তাহাতে শয়ন করিলাম। সে গৃহে আর কেহ ছিল না। পথশ্রান্তি নিবন্ধন সত্বরই আমার নিদ্রা হইল। যখন অত্যন্ত গভীর নিদ্রায় মগ্ন আছি, এমন সময়ে শিরোদেশে কোমল হস্ত প্রচার অনুভব করিলাম। আমি জাগ্রত হইলাম। জাগিয়া শিরোদেশে প্রচারিত হস্ত ধরিলাম। ধরিবামাত্র অনুভব হইল যে, এ স্ত্রীলোকের হস্ত। জিজ্ঞাসিলাম, "তুমি কে?"

"আমি সরলা।"

আমি উঠিয়া বসিলাম। আবার কহিলাম, "সরলে, তুমি এখানে কেন?"

"একটী কথা বলিতে—তোমার প্রাণ বাঁচাইতে।"

"আমার প্রাণ বাঁচাইতে?—সে কি?"

"যদি বাঁচিতে চাও ত পালাও।"

"কেন?"

"তোমাকে মারিয়া ফেলিবার পরামর্শ হইয়াছে; তুমি পালাও। আমি যাই—বেঁচে থাকি ত দেখা হবে। তুমি পালাও।"

এই বলিয়া সরলা চলিয়া গেল। আমি মুহূর্ত্ত কাল হতবুদ্ধি হইয়া রহিলাম। পরে সরলার কথামতে গৃহহইতে নীরবে বাহির হইলাম। গৃহের অনতিদূরে একটা বাগান ছিল। সেই বাগানাভিমুখে ঊর্দ্ধশ্বাসে দৌড়িলাম। বাগানে একটা ভগ্ন শিব-মন্দির দেখিতে পাইয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলাম। তখন রাত্রি দুই প্রহর। আমার সমস্ত শরীর কাঁপিতে লাগিল। পিপাসায় কণ্ঠ শুষ্ক হইতে লাগিল। আমার জীবনে এই প্রথম বিপদ। রাত্রি ভয়ানক অন্ধকার।

এই ভাবে অনেক ক্ষণ রহিলাম। প্রায় দুই ঘটিকা পরে এক অদ্ভুত ব্যাপার দেখিলাম। দেখিলাম, দুই জন মনুষ্য একটা শব স্কন্ধে করিয়া মন্দিরের অনতিদূরে আনিয়া রাখিল। রাখিয়া এক গর্ত্ত খনন করিয়া, তাহাতে শব নিহিত করিয়া, চলিয়া গেল। এই ব্যাপার দেখিয়া আমি আরো ভীত হইলাম। ক্রমে অচেতন হইয়া পড়িয়া গেলাম। প্রভাত কালে আমার চেতনা হইল। বাহির হইয়া বাজারে গেলাম। এক মুদির দোকানে অবস্থিতি করিলাম। পরে স্নান আহার করিয়া বিশ্রাম করিতেই রাত্রিকালের ঘটনার বিষয় চিন্তা করিতেছি, এমন সময়ে মুদি আসিয়া আমার নিকট আরো বিস্ময়কর ঘটনা বিবৃত করিল। মুদি বলিল যে, গত রাত্রে মহাদেব পাঁড়ে সুবাদারের বাটীতে খুন হইয়াছে। সুবাদারের এক পরমাসুন্দরী মেয়ে আছে, সেই মেয়ের সঙ্গে বিবাহ দিবার জন্য পশ্চিম দেশহইতে এক সুন্দর বর আনীত হইয়াছিল। সে বর সুবাদারের বাটীতেই থাকিত। কিন্তু মেয়েটা ইহাকে বিবাহ করিতে চাহে না। এক জন বাঙ্গালি বাবুর সঙ্গে ঢাকায় তাহার ভাল বাসা হয়, সেই বাবু কল্য রাত্রে উহাদের বাটীতে আসিয়াছিল, বরের ভাই তাহা জানিতে পায়; জানিতে পাইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলিবার অভিলাষে সুবাদারের বাটীতে যত্ন করিয়া রাখে। বরের বিছানাতে তাহাকে শুইতে দিয়াছিল। কিন্তু সে কোন প্রকারে টের পাইয়া পলাইয়া যায়। বর অনেক রাত্রে পাহারা দিয়া আসিয়া সেই বিছানায় শুইয়াছিল, বরের ভ্রাতা ও তাহার সঙ্গী আর এক জন তাহাকে সেই বাঙ্গালি বাবু মনে করিয়া কাটিয়া ফেলে। কাটিয়া এক বাগানে নিয়া গিয়া পুতিয়া রাখে। প্রাতঃকালে সমস্ত প্রকাশ পাইয়াছে। ইহা শুনিয়া, আমার হৃৎকম্প হইল। আমি জলপিপ্তরিহইতে পলায়নের পথ দেখিতে লাগিলাম। ফলতঃ আমি সেই দিনই ঢাকায় যাত্রা করিলাম। ঢাকায় আসিয়া বাবার পত্র পাইলাম। তিনি আমাকে কলিকাতায় যাইয়া মেডিকেল

কলেজে চিকিৎসা বিদ্যা শিখিতে পরামর্শ দিয়াছিলেন। আমি তাঁহার পরামর্শ শুনিয়া কাল বিলম্ব না করিয়া, কলিকাতায় যাত্রা করিলাম।

পঞ্চম পরিচ্ছেদ।

জলপিগুরির সেই ঘটনা অবধি আমার সাংসারিক বিষয়ে অতিশয় বিরক্তি জন্মিল। সংসারের কিছুই আমার ভাল লাগিত না। মেডিকেল কলেজে যাহাদের সঙ্গে একত্র পড়িতাম; তাহাদের মধ্যে এক জন খ্রীষ্টীয়ান ছিলেন। তাঁহার নাম বেণীমাধব বসু। বেণীমাধবের সঙ্গে আমার বিলক্ষণ বন্ধুতা হইল। বেণীমাধব অতি সৎলোক। তাঁহারও দশা কথকাংশে আমার দশার তুল্য। তিনি খ্রীষ্টীয়ান হওয়াতে তাঁহার শ্বশুর তাঁহার স্ত্রীকে তাঁহার নিকট আসিতে দিতেছেন না। ইহা তাঁহার অতীব অসুখের কারণ হইয়াছিল। তিনি সর্ব্বদা আমার নিকট তাঁহার স্ত্রীর উপলক্ষ্যে কথোপকথন করিতেন। কিন্তু দেখিলাম, তিনি অনায়াসে এ কষ্ট সহ্য করিতেছেন। আমার তাঁহাকে অদ্ভুত মানুষ বলিয়া বোধ হইল।

আমি তাঁহার নিকট সরলার বৃত্তান্ত বিবৃত করিলাম। আর সেই জন্য যে আমার মন কেমন ব্যাকুল হইয়া আছে; তাহা তাঁহাকে বুঝাইয়া বলিলাম। তিনি আমাকে এক সৎপরামর্শ দিলেন। কহিলেন, "ধর্ম্মই মনুষ্যমনের প্রধান উপজীবিকা। যাহার মনে ধর্ম্মরস সিক্ত হয় নাই, তাহার মন নীরস—মরুভূমি। যে মন ধর্ম্মরসাভিষিক্ত হইয়াছে, সে মন উৎকৃষ্ট উর্ব্বরা ভূমির সদৃশ। তাহাতে কোন বীজ বপন করিলে অঙ্কুরিত ও ফলবান হয়। আমি দেখিয়াছি, তোমার মন ধর্ম্মবর্জ্জিত। তুমি ধর্ম্মবিষয় কখনও চিন্তাও কর নাই। যদি ধর্ম্মবিষয়ে তোমার মন স্থির থাকিত; তাহা হইলে এ সকল সাংসারিক দুঃখে বিচলিত হইতে না। দেখ; পর্ব্বতে আঘাত করিলে যেমন গিরিবর বিচলিত হয় না, তদ্রূপ ধার্ম্মিক লোকের মন সাংসারিক কষ্টে চঞ্চলিত হয় না। তুমি যদি এই সকল কষ্ট অক্লেশে সহিতে চাহ; যদি এই শোকদুঃখসঙ্কুল পৃথিবীতে পবিত্র আন্তরিক সুখ ভোগ করিতে চাহ, ধর্ম্মবিষয় আলোচনা কর।"

বেণীমাধবের কথা চিন্তা করিতে২ আমি বাসাবাটীতে আইলাম। সমস্ত রাত্রি বেণীমাধবের কথাই ভাবিলাম। ভাবিয়া স্থির করিলাম, এখন ধর্ম্মবিষয় আলোচনা করিব। তাহা হইলে সরলার কথা ভুলিতে পারিব। কিন্তু সরলার কথা ভুলিতেও যে আবার ইচ্ছা হয় না। পরদিন

বেণীমাধবের সঙ্গে ধর্ম্মানুসন্ধান বিষয়ে আরো পরামর্শ করিলাম। তিনি আমাকে বাইবেল ও তৎসম্বন্ধীয় কয়েকখানি পুস্তক পড়িতে পরামর্শ দিলেন। আমি মনোযোগ সহকারে তাহাই পড়িতে লাগিলাম। ধর্ম্মপুস্তকের আদি ভাগের অনেক ইতিহাস আমার জানা ছিল। তাহা আমাদিগকে সেই মেম শিখাইয়াছিলেন। অন্তভাগের স্থূল বিবরণ জানিতাম। এক্ষণে বাইবেলের বিবরণ বুঝিতে আমার কষ্ট হইল না। আমি অতিশয় আগ্রহ সহকারে অন্তভাগ পড়িলাম। উহা যত পড়িতে লাগিলাম, ততই আমার মন এক নর আনন্দরসে পূর্ণ হইতে লাগিল। আমি প্রতি দিন প্রার্থনা করিয়া ধর্ম্মপুস্তক পড়িতাম। পড়িয়া আবার প্রার্থনা করিতাম। এই রূপে এক বৎসর গত হইল। দেখিলাম, আমি মহাপাপী। এই পাপরাশি মার্জ্জিত না হইলে আমি পরিত্রাণ পাইব না। দেখিলাম যে, যীশু আমার পাপভার লইয়া মরিয়াছেন। আমি তাঁহার শরণাগত হইলাম। তাঁহাতে আমার বিশ্বাস হইল। এখন আমার মনের ভার অনেক লঘু হইল। কেননা এখন আমার মন সান্ত্বনা লাভ করিবার এক বিষয় পাইল। প্রিয় বন্ধু বেণীমাধবের নিকট আমার মনের বর্ত্তমান অবস্থার কথা বলিলাম। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইলেন। কিন্তু বাপ্তাইজিত হইতে সাহস হইল না। ভাবিয়া দেখিলাম, বাপ্তাইজিত হইলে পিতা ত্যাগ করিবেন, জ্ঞাতি কুটুম্ব পাঁচ জনে ত্যাগ করিবে। অতএব বাপ্তাইজিত হওয়া কঠিন হইল। খ্রীষ্টীয়ান হইলে এই সকল অসুবিধা হইবে ভাবিয়া খ্রীষ্টের বিষয় ভাবিতে ক্ষান্ত হইলাম। দিন কতক ধর্ম্মবিষয় ভাবিলাম না। কিন্তু দেখিলাম, তাহাতে মনে আবার পূর্ব্বের ন্যায় অশান্তিভাব বৃদ্ধি পাইল। দুই এক জন ব্রাহ্ম বন্ধুর সঙ্গে ব্রাহ্ম সমাজেও যাইতে লাগিলাম। তাঁহাদের ধর্ম্মমত সমস্ত অবগত হইলাম। কিন্তু তাহাতে মন তৃপ্ত হইল না। তাহা খ্রীষ্টধর্ম্মমতের সঙ্গে তুলনা করিলাম। তুলনা করিয়া দেখিলাম, মনুষ্যকল্পিত উপায় অপেক্ষা ঈশ্বরনির্দ্দিষ্ট উপায় অবলম্বন করাই ভাল। আবার আমি বাইবেল পড়িতে লাগিলাম। এবারে বাপ্তাইজিত হওয়া স্থির করিলাম। ইহার কিছু দিন পরে আমি বাপ্তিস্মদ্বারা প্রকাশ্যরূপে যীশুকে আপন ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলাম। পিতাকে এ সংবাদ লিখিলাম। তিনি শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন। তথাপি মধ্যে২ আমাকে পত্রাদি লিখিতেন।

ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ।

এই রূপে পাঁচ বৎসর গত হইল। আমার মেডিকেল কলেজের পড়া শেষ হইল। পরে ডাক্তার হইয়া পশ্চিমে গেলাম। পশ্চিমে গিয়া দুইটী সংবাদ শুনিলাম। একটী শুনিয়া আহ্লাদিত হইলাম, আর একটী শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। প্রথমে একখানি মিশনরি রিপোর্টে দেখিলাম, পেশোয়ার নগরে সরলা বাপ্তাইজিত হইয়াছেন। রিপোর্টে তাঁহার সংক্ষেপ জীবন চরিত লিখিত ছিল। তাঁহার পিতার নাম ও কর্ণেল হামিল্টনের মেমের নাম লিখিত ছিল। তাহাতে আরো লিখিত ছিল যে, সরলার পিতার মৃত্যু হইয়াছে। মণিপুরের বৃত্তান্তও লিখিত ছিল। সুতরাং এই সরলাই যে আমার সরলা, সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কোন কারণ রহিল না। আর এক সংবাদ শুনিলাম, আমার পিতার মৃত্যু হইয়াছে; পূর্ব্বের সংবাদ যেমন আনন্দদায়ক, পরের সংবাদ তেমনি দুঃখদায়ক হইল। আমি কানপুর নগরে ছিলাম। ইহার চারি মাস পরে লাহোরহইতে আগত এক জন মিশনরির প্রমুখাৎ শুনিলাম যে, সরলা বিবি হামিল্টনের সঙ্গে ইংলণ্ডে গিয়াছেন। শুনিয়া আরও সন্তুষ্ট হইলাম। আমারও ইংলণ্ডে যাইবার বাসনা হইল। ইহার আট মাস পরে আমি লক্ষ্ণৌনগরে প্রেরিত হইলাম। পশ্চিমে গিয়া অবধি আমি ইংরাজদের মতন পোশাক পরিতাম। সাধারণ লোকে আমাকে ডাক্তার সাহেব বলিত। ইংরেজি পোশাক পরিতাম কেন? বাঙ্গালি পোশাক পরিলে সে দেশের লোকে তত মান্য করে না।

আমার লক্ষ্ণৌনগরে আসিবার চারি মাস পরে ১৮৫৭ অব্দের সিপাহী বিদ্রোহ আরম্ভ হইল। বিদ্রোহিগণ কানপুরে নির্দ্দয় হত্যাকাণ্ড করিল। দিল্লী গেল, আগ্রা গেল, ভয়ানক গোলমাল উপস্থিত। লক্ষ্ণৌয়ের সিপাহিরা বিদ্রোহী হইল। অনেক ইংরাজ হত ও আহত হইল। আমরা লক্ষ্ণৌস্থ রেসিডেন্সির মধ্যে আশ্রয় লইলাম। শত্রুরা বহির্দ্দেশহইতে অজস্র গোলা গুলি বর্ষণ করিতে লাগিল। আমরাও যথাসাধ্য গোলা বর্ষণ করিয়া আত্মরক্ষা করিতে লাগিলাম। আমাদের মধ্যে অনেকে হত ও অনেকে আহত হইলেন। সর হেন্‌রি লরেন্স আমাদের প্রধান। বেণীমাধব যে কহিয়াছিলেন, ধার্ম্মিক লোকের মন সাংসারিক বিপদে বিচলিত হয় না, তাহার প্রমাণ হেন্‌রি লরেন্স। এই ভয়ানক বিপদেও তিনি পূর্ব্ববৎ গম্ভীর। তিনি যে কুঠরীতে থাকিতেন, সেই কুঠরীর মধ্য দিয়া অনেক বার শত্রুপক্ষনিক্ষিপ্ত গোলা চলিয়া গিয়াছিল।

তথাপি তিনি অবিচলিত। অবশেষে তিনি সাংঘাতিকরূপে আহত হইলেন। যে দিন তিনি আহত হন, সে দিন আমিও আহত হই। আমার দক্ষিণ স্কন্ধে বন্দুকের গুলি লাগিবামাত্র অচেতন হইয়া পড়িলাম। শোণিতে আমার পরিধেয় বস্ত্র ভাসিয়া গেল। প্রাতঃকালে আট ঘটিকার সময়ে আমি আহত হই।

সন্ধ্যার পরে আমি চেতনা প্রাপ্ত হইলাম। চক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেখি, আমার শিয়রে এক আনন্দময়ী রমণীমূর্ত্তি বিরাজিত। তিনি আমাকে মৃদু ব্যজন করিতেছিলেন। আমি প্রথমতঃ তাঁহাকে দেখিয়া স্বপ্নবৎ বোধ করিলাম। আবার ভাল করিয়া তাঁহার মুখের প্রতি নিরীক্ষণ করিলাম; বোধ হইল, যেন তাঁহাকে কোথাও দেখিয়াছি। নয়ন মুদ্রিত করিয়া ভাবিতে লাগিলাম, কোথায় দেখিয়াছি। কিছুই স্থির করিতে পারিলাম না। পুনরায় নয়নোন্মীলিত করিয়া দেখিলাম, তাঁহার সুকোমল মুখমণ্ডল ঘর্ম্মাক্ত হইয়াছে। অলকদাম স্বেদজড়িত হইয়া গণ্ডদেশে পড়িয়াছে। ব্যজনচ্ছলে তাঁহার সুমৃণাল ভুজলতা অতি কমনীয় ভাবে আন্দোলিত হইতেছে। আমি তাঁহাকে চিনিতে পারিলাম না। আমি তাঁহাকে ইংরাজকামিনী ভাবিয়া ইংরাজীতে জিজ্ঞাসিলাম, "এখন রাত্রি কত?"

তিনি বলিলেন, "আট ঘটিকা।"

এই বলিয়া তিনি ডাক্তার ডাকিতে বাহিরে গেলেন। আমি তাঁহার মৃদুমন্দ গমন নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম। তিনি চলিয়া গেলে গৃহ অন্ধকার বোধ হইল। অনতিবিলম্বে তিনি ডাক্তার সঙ্গে করিয়া আইলেন। ডাক্তার প্রথমে আমাকে আহার দিতে বলিয়া বলিলেন, "আপনার স্কন্ধদেশে বন্দুকের গুলি রহিয়াছে। ইহা বাহির করিতে হইবে। উহা বাহির করিলে জানিতে পারিব, আপনি বাঁচিবেন কি না?"

কয়েক মুহূর্ত্তমধ্যে আমার উপযুক্ত আহার আসিল। সেই আনন্দময়ী রমণী তাহা আমার মুখে তুলিয়া দিতে লাগিলেন। আহার করিয়া আমার যাতনা একটু লঘু হইল। কিন্তু কিয়ৎক্ষণ পরে দুই জন ডাক্তার আসিয়া আমাকে ক্লোরাফরম দিয়া অজ্ঞান করিলেন। অল্পক্ষণ পরে আমি চেতনা প্রাপ্ত হইলাম। তখন প্রাণান্তক যাতনা হইল। তখন গুলি বাহির করা হইয়াছিল। আমি যাতনায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলাম। ইহা দেখিয়া সেই সুন্দরী অতিশয় কাতরা হইলেন।

এই রূপ কষ্টে রাত্রি যাপন হইল। শেষ রাত্রে আমার একট

তন্দ্রা হইয়াছিল। প্রাতে জাগিয়া দেখি, সেই আনন্দময়ী রমণী আমার শিয়রে এক বেত্রাসনে বসিয়া আমাকে ব্যজন করিতেছেন। আবার ডাক্তার আসিলেন। আমি নিজেই বোধ করিয়াছিলাম, আর বাঁচিব না। ডাক্তারকে জিজ্ঞাসা করাতে তিনিও তাহাই বলিলেন। আমি মরিবার জন্য প্রস্তুত হইতে লাগিলাম। ডাক্তার চলিয়া গেলে সেই রমণী ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। আমার বোধ হইল, যেন স্বর্গীয় দূতে আমার জন্য পিতা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিলেন। প্রার্থনার কিয়ৎক্ষণ পরে সেই আনন্দময়ী রমণী আমাকে বলিলেন, "আপনার বড় কষ্ট হইতেছে?"

আমি বলিলাম, "যার পর নাই কষ্ট হইতেছে, কিন্তু আমাদের ত্রাণকর্ত্তা আমাদের জন্য ইহা অপেক্ষাও অধিক কষ্ট সহ্য করিয়াছিলেন।"

কিয়ৎক্ষণ তিনি আর কোন কথা কহিলেন না। পরে বলিলেন, "আপনার কি স্ত্রীপুত্র কেহ আছে?"

এই কথা শুনিয়া আমি তাঁহার মুখ প্রতি এক দৃষ্টে চাহিয়া রহিলাম। যখন জানিলাম যে, আমার চক্ষু বাষ্পাপূর্ণ হইয়াছে, তখন মুখ ফিরাইলাম। একটু কাঁদিলাম। ইহা দেখিয়া সেই যুবতী কুণ্ঠিতা হইলেন। আমার সরলার কথা মনে পড়িয়াছিল। দেখিলাম, ইহাঁর ও সরলার মুখশ্রীতে অনেক সাদৃশ্য আছে।

আমি বলিলাম, "আমার এ সংসারে কেহ নাই। একটী বালিকাকে আমি বাল্য কালহইতে ভাল বাসি। সে এখন জীবিত আছে কি মরিয়াছে, তাহা জানি না। কিন্তু শুনিয়াছি, সে খ্রীষ্টীয়ান হইয়াছে, যদি সে মরিয়া থাকে, অচিরাৎ আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হইবে। আর যদি জীবিত থাকে, আমি তাহার জন্য স্বর্গে থাকিয়া অপেক্ষা করিব।" এই বলিয়া আমি দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলাম। আবার বলিলাম, "কলিকাতায় আমার এক বন্ধু আছেন। তাঁহার নাম বেণীমাধব বসু। আপনি তাঁহার নাম লিখিয়া রাখুন। যদি আপনি এ বিপদহইতে রক্ষা পায়েন, আমার যে কিছু আছে, তাহা তাঁহার হস্তে অর্পণ করিবেন। বলিবেন যে, তাহার অর্দ্ধাংশ তিনি যেন অনুসন্ধান করিয়া, যে বালিকাকে আমি ভাল বাসিতাম, তাহাকে দেন। অপর অর্দ্ধাংশ ধর্ম্মার্থ দান করেন।" এই বলিয়া আবার নীরব হইলাম, আবার কাঁদিলাম। তিনি এই সকল লিখিয়া রাখিলেন।

আমি আবার বলিলাম, "আমার বাক্সে দশ সহস্র টাকার

কোম্পানীর কাগজ আছে, তাহা আমার বন্ধুকে দিবেন। আর আমার বাক্সে একটী ফটগ্রাফ আছে; তাহা অনুগ্রহ করিয়া একবার বাহির করুন, জন্মের মত সেই মুখ একবার দেখিব, দেখিয়া মরিব।"

তিনি অনতিবিলম্বে যত্নরক্ষিত সেই ফটগ্রাফ বাহির করিলেন। বাহির করিয়া, তাহা হাতে করিয়া স্তম্ভিতের ন্যায় একটু দাঁড়াইলেন। পরে আনিয়া আমার হাতে দিলেন। দিয়া মুখমণ্ডল বস্ত্রাবৃত করিয়া কাঁদিতে লাগিলেন। আমি ফটগ্রাফখানি প্রাণ ভরিয়া দেখিলাম। দেখিয়া বক্ষে স্থাপন করিলাম।

তখন পূর্ব্ববৃত্তান্ত সমস্তই আমার মনে পড়িল। সরলার সেই মনোহারিণী মূর্ত্তি আমার স্মৃতিপথে উদিত হইল। মনে হইল, সরলা যেন আমার নিকটে উপস্থিত। মনে হইল, এ সময়ে যদি সরলাকে একটী বার দেখিতে পাইতাম, এই মৃত্যু-শয্যাও আমার সুখ-শয্যা হইত। আমার শরীর রোমাঞ্চ হইল। নয়নজল গণ্ডদেশ বহিয়া উপধানে পড়িতে লাগিল। আমার স্কন্ধদেশের ক্ষত দিয়া আবার শোণিত-প্রবাহ অদমনীয় বেগে ছুটিতে লাগিল। ক্রমে২ আমার চেতনা লুপ্ত হইতে লাগিল। শরীর অবশ হইয়া আসিল। আমি আবার অচেতন হইলাম।

সপ্তম পরিচ্ছেদ।

আমার অচেতন অবস্থায় কি কি ঘটিয়াছিল, তাহা বলিতে পারি না। কিন্তু এই মৃত্যুশয্যায়ও যে আনন্দময়ীর প্রশান্ত স্বর্গকন্যা-সদৃশ মুখশ্রী দেখিয়া, যাঁহার অমৃতানুপম বাক্য শ্রবণ করিয়া কথঞ্চিৎ আনন্দ অনুভব করিতেছিলাম, চেতনা লাভ করিয়া আর তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম না। আর আমার সরলার যে ফটগ্রাফখানি বক্ষে ছিল, তাহাও দেখিলাম না। আবার দেখিলাম, আমার শয্যাস্তরণ ও উপধান পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। ক্ষত স্থান নূতন বস্ত্রখণ্ডে আবৃত হইয়াছে। এই সকল দেখিয়া বোধ হইল, অচেতন অবস্থায় আমি একাকী নিরাশ্রয় ছিলাম না। আবার দেখিলাম, আমার গৃহের অপর প্রান্তে আর এক ব্যক্তি শায়িত। দেখিলাম, তাঁহার উরুদেশ বস্ত্রখণ্ডে আবৃত। তাহাতে বুঝিলাম, উহাঁর উরুদেশে গোলা লাগিয়াছে। তিনি প্রায় জ্ঞানরহিত হইয়া পড়িয়া ছিলেন। আর একটী বয়স্কা স্ত্রীলোক তাঁহার শয্যার

পার্শ্বে অতি দুঃখিত বদনে বসিয়া আছেন। ঐ বিষণ্ণ বদনা কামিনী ঐ আহত ব্যক্তির স্ত্রী। আমি তাঁহাদিগকে চিনিতাম। তাঁহারা স্ত্রীপুরুষ উভয়ে অতি ধর্ম্মপরায়ণ। আহত ব্যক্তির নাম কাপ্তান মার্‌টিন। আমাকে চেতনাপ্রাপ্ত দেখিয়া একটী প্রাচীনা ইংরাজমহিলা আমার নিকটে আসিলেন। আসিয়া আমাকে বলিলেন, "আপনি নিজে ডাক্তার, অতএব আপনি যে কেমন গুরুতররূপে আহত হইয়াছেন, তাহা জানেন। এ সময়ে আপনার পূর্ব্বকথা সকলই ভুলিতে চেষ্টা করা কর্ত্তব্য। মরণ নিকটবর্ত্তী, এ সময়ে কেবল সেই ত্রাণকর্ত্তার প্রতি মন স্থির রাখুন।"

আমি বলিলাম, "বিবি, আপনার নিকট আমি বড় বাধ্য হইলাম। আমি নরাধম পাপী। কিন্তু যীশু ত আমাকে আপনার অমূল্য শোণিত-দ্বারা ক্রয় করিয়াছেন। আপনি কি মনে করেন, আমি মরিতে ভয় করি? মরণ আমার মঙ্গলকর। মরিলেই পরকালের যবনিকা উত্তোলিত হইবে। আমি যীশুর মুখ দেখিতে পাইব। তিনি ভিন্ন আমার সান্ত্বনার উপায় আর কিছু নাই। এই সংসারসাগরে তিনি কর্ণধার। আমি তাঁহার মুখ চাহিয়া এত দুঃখ, এত কষ্ট সহিয়াছি। আমি মরিতে ভয় করি না। কিন্তু—" এই বলিয়া আমি আবার কাঁদিলাম। প্রাচীনা আমার শিয়র দেশে বসিয়া আমাকে ব্যজন করিতে লাগিলেন। আর বলিলেন, "সকল ভুলিয়া গিয়া কেবল প্রার্থনা কর। ধৈর্য্য অবলম্বন কর। যে কয় দিন পৃথিবীতে থাক, তাহা তোমার ত্রাণকর্ত্তার নিকট প্রার্থনা করিয়া যাপন কর।"

তাঁহার কথানুসারে আমি মনে২ প্রার্থনা করিলাম। প্রার্থনা করিতে২ তন্দ্রা আসিল; নিদ্রিত হইলাম।

এই রূপে এক পক্ষ গত হইল। আমার স্কন্ধদেশের ক্ষতহইতে আর শোণিত নির্গত হইল না। কিয়ৎপরিমাণে বল লাভ করিলাম। এই প্রাচীনাই এখন আমার সেবা শুশ্রূষা করেন। আর সে প্রেমময়ীকে দেখিতে পাইলাম না। আমার পার্শ্বে আর যে এক ব্যক্তি শয্যাগত ছিলেন, তাঁহার মৃত্যু হইল। এখন আমি এই গৃহে একাকী।

এখন আমি অনেক সবল হইয়াছি। এখন যষ্টি অবলম্বন করিয়া কক্ষমধ্যে পাদচারণ করিতে পারি। এখন বাঁচিবার আশা হইল। সে আশা ক্রমে প্রবলা হইল। সরলার কথা ভুলিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম—কিন্তু ভুলি নাই—সরলার বিষয় আবার ভাবিতে লাগিলাম।

এখন বুঝিলাম যে, আর সে প্রতিরূপ দেখিলে রক্তস্রাব হইবে না, আর অচেতন হইব না। সে ফটগ্রাফ্‌খানি দেখিবার বাসনা হইল। যষ্টি অবলম্বন করিয়া বাক্‌সের নিকটে গমন করিলাম। বাক্‌স খুলিলাম। কিন্তু হতাশ হইলাম। সে লাবণ্যময়ীর প্রতিকৃতি, বাক্‌সমধ্যে দেখিতে পাইলাম না। নিরাশ হইয়া শয্যায় আসিয়া শয়ন করিলাম। শুইয়া২ মনোমধ্যে সেই মূর্ত্তি ধ্যান করিতেছি—এমন সময়ে গৃহমধ্যে মৃদুমন্দ পাদসঞ্চার শব্দ শ্রবণগোচর হইল। নয়নোন্মীলন করিলাম। দেখিলাম, যে আনন্দময়ী আমাকে রুগ্নশয্যায় স্বীয় মৃণালভুজ আন্দোলন করিয়া ব্যজন করিতেন, তিনি আসিতেছেন। তাঁহাকে দেখিয়া আমি মস্তক আন্দোলন করিয়া সম্ভাষণ করিলাম। তিনি আসিয়া আমার শিয়র দেশস্থিত বেত্রাসনে উপবেশন করিলেন। এবং জিজ্ঞাসিলেন, "আজি আপনি কেমন আছেন?"

আমি বলিলাম, "অনেক ভাল আছি। আপনি আমার পরম উপকার করিয়াছেন। আমি আপনার ঋণ শোধ করিতে পারিব না।"

তিনি তেমনি গম্ভীর ভাবে বলিলেন, "আমা হতে আপনার উপকার হইয়া থাকিতে পারে, কিন্তু যাহা আমার কর্ত্তব্য, আমি তাহাই করিয়াছি। পুরুষেরা এস্থানে সকলের রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন, তাঁহারা আহত হইলে তাঁহাদের সেবা করা আমাদের কর্ত্তব্য।"

আমি তথাপি আবার বলিলাম, "আপনি বড় দয়াবতী, আপনি আমার অনেক উপকার করিয়াছেন।"

তিনি বলিলেন, "ও কথা আর উল্লেখ করিবেন না।"

আমি কিয়ৎক্ষণ নীরবে থাকিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "আপনার নিকট আমার কিছু বক্তব্য আছে। আমার সেই যত্নরক্ষিত ফটগ্রাফ্‌খানি আমার গৃহে নাই, তাহা কি হইয়াছে, আপনি জানেন? যদি জানেন, অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন?"

তিনি ক্ষণেক নীরবে রহিলেন। যেন কিছু ভাবিলেন। বলিলেন, "তাহা আছে। যাহার প্রতিকৃতি, তাহারই নিকট আছে।"

আমি বলিলাম, "সে কি? আমার সরলা কি এই রেসিডেন্সির মধ্যে আছেন? তাহা হইলে নিশ্চয় এ সময়ে আমার নিকট আসিতেন।"

তিনি বলিলেন, "এই স্থানেই আছেন—রুগ্নশয্যায় তিনি আপনার নিকটেও আসিয়াছিলেন—আপনি তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই

তিনিও আপনাকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই—চিনিতে পারিয়া আসা বন্ধ করিয়াছিলেন।"

আমি বিস্মিত হইয়া কহিলাম, "রুগ্ন শয্যায় আপনি ভিন্ন আর কেহ কি আমার নিকট আসিয়াছিলেন?" তিনি বলিলেন, "অনেকে।"

আমি কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ ভাবে থাকিয়া উঠিয়া শয্যায় বসিলাম। এবং বলিলাম, "তিনি এখানে কি প্রকারে আসিলেন?"

"তিনি এখানে কি প্রকারে আসিলেন, কোথায় ছিলেন, কি কি ঘটিয়াছিল, আমি সে সকলই বলিতে পারি।"

"তবে অনুগ্রহ করিয়া বলিবেন?"

"বলিতে পারি, কিন্তু ভয়, পাছে আপনি আবার অচেতন হইয়া পড়েন। তা হইলে হিতে বিপরীত হইবে।"

"আর আমি অচেতন হইব না। আমি এখন আরোগ্য লাভ করিয়াছি।"

এই শুনিয়া তিনি সরলার বৃত্তান্ত আরম্ভ করিলেন। তিনি বলিলেন;—

"আপনার মনে আছে, ঢাকায় থাকা কালে, সরলার পিসি আপনাকে সরলার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিতে নিষেধ করিয়াছিল। তাহার কারণ এই যে, তখন সরলার বিবাহের উপযুক্ত বয়ঃক্রম হইয়াছিল। আর সরলার পিতা তাঁহার বিবাহের চেষ্টায় ছিলেন। সরলার পিসির ও পিতার সন্দেহ হইয়াছিল যে, আপনি সরলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষায় তাঁহাদের বাটীতে গিয়া থাকিতেন। বাঙ্গালি জাতিকে তাঁহারা ঘৃণা করেন, আর সরলা ব্রাহ্মণের কন্যা। এদেশের রীত্যনুসারে তাঁহার সহিত আপনার বিবাহ হইতে পারিত না। এই জন্য নিষেধ করিয়াছিলেন।

"জলপিগুরিতে আপনি যখন যান, তখন সরলার বিবাহের সম্বন্ধ স্থির হইয়াছিল। যে যুবকের সঙ্গে বিবাহের কথা স্থির হয়, সে ঐ পল্টনে কর্ম্ম করিত; সেও ঐ বাটীতে থাকিত। সে ও তাহার ভ্রাতা সরলার পিসির নিকট শুনিয়াছিল যে, সরলা এক জন বাঙ্গালি বাবুকে ভাল বাসিত। এই জন্য ঈর্ষ্যাপরবশ হইয়া তাহারা আপনাকে মারিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। সে সকল কথা মহাদেব পাঁড়ে কিছুই জানিতেন না। সরলা সকলই জানিতেন। যখন তাহারা সেই যুবককে হত করে, সরলা জানিতে পাইয়াছিলেন। তিনি প্রাতে মহাদেব পাঁড়ের নিকট সমস্ত প্রকাশ করেন। তাহাতে ভারি গোল উপস্থিত হয়। যে দুই

ব্যক্তি উক্ত নৃশংস কাণ্ড করিয়াছিল, তাহাদের প্রাণ দণ্ড হইয়াছে। তাহার পরহইতে সরলা আপনার বিষয় জানিবার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু জানিবার কোন উপায় ছিল না; আপনি কোথায় ছিলেন, তাহাও জানিতেন না। সুতরাং পত্রও লিখিতে পারিতেন না। এই হত্যাকাণ্ডের ছয় মাস পরে, ওলাউঠা রোগে মহাদেব পাঁড়ের মরণ হয়। তৎপরে সরলা, বিবি হামিল্টনের সঙ্গে পেশোয়ারে গমন করেন। পিতার মৃত্যু হওয়াতে সরলা একাকিনী হইলেন, তাঁহার আর কেহ ছিল না; কেবল বিবাহার্থী কয়েক জন যুবক ছিল। বিবি হামিল্টন তাঁহাকে তাহাদের কাহার সহিত বিবাহ দিতে ইচ্ছুক ছিলেন না। তিনি সরলাকে আপনার নিকটে রাখিলেন। সরলা লেখা পড়া শিখিয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহার জাত্যভিমান ছিল না। বিবি হামিল্টনের সঙ্গে থাকাতে, আহারাদি করাতে, তাঁহার জাতি গেল দেখিয়া বিবাহার্থী যুবকেরা নিরাশ হইল।

"সরলা পেশোয়ারে গিয়া বিবিয়ানা পোশাক পরিতে আরম্ভ করিলেন। আপনি জানেন, তিনি খ্রীষ্টধর্ম্ম বিষয়ে বিবি হামিল্টনের নিকট অনেক শিক্ষা পাইয়াছিলেন। এক্ষণে তাঁহাদের সঙ্গে নিয়মিত রূপে উপাসনা করিতে লাগিলেন। অবশেষে খ্রীষ্টেতে তাঁহার বিশ্বাস হইল। তিনি বাপ্তাইজিত হইলেন।

"পেশোয়ারে থাকিয়াও তিনি সর্ব্বদা আপনার বিষয় ভাবিতেন। আপনি কোথায় আছেন, জানিবার জন্য ব্যগ্র ছিলেন, কিন্তু জানিবার উপায় ছিল না। তিনি সর্ব্বদা আপনার বিষয় ভাবিতেন। যে ফটগ্রাফ্‌খানি সঙ্গে ছিল, তাহাই সর্ব্বদা খুলিয়া দেখিতেন।

"কিছু দিন পরে আর এক বিপদ উপস্থিত। বিবি হামিল্টনের এক ভ্রাতা পেশোয়ারে ছিলেন। তিনিও কাপ্তান। তিনি সরলার প্রণয়াকাঙ্ক্ষী হইলেন। এবং বিবি হামিল্টনকে তাহা ব্যক্ত করিলেন। বিবি হামিল্টন তাহাতে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। এবং তাঁহাকে সরলার সঙ্গে সর্ব্বদা দেখা সাক্ষাৎ ও কথোপকথন করিয়া প্রণয় স্থাপন করিবার পরামর্শ দিলেন। তিনি তাহাই করিতে লাগিলেন। সরলা তাঁহাকে ভাল বাসিতেন না। কিন্তু তিনি তাহা বুঝিতেন না। তাঁহার বিশ্বাস ছিল যে, সরলা তাঁহাকে ভাল বাসেন। এই রূপ কষ্টে সরলার অনেক দিন গেল। পরে বিবি হামিল্টন ও তাঁহার স্বামির সহিত সরলাকে ইংলণ্ডে যাইতে হইল। ইংলণ্ড দেশ দেখিয়া তিনি অতিশয় সন্তুষ্ট হইলেন। তথাকার আচার, ব্যব-

হার, রীতি নীতি, সরলা সকলই শিখিলেন। এখন তাঁহাকে দেখিলে কেহ মণিপুরী বালিকা বলিয়া জানিতে পারিবে না। তিনি ইংরেজ কামিনীদের ন্যায় অনর্গল ইংরাজী ভাষায় কথোপকথন করিতে পারেন।

"বিদ্রোহিতা আরম্ভ হইবার তিন মাস পূর্ব্বে বিবি হামিল্টনের সঙ্গে সরলা এদেশে আইসেন। হামিল্টন সাহেব পল্টনের সঙ্গে এখানে প্রেরিত হন। যে সাহেব সরলাকে বিবাহ করিতে ব্যগ্র, তিনিও তাঁহাদের সঙ্গে ছিলেন। তাঁহারা বাহিরে থাকিতেন। যে সময়ে সিপাহিরা বিদ্রোহী হইল, সে সময়ে তাঁহারা সকলে মিলিয়া প্রার্থনা করিতেছিলেন। কতকগুলি সিপাহী অকস্মাৎ শোণিতলোলুপ রাক্ষসের ন্যায় তাঁহাদের গৃহে প্রবেশ করিল। কর্ণেল হামিল্টন ও কাপ্তান সাহেব অনেক ক্ষণ আত্মরক্ষণের চেষ্টা করিলেন, কিন্তু পারিলেন না। তাঁহারা দুই জনই হত হইলেন। শেষে এক জন সিপাহী, বিবি হামিল্টনকে সরলার সাক্ষাতে কাটিয়া ফেলিল। আর এক জন সিপাহী আসিয়া সরলার হাত ধরিল। তাঁহাকেও কাটিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। (এই কথা শুনিয়া ক্রোধে আমার চক্ষু রক্তবর্ণ হইল।) তখন আর এক জন সিপাহী তাহাকে বারণ করিয়া বলিল, 'কাটিও না। ইনি আমাদের মৃত সুবাদারের কন্যা। ইহাঁকে কাটিও না। ইহাঁর যেখানে ইচ্ছা, যাইতে দেও।' সরলা বলিলেন, 'আমি রেসিডেন্সির মধ্যে যাইব।' তাহারা তাঁহাকে রেসিডেন্সির পথ দেখাইয়া দিল। দুই জন সিপাহী সঙ্গে দিল। সুতরাং অন্য বিদ্রোহীরা তাঁহাকে কিছু বলিল না। এই রূপে তিনি এখানে আসিলেন।

"আপনার আহত হইবার পূর্ব্বে সরলা আপনাকে চিনিতেন না। যখন চিনিতে পারিলেন, তখন আসা বন্ধ করিলেন। তিনি ডাক্তার কল্‌বিনের নিকট আপনার নাম জানিয়াছিলেন। আপনি যে বাঙ্গালি, তাহাও জানিয়াছিলেন।"

এই রূপ কথা বার্ত্তা হইতে ২ রাত্রি আট ঘটিকা হইল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, "তবে এখন তাঁহার আমার কাছে না আসিবার কারণ কি?"

"না আসিবার কারণ ছিল। আপনার সেই অবস্থায় যদি তিনি আসিয়া আত্মপরিচয় দিতেন, আপনার হিতে বিপরীত হইত। আপনি আনন্দে অধীর হইতেন, সুতরাং আপনার ক্ষত হইতে রক্তপাত নিবারিত হইত না।"

"এখন ত আমি ভাল হইয়াছি।"

"তবে আমি যাই, আপনি যে বেশে সরলাকে মণিপুরে দেখিয়াছিলেন, সেই বেশে আজি তিনি আসিয়া আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিবেন।"

এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। আমি সতৃষ্ণ নয়নে সরলার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিলাম। দশ মিনিট পরে, আমার পার্শ্বস্থ কক্ষের দ্বার মুক্ত হইল। সেই দ্বার দিয়া আমার জীবনসর্ব্বস্ব সরলা মণিপুরী বেশে মেঘোন্মুক্ত শশীর ন্যায় মন্দং পাদ সঞ্চারে হাসিতেং আসিয়া আমার সম্মুখে দাঁড়াইলেন। আমার অন্তরেন্দ্রিয় স্নিগ্ধ হইল। আনন্দরসে শরীর অভিষিক্ত হইল। আমি তাঁহাকে স্নেহালিঙ্গন ও চুম্বন করিলাম। তিনি আমার বক্ষে বদন লুকাইয়া আনন্দাশ্রুপাত করিতে লাগিলেন। সে সময়ে যে কত আনন্দ অনুভব করিয়াছিলাম, তাহা বলিয়া ব্যক্ত করিতে পারি না। অনেক ক্ষণ এই ভাবে গত হইল। শেষে উভয়ে স্থির হইলাম। আমি বলিলাম, "সরলে, তুমিই না এত ক্ষণ ইংরেজ কামিনীবেশে আমার নিকট আত্মবিবরণ বিবৃত করিতেছিলে?"

সরলা। তাহা কি তুমি বুঝিতে পার নাই?

"আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম, কিন্তু সাহস করিয়া বলিতে পারি নাই। আমার সে ফটগ্রাফখানি কোথায়? আমি যে বটপত্র অবলম্বন করিয়া তোমার বিরহ সাগরে এত কাল ভাসিতেছিলাম, সেই ফটগ্রাফখানি আন। দেখিব, তোমার আকৃতি এই ছয় বৎসরে কত পরিবর্ত্তিত হইয়াছে।"

সরলা ফটগ্রাফ আনিলেন। অনেক ক্ষণ উভয়ে দেখিলাম। দেখিতেং কত কথা বলিলাম, কত আনন্দ অনুভব করিলাম। এই সকল করিতে ২ রাত্রি অনেক হইল। শেষে আমরা উভয়ে একত্রে পিতা ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিলাম। তিনি বিশ্রাম করিতে গেলেন।

এক্ষণে আমার সকল দুঃখ দূর হইল। আমি সুখী হইলাম।

ইহার কিছু দিন পরে জেনারেল হ্যাবলক সসৈন্যে আসিয়া লক্ষ্ণৌনগর শত্রুহস্তহইতে উদ্ধার করিলেন। আমরা নিষ্কৃতি পাইলাম। পরে কলিকাতায় আসিয়া বন্ধু বান্ধবের সম্মুখে আমরা বিবাহিত হইলাম।

রাহা।

সমাপ্ত।

যীশুর নিকট আইস।

পাঠক, তুমি কি পাপভারে ভারাক্রান্ত? তবে যীশুর নিকট আইস; তিনি তোমার পাপের বোঝা আপন মস্তকে তুলিয়া লইবেন। পাঠক, তুমি কি অন্তরে ব্যথিত? তবে যীশুর নিকট আইস; তিনি তোমাকে স্বর্গীয় শান্তি দান করিবেন। তুমি বলিতে পার, "আমি শুনিয়াছি, যীশু পবিত্র, তিনি পাপ ঘৃণা করেন। তবে আমি তাঁহার নিকট কি প্রকারে যাই? অগ্রে পাপ ত্যাগ করিয়া ভাল মানুষ হই, তবে যাইব।" পাঠক, এ তোমার ভুল। যীশু পবিত্র, তাহা সত্য; তিনি পাপ ঘৃণা করেন, তাহাও সত্য; কিন্তু তিনি পাপীকে ঘৃণা করেন না। তুমি পাঠ করিয়াছ, তিনি যখন পৃথিবীতে ছিলেন, তখন পাপীদের সঙ্গে ভোজন করিতেন। তিনি পাপীদের উদ্ধার করিবার জন্যই জগতে আসিয়াছিলেন, তবে পাপীকে ঘৃণা করিবেন কেন? তুমি আইস; যে ভাবে আছ, সেই ভাবেই আইস। অবিলম্বে আইস। তোমার পাপ—তোমার পাপস্বভাব কি তুমি আপন শক্তিতে ত্যাগ করিতে পার? তাহা পার না। তুমি তাঁহার নিকট আইস, তাহা হইলে তিনি তোমাকে এমন শক্তি দিবেন, যাহার বলে তুমি পাপ ত্যাগ করিতে সমর্থ হইবে। তোমার মতন অনেক পাপী তাঁহার নিকট আসিয়া মনে শান্তি পাইয়াছে। আইস, তুমিও তাহা পাইবে। তিনি তোমাকে তাঁহার নিকট আসিতে আহ্বান করিতেছেন। তিনি বলিতেছেন, "হে পরিশ্রান্ত ও ভারাক্রান্ত লোক সকল, আমার নিকট আইস, আমি তোমাদিগকে বিশ্রাম দিব। আমার যোঁয়ালি আপনাদের উপরে ধরিয়া লও, এবং আমার স্থানে শিক্ষা কর, কেননা আমি ক্ষান্তশীল, ও নম্রমনা, তাহাতে তোমরা আপন২ মনের নিমিত্ত বিশ্রাম পাইবে। কারণ আমার যোঁয়ালি সহজ ও আমার ভার লঘু।" মনে বিশ্রাম পাইবার জন্য তিনি তোমাকে ডাকিতেছেন। অতএব অবিলম্বে আইস। কোন পার্থিব লাভের আশা দেখাইয়া কেহ যদি তোমাকে ডাকে, তাহা হইলে তুমি অবিলম্বে তাহার নিকট যাইবে। তবে আত্মিক লাভ, পাপহইতে ক্ষমা লাভ, পরিত্রাণ লাভ করিবার জন্যে তাঁহার নিকট আসিবে না কেন?

লজ্জাভয় পরিহরি, যীশু অবতার স্মরি,
জীবগণ তদাশ্রয় কর হে গ্রহণ।
এড়াইতে ভব ভয়, নাহিক অন্য উপায়,
কেবল উপায়মাত্র যীশুর চরণ॥

এই বেলা ওহে নর, যীশুর চরণ ধর,
যদি হতে চাও তুমি ভবনদী পার।
বিধি দিয়াছেন বিধি, যীশু খ্রীষ্ট মহানিধি
এ ভব পাঁথার হতে হইতে উদ্ধার॥
মনযন্ত্র মিলাইয়া, প্রেম বাদ্য বাজাইয়া,
কর জীব এক মনে যীশুগুণ গান।
সেই প্রেমী বন্ধু বিনে, কে তারিবে দীন জনে,
পাপময় ধরাধাম হতে পরিত্রাণ॥
কেমন দয়াল প্রভু! হেন কি হয়েছে কভু?
দিয়াছে কি কেহ প্রাণ পাপীর কারণ?
কিন্তু খ্রীষ্ট অবতার, (যাঁর করুণা অপার,)
ধরাতলে জীব লাগি দিলেন জীবন॥
যেই জন এক মনে, ভাবে সে প্রেমিক জনে,
ধরা মাঝে সেই জন ধার্ম্মিক প্রধান।
সার্থক জীবন তার, ভবে সে হবে নিস্তার,
পাপহতে যীশু তাঁরে করিবেন ত্রাণ॥
অতএব ওরে মন, চিত্ত কর সমর্পণ,
সেই দয়াময় প্রভু যীশুর চরণে।
ভক্তিপুষ্পে শ্রদ্ধাজলে পুজ সেই জনে।

সঙ্গীত।

রাগিণী খাম্বাজ, তাল জৎ।

অগতির গতি তুমি পতিতপাবন,
তাইত চরণতলে লয়েছি শরণ।
১ আপন শোণিত দানে, তারিতে নরসন্তানে,
দয়া করি নরদেহ করিলে ধারণ।
২ শুনি ও নামের ধ্বনি, ছিঁড়ি সংসার বন্ধনী,
আসিয়াছি তব কাছে, হে নরতারণ!
৩ পাপরাশি থরে থরে, রাখিনু তব উপরে,
দয়া করি যীশু মোরে কর হে গ্রহণ!

রাগিণী খাম্বাজ, তাল জৎ।

যীশু তরুতলে এসো পাপী তাপী জন,
শীতল হইবে দেহ শান্তিযুক্ত মন।
১ যীশু ত্রাণ তরুপতি, অগতি জনের গতি,
হেন তরুতলে আসি জুড়াও জীবন।
২ তব সম কত পাপী, হয়ে মনে অনুতাপী,
স্বর্গীয় সান্ত্বনা আসি, করিল গ্রহণ।
৩ জ্বলি অনুতাপানলে, যে আসে এ তরুতলে,
তারি পাপ প্রভু যীশু, করেন মোচন।

রাহা।

এমন গুণের বন্ধু হয় কি কখন!

১

ক্রুশ পরে প্রভু যীশু ত্যজিলা পরাণ
কেবল মনুজবৃন্দে করিবারে ত্রাণ—
পাপরাশি মুক্তি হেতু
বাঁধিলা ধর্ম্মের সেতু—
দিলা নিজ রক্ত প্রভু পাপীর কারণ
এমন গুণের বন্ধু হয় কি কখন!

২

সকল হৃদয়ে আছে মরণের ভয়,
মরণের বশীভূত সকলেই হয়;
ধনী, মানী, মহাবীর,
সকলেই নতশির
সতত হইয়া থাকে মরণের পাশে,
সকলে কাঁপিয়া থাকে মরণের ত্রাসে।

৩

হেন মরণের হাতে নির্ভয় হৃদয়ে।
দিলেন জীবন যীশু ঈশপুত্র হয়ে
নির্ভয় হৃদয় যাঁর,
কি আশ্চর্য্য প্রেম তাঁর!

নরদেহে পাপী জনে দিয়া দরশন,
জীবের শিবের তরে দিলেন জীবন।

৪

ভয়ঙ্কর বিষধর করি দরশন,
কে করে তাহার মুখে কর সমর্পণ?
যীশু খ্রীষ্ট অবতার,
করিতে জীবে নিস্তার,
মৃত্যুরূপ সর্পমুখে দিয়া নিজ প্রাণ,
করিলা শোণিতদানে ভবজনে ত্রাণ।

৫

ভাবের ভাবুক যারা, প্রফুল্ল অন্তরে
চেয়ে দেখ, কিবা শোভা ক্রুশের উপরে!
তাই বলি এক মনে,
ভজি সে প্রেমিক জনে,
প্রেমের পতাকা কর জগতে স্থাপন,
এমন গুণের বন্ধু হয় কি কখন!

খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম কি?

খ্রীষ্ট নামে এক ব্যক্তি ১৮৭৯ বৎসর পূর্ব্বে যিহুদা দেশের একটী ক্ষুদ্র গ্রামে জন্ম গ্রহণ করেন। ত্রিশ বৎসর বয়সের সময়ে তিনি স্বজাতীয়-দিগের নিকট প্রকাশ্যরূপে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন। তিন বৎসরের কিছু অধিক কাল ধর্ম্ম প্রচার করিয়া কতিপয় শিষ্য সংগ্রহ করেন। তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে ঈশ্বর বলিয়া আরাধনা করিতেন, এবং আজি পর্য্যন্ত যাহারা তাঁহার শিষ্য হয়, তাহারাও পূর্ব্ব কালীয় শিষ্যদের ন্যায় করিয়া থাকে। খ্রীষ্ট তাহাদিগের উপাস্য ছিলেন বলিয়া, বিধর্ম্মিরা তাঁহার পূর্ব্বতন শিষ্যদিগকে খ্রীষ্টীয়ান বলিয়া ডাকিত। তৎপরে খ্রীষ্টকর্ত্তৃক প্রচারিত ধর্ম্মকে খ্রীষ্টধর্ম্ম, এই নাম প্রদত্ত হয়।

খ্রীষ্ট জাতিতে যিহুদী ছিলেন, এবং বাল্যকালহইতে আপনি যিহুদিদিগের ধর্ম্মশাস্ত্র পালন করিয়াছিলেন। এক জন ত্রাণকর্ত্তা উত্তর কালে আগমন করিবেন, যিহুদি শাস্ত্রে এই রূপ লিখিত ছিল। সেই ত্রাণকর্ত্তা কি কি লক্ষণবিশিষ্ট হইবেন, তাহাও উহাতে বর্ণিত ছিল।

খ্রীষ্ট আপনাকে উক্ত ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া প্রচার করিতে লাগিলেন, তাঁহাতেই যিহুদি-শাস্ত্রোক্ত ত্রাণকর্ত্তা সম্বন্ধীয় সমস্ত ভাবোক্তি সিদ্ধ হইয়াছে। যে সময়ে ত্রাণকর্ত্তা আসিবেন, কথিত ছিল, খ্রীষ্ট ঠিক্ সেই সময়েই আসিয়াছিলেন। যে স্থানে তাঁহার জন্ম হইবে, লিখিত ছিল, খ্রীষ্ট সেই স্থানেই জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। যিহুদিদিগের যে বংশে ত্রাণকর্ত্তা জন্ম গ্রহণ করিবেন, উক্ত ছিল, খ্রীষ্ট সেই বংশেই জন্ম পরিগ্রহ করেন। যিহুদিশাস্ত্রে এরূপ ভাবোক্তি ছিল, ত্রাণকর্ত্তা কুমারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন। খ্রীষ্ট মরিয়ম নাম্নী কুমারীর গর্ভজাত হওয়াতে সেই ভাবোক্তি তাঁহাতেই সফল হইয়াছে। ত্রাণকর্ত্তা যেরূপ কার্য্য ও যে প্রণালীতে উপদেশ প্রদান করিবেন, লিখিত ছিল, খ্রীষ্ট অবিকল তদ্রূপ করিয়াছিলেন। ত্রাণকর্ত্তার কি রূপে মৃত্যু হইবে, তাহাও লিখিত ছিল, খ্রীষ্টের মৃত্যু তদ্রূপে হইয়াছিল।

খ্রীষ্টের জীবনচরিতে, অপেক্ষিত ত্রাণকর্ত্তাসম্বন্ধীয় ভবিষ্যৎ কথা সকল সফল হইতে দেখিয়া, কতিপয় যিহুদী সর্ব্ব প্রথমে তাঁহাকে গ্রাহ্য করে। ইহারা খ্রীষ্টকে স্বচক্ষে দেখিয়াছিল এবং তাঁহার বাক্য স্ব২ কর্ণে শুনিয়াছিল। খ্রীষ্ট অতি সামান্য বেশে গ্রামে২ ও পথে পথে উপদেশ দিতেন, এবং কোন স্থানে কাহাকে ব্যাধি বা ভূতগ্রস্ত দেখিলে ইচ্ছামাত্রে আরোগ্য করিতেন। তিনি প্রকাশ্যরূপে এই সকল আশ্চর্য্য ক্রিয়া সম্পাদন করাতে অনেকে তাঁহার এই কার্য্য দেখিয়া তাঁহাকে ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করে। খ্রীষ্ট যখন প্রথমে ধর্ম্ম প্রচার করিতে আরম্ভ করেন, তখন কহিয়াছিলেন, "মন ফিরাও, কেননা স্বর্গের রাজত্ব সন্নিকট।" সেই রাজত্ব তাঁহার মৃত্যুদ্বারা জগতে স্থাপিত হইয়াছে। খ্রীষ্ট যে ধর্ম্ম প্রচার করিতেন, তাহার সার 'অনুতাপ' ও 'বিশ্বাস।' খ্রীষ্টের প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে, যোহন নামে এক ব্যক্তি অনুতাপ প্রচার করিতেন। কিন্তু কেবল অনুতাপ করিলে যথেষ্ট হয় না, এই জন্য তিনি প্রায়শ্চিত্তের কথাও প্রচার করেন। খ্রীষ্টকে এক দিন তাঁহার নিকটে আগমন করিতে দেখিয়া তিনি আপন শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার বহন করিতেছেন।" যোহনের এই কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার শিষ্যেরা খ্রীষ্টের শিষ্য হয়।

খ্রীষ্ট আপনাকেই যিহুদিদিগের অপেক্ষিত ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া প্রচার করিতেন। তিনি কহিয়াছিলেন, "যাহা হারাণ ছিল, তাহার অনুসন্ধান

ও পরিত্রাণার্থে মনুষ্যপুত্র আগমন করিয়াছেন।" তিনি পৃথিবীতে অবস্থিতিকালে লোকের পাপ ক্ষমা করিতেন। তিনি এক সময়ে এক জন পক্ষাঘাতিকে কহিয়াছিলেন, "হে বৎস! সুস্থির হও, তোমার পাপ ক্ষমা হইল।" আর এক সময়ে তিনি বলিয়াছিলেন, "আমা দিয়া না গেলে কেহ পিতার নিকট গমন করিতে পারে না।" তিনি এই রূপ প্রচার করিলে যিহুদিদিগের মধ্যে কেহ বা তাঁহার পক্ষ, কেহ বা তাঁহার বিপক্ষ হয়। যাহারা দেখিয়াও দেখে না, শুনিয়াও শুনে না এবং বুঝিয়াও বুঝে না, তাহারা সর্ব্বকালে সমান। খ্রীষ্ট আপনাকে ঈশ্বরপ্রেরিত ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া প্রতিপন্ন করিবার নিমিত্ত অনেক অলৌকিক কার্য্য করেন, এবং এই সকল কার্য্য দেখিয়া অনেকে তাঁহার বাক্যে বিশ্বাস করেন। তিনি তাঁহাদিগকে যেরূপ আদেশ করিতেন, তাঁহারা তদ্রূপ করিতেন।

তিনি কহিয়াছিলেন, "পিতা পরমেশ্বরে বিশ্বাস কর, এবং আমাতেও বিশ্বাস কর।" তিনি মৃত্যুভোগের কিছু কাল পূর্ব্বহইতে পবিত্র আত্মা ঈশ্বরের কথা শিষ্যদিগকে জ্ঞাত করিতেছিলেন। খ্রীষ্টের শিক্ষানুসারে তদীয় ভক্তেরা পিতা ঈশ্বর, পুত্র ঈশ্বর ও পবিত্র আত্মা ঈশ্বরে বিশ্বাস করে। এই তিন জন পৃথক্, অথচ এক ঈশ্বর। পুত্র-ঈশ্বর অনাদিকালহইতে পিতা ঈশ্বরের সহিত আছেন। তিনি প্রথম মনুষ্যহইতে পৃথিবীর শেষ মনুষ্য পর্য্যন্ত সকলের নিমিত্ত প্রায়শ্চিত্ত করিয়াছেন, সেই প্রায়শ্চিত্তার্থ তিনি পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। যাহারা তাঁহার প্রায়শ্চিত্তে বিশ্বাস করে এবং পবিত্র আত্মাকে আপনাদিগের হৃদয়ে প্রাপ্ত হয়, তাহারা পরিত্রাণ পাইয়াছে। খ্রীষ্ট যে ত্রাণের পথ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা কেবল যিহুদিদিগের নিমিত্ত নহে, কেননা খ্রীষ্ট স্বর্গারোহণ কালে আপনার শিষ্যদিগকে বলিয়াছিলেন, "তোমরা যাইয়া যাবতীয় জাতিকে শিষ্য করিয়া পিতা ও পুত্র ও পবিত্র আত্মার নামে বাপ্তাইজিত কর।"

তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

বট বৃক্ষ।

নিদাঘতপনতপ্ত পথিকনিকর,
দেখ, শুষ্ক কণ্ঠে ঐ বট বৃক্ষতলে;
যাহার শীতল ছায়া দেহ স্নিগ্ধকর,

যার শিরঃশোভা বৃদ্ধি করে পত্রদলে—
লয়েছে আশ্রয়, যুড়াইতে কলেবর,
সঞ্চালি কোমল শাখা তুষিছে সকলে ;
বিতরি সুস্নিগ্ধ বায়ু, ঐ বৃক্ষবর,
দেখ, শাখা নাড়ি বৃক্ষ ডাকিছে সকলে।
যীশু খ্রীষ্ট-বট-বৃক্ষ ঈশ্বরের পাশে,
শোভিছে স্বরগে, দেখ, নরের কারণ ;
বাহু তুলি বলিছেন, "যেবা হেথা আসে,
পাপরূপ তাপদগ্ধ ওহে নরগণ।
নিবারিবে পাপ তাপ যুড়াইবে প্রাণ।"
চল, যাই করি তাঁর আশ্রয় গ্রহণ॥

রাহা।

সংসর্গ।

যাহাদের সঙ্গে নিশে মনে সুখ হবে না,
যাহাদের ওষ্ঠাধরে, নিরন্তর দিব্য করে,
অভিশাপ দেয়, কিন্তু প্রার্থনাটী করে না।
কথায় কথায় গালি, মারামারি কিলাকিলি,
তাহাদের সঙ্গে আমি কখনো খেলিব না।

২

শুনিতে অশ্লীল গান আমি ঘৃণা করিব,
তাহাদের মন্দ কথা, মম কাণে দেয় ব্যথা,
কভু ওষ্ঠাধরে আমি সে কথা না আনিব,
তাহাদের মত হয়ে, অপবিত্র কথা কয়ে,
এ মম রসনা আমি অশুচি না করিব।

৩

নিন্দকের সঙ্গে আমি কখনও যাব না,
কখন নয়ন কোণে, হেরিব না মূর্খ জনে,
ইহাদের সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখিব না।
জ্ঞানিদের সঙ্গে রব, সদা সৎ কথা কব,
পরে যেন জ্ঞানী হই, এই মম বাসনা।

৪

শত সের দুধে পড়ি বিন্দুমাত্র গোচনা,
ক্ষণেক রহিয়া পরে, সব দুধ নষ্ট করে,
এ কথাটী, বল শুনি, সকলে কি জানে না ?
ঠিক যেন এই মতে, দুষ্ট এক ছেলে হৈতে,
মন্দ ঠাট্টা শ্লেষ শিখে শত বালরসনা।

৫

পাপিষ্ঠ ছেলের সঙ্গ আমি ভাল বাসি না,
অহে প্রভো, শুন বলি, তাহাদের সঙ্গে চলি,
তাহাদের মত আমি হৈতে কভু চাহি না।
অতএব দয়াময়, যথা সুধু পাপী রয়,
এ হেন নরকে তুমি আমারে পাঠিও না।

রাহা।

যোহন বনিয়ন।

যাত্রিকের গতি ও ধর্ম্মযুদ্ধ নামক উৎকৃষ্ট পুস্তকদ্বয়ের রচয়িতা যোহন বনিয়ন ১৬২৮ অব্দে ইংলণ্ডের অন্তর্গত বেডফার্ড নগরের নিকটবর্ত্তী এল্‌ষ্টো নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। বাল্যাবধি যৌবনকাল পর্য্যন্ত তিনি ঈশ্বরের সেবা না করিয়া প্রতিদিন তাঁহার নিন্দা করিতেন। তিনি অতিশয় নীচ ও দুষ্কর্ম্মাসক্ত লোকদিগের সহিত ক্রীড়া করিতে ভাল বাসিতেন এবং বিশ্রামবার পালন করিতেন না। তিনি এমন দুঃসাহসী ছিলেন যে, এক দিন একটি সর্প ধরিয়া প্রহার করিতে২ তাহাকে আধমারা করিয়া মুখে অঙ্গুলি দিয়া তাহার বিষদন্ত বাহির করেন। দুই বার তিনি জলমগ্ন হইয়াছিলেন, কিন্তু ঈশ্বরের কৃপায় রক্ষা পায়েন। এই রূপে অনেক সাংঘাতিক দুর্ঘটনাহইতে তিনি আশ্চর্য্যরূপে অনেক বার রক্ষা পায়েন। তাঁহার পিতা কাংস্যকার ছিলেন; সুতরাং তিনিও সেই ব্যবসায় অবলম্বন করেন। কিন্তু তৎকালে ইংলণ্ডে গৃহযুদ্ধ উপস্থিত হওয়াতে তিনি সৈন্যদলে প্রবেশ করেন। এক বার লেষ্টর নগর অবরোধ কার্য্যে তিনি যাইবার আজ্ঞা প্রাপ্ত হইলে এক জন বন্ধু তাঁহার পরিবর্ত্তে এই কার্য্যে যাইতে স্বীকৃত হয়েন। সেই বন্ধু গেলেন। রাত্রিকালে

যখন প্রহরীকার্য্যে নিযুক্ত ছিলেন, তখন বন্দুকের গুলি লাগিয়া তিনি হত হয়েন। ইহাতেও আশ্চর্য্যরূপে বনিয়নের জীবন রক্ষা হয়।

কিছু কাল পরে তিনি এক ধর্ম্মপরায়ণা যুবতীর পাণিগ্রহণ করিলেন; সেই যুবতীর দুইখানি ক্ষুদ্র পুস্তক ব্যতীত আর কোন সম্পত্তি ছিল না। বনিয়ন অবকাশ কালে এই দুইখানি পুস্তক পড়িতে লাগিলেন। তাহাতে যদিও তিনি ঈশ্বরকে প্রেম করিতেন না, তথাপি বিশ্রামবারে ভজনালয়ে যাইতে লাগিলেন। পরে কোন দরিদ্র, কিন্তু ধর্ম্মপরায়ণ লোকের পরামর্শে ধর্ম্মপুস্তক পাঠ আরম্ভ করিলেন, তাহাতেও তাঁহার মনঃপরিবর্ত্তিত হয় নাই, কিন্তু তাঁহার আচার ব্যবহারের অনেক সংশোধন হইয়াছিল। এক দিন কয়েক জন স্ত্রীলোক একটী বারাণ্ডায় বসিয়া ধর্ম্মবিষয়ে কথোপকথন করিতেছিলেন। বনিয়ন তাহা শুনিতে পাইলেন। তদবধি তাঁহার অন্তঃকরণ নম্র হইতে লাগিল। সেই স্ত্রীলোকদিগের কথোপকথন শুনিয়া তাঁহার মনে যে ভাবের উদয় হইয়াছিল, তাহা তিনি এই রূপে ব্যক্ত করিয়াছিলেন; "আমার বোধ হইয়াছিল, যেন সেই স্ত্রীলোকেরা কোন রম্য পর্ব্বতের পার্শ্বে বসিয়া রৌদ্র সেবন করিতেছিলেন, কিন্তু আমি হেমন্ত কালীয় ঝড়ে বাহিরে বসিয়া শীতে ও হিমানীতে কষ্ট পাইতেছিলাম। তাঁহাদের নিকটে যাইতে আমার বড় বাসনা হইয়াছিল, কিন্তু সেই পর্ব্বত অতি উচ্চ প্রাচীরবেষ্টিত বলিয়া যাইতে পারিলাম না। আমি পর্ব্বতে যাইবার নিমিত্ত ঈশ্বরের নিকট বার২ প্রার্থনা করিলাম, এবং ইতস্ততো গমন করিয়া কোন দ্বারের সন্ধান পাইলাম না; আমি অনেক দিন বিফলযত্ন রহিলাম। অবশেষে অনেক অনুসন্ধানের পর প্রাচীরের এক স্থানে একটী ক্ষুদ্র রন্ধ্র দেখিতে পাইয়া তাহাতে অগ্রে মস্তক, পরে স্কন্ধ প্রবেশ করাইলাম। এই রূপে অতি কষ্টে সেই স্ত্রীলোকদিগের নিকটে যাইয়া সূর্য্যকিরণ সেবন করিয়া, তাঁহাদের সঙ্গে আনন্দ করিতে লাগিলাম।"

সাতাইশ বৎসর বয়ঃক্রম কালে তিনি বেডফার্ড নগরের মণ্ডলীভুক্ত হয়েন। সুসমাচার প্রচার করণে তাঁহার বিশেষ নিপুণতা প্রকাশ পাওয়াতে, পরে তিনি তৎকার্য্যে নিযুক্ত হয়েন। তাঁহার উপদেশ এমন তেজোযুক্ত ছিল যে, শত২ লোক তাহা শ্রবণ করিবার জন্য একত্রিত হইত। ১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দে দ্বিতীয় চার্লস স্বদেশে প্রত্যানীত ও পৈতৃক সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত হইলে অন্যান্য ধর্ম্মপ্রচারকের ন্যায় বনিয়নও কারাবদ্ধ হয়েন, ও দ্বাদশ বৎসর কারাগারে থাকেন। সেই কারাগারে

দুঃখের সাগরে ভাসিতে২ তিনি ধর্ম্মযুদ্ধ নামক পুস্তকের প্রথম ভাগ রচনা করেন। বনিয়ন কখনও কোন বিদ্যালয়ে বিদ্যাভ্যাস করেন নাই, তথাপি তাঁহার পুস্তক এত উৎকৃষ্ট হইয়াছে যে, যত ভাষায় বাইবেল অনুবাদিত হইয়াছে, তাঁহার উক্ত দুই পুস্তকও প্রায় সেই সকল ভাষায় অনুবাদিত হইয়াছে।

কারাগারহইতে মুক্ত হইয়া তিনি বেডফার্ড নগরস্থ মণ্ডলীর অধ্যক্ষ হইয়া পূর্ব্বমত সুসমাচার প্রচার করিতেন। তিনি অনেক বার লণ্ডন মহানগরে যাইতেন, এবং অতি প্রত্যূষে উঠিয়া রাস্তায় ধর্ম্মপ্রচার করিলেও সহস্রাধিক শ্রোতা উপস্থিত হইত। বিশ্রামবারে তাঁহার উপদেশ শ্রবণার্থ কখন২ তিন সহস্র লোক একত্র হইত। অবশেষে ১৬৮৮ অব্দে লণ্ডন নগরে তাঁহার মৃত্যু হয়।

অনাথিনী।

১

কেন কেন এই নারী একাকিনী ধায় রে,
একাকিনী এ কাননে কাঁদিয়া বেড়ায় রে?
চাঁচর চিকুর কেশ এলায়ে পড়েছে,
পরিধান জীর্ণ বাসে শত ছিদ্র রয়েছে।

২

এ হেন রূপের ছটা দেখি নাই সংসারে,
মেঘে ঢাকা শশী যেন নীলাম্বরে ভাসে রে!
হেন রূপে হেন দুঃখ কি হেতু ঘটিল,
চাঁদের চাঁদনী কেন মেঘেতে ঢাকিল?

৩

কেঁদ না, কেঁদ না, সতি; অই দেখ নয়নে,
বিধিঁতেছে কুশাঙ্কুর ও কোমল চরণে!
তব শোকে এই দেখ, কাননের পাখী,
কাঁদিছে, কাঁদন শুনে, বৃক্ষ শাখে থাকি।

৪

কেঁদ না, আমারে বল, আমি তব কারণে,
এ পরাণ দিতে পারি, তব কার্য্য সাধনে।

হারায়েছে পতি যদি, খুঁজিতে তাঁহারে,
প্রবেশিব তব তরে, গহন কান্তারে।

৫

অসহায়া পেয়ে তোমা যদি দুষ্ট মানবে,
অত্যাচার কর্য্যে থাকে, (তাহা নাহি সম্ভবে);
বল মোরে, আমি তারে এই তরবারে,
পাঠাইব এই দণ্ডে শমন আগারে।

৬

বিধবা ত নহ তুমি হেরিতেছি নয়নে,
আয়তি লক্ষণ আছে; তবে কোন্ কারণে
ফিরিতেছ এই ভাবে বনে একাকিনী,
হে ভদ্রে, বল না মোরে সে দুঃখ কাহিনী ?

৭

পিতা মাতা ভাই বন্ধু নাহি কি গো সংসারে ?
অন্ন বস্ত্র দিয়া যে বা রাখে নিজ আগারে ?
তবে চল মম গৃহে, ভগিনীর সম
পালিব তোমারে আমি এ প্রতিজ্ঞা মম

৮

যদিও দরিদ্র আমি, কিন্তু মম আলয়ে
বিপন্নের তরে স্থান আছে সর্ব্ব সময়ে।
সতীর বিপদ আমি পারি না গো সহিতে,
চল ২ মম গৃহে, চল মম সহিতে।

রাহা।

দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ব্ব।

দ্বিতীয় পক্ষের নারী, আদরের ধন,
প্রাণসম স্বামী মোরে করয়ে যতন।
আমি নাইলে স্বামী নায়, আমি খেলে খায়,
গুরুর প্রসাদ যথা ভৃত্য শেষে পায়।
বড় ২ পাকা আম, বিলাতী এপল,
যত্ন কর্য্যে স্বামী মোরে যোগায় সকল।

কালা পেড়ে, কাশী পেড়ে, সিমলে ঢাকাই,
না চাহিতে কিনে দেন, আমারে গোঁসাই।
যে অঙ্গে, যে ভাবে সাজে যে বা অলঙ্কার,
গড়্যে দিয়েছেন মোরে বৃদ্ধটী আমার।
দশভুজা সাজে যথা ভকতের ঘরে,
সেই রূপে সাজি আমি বৃদ্ধের আদরে।
আমি যদি করি মান সামান্য কথায়,
বজ্রাঘাত হয় যেন বৃদ্ধের মাথায়।
বিরস বদন মম দেখিলে নয়নে,
কাঁদে বুড়া মনোদুঃখে বিরস বদনে।
আমার স্বামির কত হয়েছে বয়েস,
জানিতে চাহ কি তুমি ? বলিব বিশেষ।
বয়েসেতে স্বামী মম হবে পিতামহ,
ঠাকুর্দ্দাদা বল্যে তাই ডাকি অহরহ।
তুলিতে ২ তাঁর পাকা ২ চুল,
মাথার যতেক চুল হয়েছে নির্ম্মূল।
আমার বুড়ার দাঁত বায়ুভরে নড়ে,
গালে যদি কিল মারি সবগুলি পড়ে।
ছোলা ভাজা, চাল ভাজা খাইতে না পারে,
শীতকালে মূলো মুড়ি দেই না বুড়ারে।
হামাম দিস্তায় যদি ছেঁচে দেই পান,
তুষ্ট হয়্যে বৃদ্ধ স্বামী তাই বস্যে খান।
সতীনের ছেলে ছিল দুই তিন জন,
মাতুলের বাড়ী সবে করেছি প্রেরণ।
বাঁচুক মরুক তায় ক্ষতি বৃদ্ধি নাই,
পরের ছেলের মুখ দেখিতে না চাই।
ননদী ডাকিনী ছিল ঘরে এক জন,
গঞ্জনার ভয়ে করিয়াছে পলায়ন।
দ্বিতীয় পক্ষের নারী, আদরের ধন,
মম সম ভাগ্যবতী বল কোন্ জন ?
কবি কহে, শুন ওগো "আদরের ধন,"
তোমার বৃদ্ধের ভাগ্যে নাই কি মরণ ?

রাহা।

মালতী ও কিশোরী।

কলিকাতার প্রায় আঠার উনিশ ক্রোশ পশ্চিমে তারকেশ্বর নামে একটী গ্রাম আছে। গ্রামটী যদিও ক্ষুদ্র ও সামান্য, কিন্তু তারকেশ্বরের মন্দির থাকায় বিখ্যাত হইয়া গিয়াছে। ঐ গ্রামে মালতী ও কিশোরী নাম্নী দুইটী নিঃস্ব বিধবা একমাত্র কনিষ্ঠ ভ্রাতা নন্দলালের বাটীতে বাস করিত। নন্দলাল সামান্য কৃষি কর্ম্ম করিয়া যাহা কিছু পাইত, তাহাতে তিন জনের ভরণ পোষণ হইত না, এই জন্য বিধবা ভগিনী-দ্বয়ও গৃহস্থ বাটী যাইয়া সামান্য সামান্য কর্ম্ম করিয়া কিছু২ আনিত। তাহাতে এক প্রকার স্বচ্ছন্দে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইতে লাগিল। কিছু দিন পরে পীড়া হওয়াতে নন্দলাল ক্রমে এমন অশক্ত হইয়া পড়িল যে, তিন চারি মাস কোন কর্ম্ম করিতে পারিল না। সুতরাং তাহারা যাহা কিছু আনিত, তাহাতেই অতি কষ্টে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইত। বিপদ কখন একা আইসে না; এমন দুঃখের উপর আবার দুঃখ আসিয়া জুটিল। সেই সময়ে গ্রামে পশুমড়ক আরম্ভ হওয়ায় তাহাদের যে কয়েকটী গোরু ছাগল ছিল, তাহা মরিয়া গেল। এদিকে গৃহে যে কয়েকখান তৈজস পত্র ছিল, সমস্ত বিক্রয় করিয়া নন্দলালের চিকিৎসার নিমিত্ত কবিরাজকে দিল। তথাচ তাহার পীড়ার উপশম না হইয়া দিন দিন বৃদ্ধি হইতে লাগিল। একমাত্র অবলম্বন নন্দলালের পীড়ার বৃদ্ধি দেখিয়া তাহাকে তাহারা কলিকাতার হাঁসপাতালে লইয়া যাইতে মনস্থ করিল। কিন্তু নন্দলাল তথায় যাইতে সম্মত হইল না। তাহারা তাহাকে অনেক বুঝাইল ও সাধ্য সাধনা করিল। পরিশেষে একখান গোরুর গাড়ি করিয়া তাহাকে কলিকাতায় আনিল। এখানে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে, এই বিশ্বাসে ভগিনীদ্বয়ের অন্তঃকরণ কিঞ্চিৎ সুস্থ ও আনন্দিত হইল। হাঁসপাতালে উপস্থিত হইয়া নন্দলাল অত্যন্ত কান্দিতে লাগিল। ভগিনীদের প্রত্যাগমন কালে একটীও কথা কহিতে পারিল না। তাহা দেখিয়া লোকেরা সান্ত্বনা করিবার নিমিত্ত তাহাকে কহিল, তুমি শীঘ্রই আরোগ্য হইবে, চুপ কর। কিন্তু পরস্পর ফুস ফুস করিয়া বলিতে লাগিল, এ ব্যক্তির বাঁচিবার সম্ভাবনা নাই।

যদি কিছু সম্বল থাকিত, কিম্বা কলিকাতায় যদি কোন চাকুরি পাইত, তাহা হইলে মালতী ও কিশোরী নন্দলালকে হাঁসপাতালে রাখিয়াই বাড়ী ফিরিয়া যাইত না। পরে কলিকাতার খরচ, তাহাতে

আবার কোন উপায়ের আশা নাই দেখিয়া, তাহারা ক্ষুণ্ণমনে বাড়ী ফিরিয়া গেল।

নন্দলাল কেমন আছে, হয় তো এত দিন ভাল হইয়াছে, এই প্রকার নানা চিন্তা করিয়া তাহারা দিনপাত করিতে লাগিল। প্রায় এক পক্ষ পরে কিঞ্চিৎ পাথেয় সংগ্রহ করিয়া ভগিনীদ্বয় নন্দলালকে দেখিবার নিমিত্ত পদব্রজে কলিকাতা যাত্রা করিল। আহা, স্ত্রী জাতি; তিন ক্রোশ আসিয়াই ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িল। সঙ্গে এমন টাকা নাই যে, গাড়ী ভাড়া করিয়া যায়, অথচ নন্দলালকে দেখিবার জন্য ব্যস্ত। তাহারা অতি কষ্টে আবার হাঁটিতে লাগিল, তিন চারি দিনের পর কলিকাতায় আসিয়া উপস্থিত হইল। হাঁসপাতালে যাইয়া দেখে, যে ঘরের যে শয্যায় নন্দলালকে থাকিতে দেখিয়া গিয়াছিল, তথায় সে নাই। তাহাতে ভগিনীদ্বয় উদ্বিগ্নচিত্ত হইয়া এ দিক ও দিক উঁকি ঝুঁকি মারিয়া দেখিতে লাগিল। তাহাদিগকে এই অবস্থায় দেখিয়া হাঁসপা-তালের এক জন ভৃত্য জিজ্ঞাসা করিল, "হাঁ গা, তোমরা কাকে খুঁজ্‌চো?" তাহারা কহিল, "ওগো, আমাদের ভাই নন্দলালের ব্যামো হয়েছিল, আজ প্রায় পোনের দিন হলো, তাকে এই ঘরের এই ঠাঁই রেখে যাই, তা আজ আমরা এসে তাকে দেখ্‌তে পাচ্ছিনে। হাঁ গা, সে কোথায় গেছে, তোমরা বল্‌তে পার?"

ভৃত্য বলিল, "আজ চারি দিন হলো, সে মর্য্যে গেছে। ডাক্তরেরা অনেক চেষ্টা পেয়েছিল, তবু আরাম কর্‌তে পারে নি।"

এই সংবাদে ভগিনীদ্বয়ের মস্তকে বজ্রাঘাত হইল, তাহাদের মনের দুঃখসাগর প্রবল বেগ ধারণ করিল।

"নন্দ কোথায় গেলি, নন্দ কোথায় গেলি?" বলিয়া উচ্চৈঃস্বরে কান্দিতে২ হাঁসপাতালহইতে বাহির হইল। পরিশেষে এক বৃক্ষতলে বসিয়া বিনাইয়া২ কান্দিতে লাগিল।

এই রূপে সন্ধ্যা হইল, যত লোক পথ বহিয়া যাইতেছিল, সকলেই তাহাদের কান্না শুনিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল, কিন্তু কেহ তাহাদের দুঃখে দুঃখিত হইয়া একটুও উপকার করিল না। পরে এক জন প্রবীণা স্ত্রীলোক সেই পথে যাইতে২ তাহাদের কান্না শুনিয়া কাছে আসিয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা, তোমরা এখানে বোসে কাঁদ্‌চ কেন?—তোমাদের বাড়ী কোথায়?"

মালতী। আর মা, পোড়াকপালিদের কথা কেন জিজ্ঞাসা কর?

আমাদের বাড়ী তারকেশ্বর। আমরা দুটী অনাথা বিধবা। একটী মাত্র ছোট ভাই ছিল, তা এম্‌নি আমাদের ভাগ্যি যে, সেটীকেও যমে নিলে।

এই বলিয়া আবার কান্দিতে লাগিল।

প্রবীণা নারী অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া পুনরায় কারণ জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ গা বাছা, তার কি বেয়ারাম হয়েছিল ?"

মালতী। (কান্দিতে কান্দিতে) ও মা, তার পিলে জ্বর হয়েছিল, তা আমাদের তো এমন কিছু সঙ্গতি নেই যে, ঘরে বস্যে ডাক্তার দেখাই। দেখ্‌তে২ সে রোগা হয়্যে পড়্‌লো। তাই কলিকাতার ডাক্তারখানায় এনেছিলাম। আমাদের ইচ্ছে ছিল, আমরা তার কাছে থাকি, তার সেবা করি, কিন্তু ডাক্তারেরা বোল্লে, তোমরা এখানে থাক্‌তে পাবে না। কি করি, আমরা কোথাও একটু স্থান না পেয়ে বাড়ী গিয়েছিলাম, ফিরে এসে দেখি, যে বিছানায় আমরা তাকে রেখে গিয়েছিলাম, সেখানে সে নাই। আমরা এদিক ওদিক দেখ্‌ছি, এমন সময়ে হাঁসপাতালের এক জন লোক জিজ্ঞাসা কর্‌লে, তোমরা কাকে খুঁজ্‌চো ? আমরা বল্লেম, আমাদের ভাই নন্দলালকে। সে বল্যে, সে নেই, মর্য্যে গেছে।

প্রবীণা। আহা, আহা! কি সর্ব্বনাশ, বড় দুঃখের বিষয়, আমি তোমাদিগকে কি বল্যে সান্ত্বনা করিব। আমি যে প্রভুর সেবা করি, তিনি ব্যতীত আর কেহ তোমাদিগকে সান্ত্বনা করিতে পারে না।

মালতী। তাঁর নাম কি ?

প্রবীণা। তাঁহার নাম যীশু খ্রীষ্ট। তাঁহার বিষয় কখন শুনিয়াছ ?

মালতী। আহা বাছা, আমরা গরীব মানুষ, কে আমাদের কাছে তাঁর বিষয় বল্‌বে বল ?

প্রবীণা। দেখ, তিনি গরীবদের জন্যই স্বর্গ ছেড়ে মানুষ হয়্যে এই পৃথিবীতে এসেছিলেন। তাঁহার বিষয় কিঞ্চিৎ বলিতেছি, তবে মন স্থির করিয়া শুন। প্রভু যীশু খ্রীষ্টের অবতার কালে অর্থাৎ যে সময়ে প্রভু যীশু মনুষ্য আকারে এই পৃথিবীতে বাস করিতেন, সেই সময়ে মার্থা ও মরিয়ম নাম্নী দুইটী ভগিনী তাহাদের একমাত্র সহোদর লাসারের সঙ্গে বৈথনিয়া গ্রামে বাস করিত। প্রভু যীশু খ্রীষ্ট তাহাদিগকে বিশ্বাসী জানিয়া অত্যন্ত ভাল বাসিতেন, ও সর্ব্বদা তাহাদের বাড়ী যাইতেন। ইতিমধ্যে তাহাদের ভ্রাতার সাংঘাতিক পীড়া

হইল। তখন যীশু সেই স্থানে না থাকায় তাহার ভগিনীরা যীশুর নিকটে এই কথা কহিয়া পাঠাইল, হে প্রভো, দেখুন, আপনি যাহাকে ভাল বাসেন, সে পীড়িত হইয়াছে। কিন্তু এই ঘটনাদ্বারা যেন ঈশ্বরের মহিমা অর্থাৎ ঈশ্বরের পুত্রের মহিমা প্রকাশ পায়, এই জন্য যীশু প্রিয় লাসারের পীড়ার সংবাদ পাইয়াও সেই স্থানে আর দুই দিবস রহিলেন; ইতিমধ্যে ঐ লাসারের মৃত্যু হইল। ইহাতে তাহার ভগিনীদ্বয় অত্যন্ত শোকার্ত্ত হইয়া কান্দিতে লাগিল; এবং আক্ষেপ করিয়া কহিতে লাগিল, হায়, হায়, যদি যীশু এ স্থানে থাকিতেন, তাহা হইলে আমাদের ভ্রাতা মরিত না। তাহাদের বিলাপ ও ক্রন্দনে অনেক লোক বাটীতে আসিয়া তাহাদিগকে সান্ত্বনা করিতে লাগিল। অনন্তর যীশু আসিতেছেন, এই সংবাদ পাইবামাত্র মার্থা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে গেল। পরে সে কহিল, হে প্রভো, আপনি যদি এ স্থানে থাকিতেন, তাহা হইলে আমার ভ্রাতা মরিত না। যীশু কহিলেন, তোমার ভ্রাতা মরে নাই, উঠিবে। মার্থা কহিল, শেষ দিনে পুনরুত্থান সময়ে যে উঠিবে, তাহা আমি জানি। যীশু কহিলেন, আমিই পুনরুত্থান ও জীবন; যে কেহ আমাতে বিশ্বাস করে, সে মরিলেও জীবিত হইবে। ইহা তুমি কি বিশ্বাস কর ? সে কহিল, হাঁ প্রভো, এই জগতে যাঁহাকে অবতীর্ণ হইতে হয়, আপনি যে সেই ঈশ্বরের পুত্র জগতের ত্রাণকর্ত্তা খ্রীষ্ট, এমন বিশ্বাস করিতেছি। ইহা বলিয়া মার্থা আপন ভগিনী মরিয়মকে গোপনে ডাকিয়া কহিল, গুরু উপস্থিত হইয়াছেন, এবং তোমাকে ডাকিতেছেন। এই কথা শুনিয়া মরিয়ম ত্বরায় যীশুর নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে দেখিয়া তাঁহার চরণে পড়িয়া বলিল, হে প্রভো, আপনি যদি এ স্থানে থাকিতেন, তবে আমার ভ্রাতা মরিত না। তাহাকে রোদন করিতে দেখিয়া যীশুও শোকার্ত্ত হইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, তাহাকে কোথায় রাখিয়াছ ? তাহারা কহিল, হে প্রভো, আসিয়া দেখুন। এই বলিয়া তাহারা যীশুকে লাসারের কবরের নিকটে লইয়া গেল।

সেই কবর একটা গহ্বর এবং তাহার মুখে একখান পাথর ছিল। তাহা দেখিয়া যীশু কহিলেন, পাথরখান সরাইয়া দেও। মার্থা কহিল, হে প্রভো, এখন তাহাতে দুর্গন্ধ হইয়া থাকিবে। কেননা অদ্য চারি দিন হইল, সে কবরে আছে। যীশু কহিলেন, যদি বিশ্বাস কর, তবে ঈশ্বরের মহিমা দেখিতে পাইবে, ইহা কি আমি তোমাদিগকে কহি নাই, তখন তাহারা পাথরখান কবরহইতে সরাইল। তাহাতে যীশু ঊর্দ্ধ-

দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিয়া উচ্চৈঃস্বরে ডাকিলেন, হে লাসার, বাহিরে আইস; তাহাতে সেই মৃত ব্যক্তি বাহিরে আসিল ও সকলের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিল। তাহাতে মার্থা ও মরিয়ম যীশুর অনেক ধন্যবাদ করিতে লাগিল।

মালতী। হাঁ গা, তিনি কোথায় থাকেন?

প্রবীণা। তিনি অনেক প্রকার দুঃখ সহিয়া শেষে আমাদিগকে সমস্ত পাপহইতে উদ্ধার করণার্থ আপন প্রাণ বলিরূপে উৎসর্গ করিলেন। পরে তিন দিন কবরে থাকিয়া আবার সজীব হইয়া উঠিলেন ও চল্লিশ দিন ধরিয়া আপনার শিষ্যদের সঙ্গে বাস করিয়া সশরীরে স্বর্গে গেলেন।

কিশোরী। আহা, যে যীশুর কথা তুমি বোল্‌লে, তিনি যদি এখন বেঁচে থাক্‌তেন, তা হল্যে আমরা তাঁর কাছে যেতাম।

প্রবীণা। তিনি সর্ব্বব্যাপী, তোমরা তাঁহাকে দেখিতে পাইতেছ না, কিন্তু তিনি এখানেও আছেন।

কিশোরী। ভাল, আমরা যদি মার্থার ন্যায় আমাদের ভাইকে বাঁচাইতে বলি, তা হোলে তিনি কি তাকে বাঁচাবেন।

প্রবীণা। না; তিনি ঈশ্বরের পুত্র, জগতের ত্রাণকর্ত্তা হইয়া যখন মনুষ্য আকারে এই পৃথিবীতে আসিয়াছিলেন, সেই সময়ে অনেক অনেক আশ্চর্য্য কর্ম্ম করিয়াছিলেন, জন্মান্ধকে চক্ষু, খঞ্জকে চলিবার শক্তি, মৃতকে জীবন দান করিয়াছিলেন ইত্যাদি। এখন যদি তাঁহার কাছে যাও, ও তাঁহাতে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার কাছে প্রার্থনা কর, তাহা হইলে তিনি তোমাদিগকে সমস্ত কষ্টহইতে উদ্ধার করিবেন ও পাপের দণ্ডহইতে মুক্ত করিবেন।

মালতী। তিনি কি খাওয়া পরা দিয়া আমাদের প্রতিপালন করিতে পারেন? আহা, এই দুর্ভিক্ষের সময় কি কর্য্যে বাঁচ্‌ব, বল্‌তে পারি না।

প্রবীণা। তোমরা ঈশ্বরের কাছে তাহা প্রার্থনা কর। তিনি ছোট২ পাখীদের পর্য্যন্ত আহার যোগান। তোমরা মনুষ্য, তোমাদিগকে কি আহার দিবেন না?

তাহাদের সহিত কথা কহিতে২ সন্ধ্যা হইল দেখিয়া খ্রীষ্টাশ্রিতা তাহাদিগকে কিছু পয়সা দিয়া বাড়ী চলিয়া গেলেন। পরে নির্জ্জনে বসিয়া তাহাদের নিমিত্ত প্রভু যীশুর নিকট প্রার্থনা করিলেন। প্রভুও

তাঁহার প্রার্থনা শুনিয়া নিম্নলিখিত মতে উত্তর দান করিলেন। রাইমণি নামে এক জন খ্রীষ্টাশ্রিত ছিলেন, তিনি প্রভু যীশুকে অত্যন্ত প্রেম করিতেন। প্রভুর কার্য্যে জীবন ব্যয় করিবেন বলিয়া সকলের নিকট প্রচার করিয়া বেড়াইতেন। তিনি প্রচার করিবার নিমিত্ত তারকেশ্বরে গিয়াছিলেন। এক দিন প্রচার করিতে যাইতেছেন, এমন সময়ে দেখিলেন, কোন বৃক্ষতলে দুইটী স্ত্রী বসিয়া আছে। তাহাদের বিবরণ জানিবার জন্য নিকটে যাইয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "হাঁ গা, তোমরা কারা গা?—এখানে বসে কেন? তোমাদের মুখ দেখে বোধ হয় যেন কোন বিষম দুঃখ হইয়াছে, তা কি হয়েছে, আমায় বলিতে পার?" ইহাতে তাহারা আপনাদের দুঃখের কারণ সমস্ত তাঁহাকে জানাইল ও কান্দিতে লাগিল।

প্রচারিকা তাহাদের দুঃখে কাতর হইয়া প্রভু যীশুর অনুগ্রহের কথা জানাইতে লাগিলেন।

কিশোরী। যীশুর নাম আমরা কল্‌কাতায় শুনেছি। এক বার না কি তিনি মার্থা ও মরিয়মের ভাই মরিলে তাকে বাঁচিয়েছিলেন।

প্রচারিকা। হাঁ, বাঁচাইয়াছিলেন।

কিশোরী। তাঁর বিষয় শুন্‌তে আমাদের বড় ইচ্ছা হয়, আপনি অনুগ্রহ কর্য্যে কি আজ সন্ধ্যার সময় আমাদের বাড়ী যাবেন?

প্রচারিকা। যদি তোমাদের ইচ্ছা হয়, কেন যাব না?

নির্দ্ধারিত সময়ে প্রচারিকা তাহাদের গৃহে উপস্থিত হইলেন। তাহারা সাধ্য মত অভ্যর্থনা করিয়া ঘরের রোয়াকে বসিতে আসন দিল, তাহারাও নিকটে আসিয়া বসিল।

কিশোরী। ভাল, আমরা শুনেছি, যীশু না কি স্বর্গে জীবিত আছেন। এখানেও উপস্থিত আছেন, তা কৈ, আমরা তো তাঁকে দেখিতে পাই না?

প্রচারিকা। তোমরা কি বাতাস দেখিতে পাও?

কিশোরী। দেখ্‌তে না পেলেও তা বোধ কর্‌তে পারি, আর তার কর্ম্ম দেখ্‌তে পাই।

প্রচারিকা। তেমনি যীশু এখানেও আছেন, তা আমি বিলক্ষণ বোধ করিতেছি। আমি প্রত্যহ তাঁহার সহিত কথা কহিয়া থাকি। তিনি আমার পাপ সকল ক্ষমা করিয়া আমায় পরিত্রাণ দিয়াছেন। অতএব আমি সর্ব্বদাই তাঁহার প্রশংসা করি।

কিশোরী বলিল, "আপনি যদি এখন তাঁর সহিত কথা কন তো আমরা শুনি।"

ইহাতে প্রচারিকা তাহাদের সাক্ষাতে জানু পাতিয়া প্রভু যীশুর উদ্দেশে একটী ক্ষুদ্র প্রার্থনা উৎসর্গ করিলেন, যথা "হে প্রভো যীশু, আপনি সর্ব্বব্যাপী, সকল স্থানেই বর্ত্তমান আছেন; আপনি অসীম দয়া প্রকাশ করিয়া, পাপহইতে আমাকে যে উদ্ধার করিয়াছেন, আর আমি যে আপনাকে জানিতে পারিয়াছি, তন্নিমিত্ত আপনার ধন্যবাদ করি। হে প্রভো, যাচ্ঞা করি, এই দুটী অনাথা ভগিনীকে আশীর্ব্বাদ করুন। হে প্রভো যীশু, মৃত লাসারের মৃত্যুতে তাহার ভগিনীদ্বয়ের ক্রন্দন শুনিয়া যেমন আপনি দুঃখিত হইয়াছিলেন, তদ্রূপ এই ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদকাতরা ভগিনীদ্বয়ের প্রতি দয়া করুন। এই সংসারে ইহারা নিঃসহায়, কত কষ্টে ইহারা সংসার নির্ব্বাহ করিতেছে, তাহাও দেখুন। হে প্রভো, তাহাদের নিকট আপনি প্রকাশিত হউন, আর পাপের মার্জ্জনা যে নিতান্ত আবশ্যক, এমন জ্ঞান তাহাদিগকে দান করুন। হে প্রভো, আপনার অনন্ত মহিমা তাহাদিগকে দেখাইয়া তাহাদিগকে পরিত্রাণের পাত্রী করুন, এই আমার প্রার্থনা। ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের নামে আপনি ইহা শুনুন এবং গ্রাহ্য করুন, আমেন্।" রাত্রি অধিক হওয়ায় প্রচারিকা বাসায় ফিরিয়া যাইতে উদ্যত হইলেন। মালতী ও কিশোরী উভয়ে বলিল, "আপনি অনুগ্রহ করিয়া আবার আমাদের বাড়ী আসিবেন। শিশির যেমন শুষ্ক তৃণের, তদ্রূপ আপনার কথাগুলি আমাদের তাপিত অন্তঃকরণের উপকারী।"

প্রচারিকা বলিলেন, "আচ্ছা, আমি আবার আসিব।" তিন চারি দিনের পর প্রচারিকা আবার তাহাদের বাড়ী গেলেন। ভগিনীদ্বয় তাঁহাকে দেখিয়া অত্যন্ত আহ্লাদিত হইয়া বলিল, "মার্থা ও মরিয়মের গল্পটী আমাদিগকে বলুন। গল্পটী শুনিলে আমাদের মনের আগুন অনেক নিবে যায়।" ধর্ম্মপ্রচারিকা মার্থা ও মরিয়মের গল্প শেষ করিয়া যীশু খ্রীষ্টের প্রেমের বিষয় বলিতে আরম্ভ করিলেন। যে রূপে তিনি স্বর্গ ত্যাগ করিয়া মনুষ্যদেহ ধারণ করেন ও মনুষ্যদের জন্য অশেষ দুঃখ ভোগ করেন, অবশেষে সমুহ পাপভার নিজ স্কন্ধে লইয়া দোষীর ন্যায় ক্রুশযন্ত্রে হত হয়েন, পরে তিন দিন কবরে থাকিয়া পুনরায় সজীব হয়েন ও চল্লিশ দিন পৃথিবীতে থাকিয়া আপন শিষ্যদিগকে অনেক উপদেশ দেন। সর্ব্বান্তে সকলের সাক্ষাতে সশরীরে স্বর্গস্থ

পিতার নিকটে ঊর্দ্ধে গমন করিলেন। তিনি এখন পিতার দক্ষিণ পার্শ্বে বসিয়া রাজত্ব করিতেছেন। এই কথা সাঙ্গ হইলে প্রচারিকা আবার একটী ক্ষুদ্র প্রার্থনা করিয়া বাসায় ফিরিয়া গেলেন। ভগিনী-দ্বয়ের মনে ক্রমে ধর্ম্মালোক প্রকাশ হইল। এখন তাহাদের মন দিন২ ঈশ্বরের কথা শুনিতে ব্যগ্র হইল, স্মরণশক্তিও বৃদ্ধি হইল। ভ্রাতৃ-বিচ্ছেদ ক্লেশ তাহাদের মনহইতে অনেক কমিয়া গেল। যীশুর সহিত আলাপ করিয়া সুখী হইব বলিয়া, তাহারা অবকাশ পাইলেই তাঁহার কাছে উপস্থিত হইত। প্রচারিকা তাহাদিগকে কতকগুলি ধর্ম্মগীত শিখাইয়াছিলেন। তাহার মধ্যে নিম্নলিখিত গানটী তাহারা অত্যন্ত ভাল বাসিত ও সর্ব্বদা গান করিত।—

স্বর্গের বিষয় যাহা দেখা নাহি যায়,
প্রাচীন কাহিনী তার বল গো আমায়।
যীশুর মহিমা—তাঁর প্রেম বিবরণ,
বল গো জননী, শুনি জুড়াই শ্রবণ।
সহজেতে কাহিনীটী বল গো আমারে,
মম সম শিশু যেন বুঝিবারে পারে।
দীনহীন ক্ষীণ আমি মনেতে মলিন,
সহায় বিহীন, মা গো, সহায় বিহীন।
ধীরে ধীরে কাহিনীটী বল গো আমারে,
যেন মম মন তাহা ধরিবারে পারে।
যাহাতে করেন বিভু পাপপ্রতীকার,
কেমন কেমন সেই অপূর্ব্ব নিস্তার।
বার বার কাহিনীটী বল গো আমায়,
পাপময় ভোলা মন ত্বরা ভুল্যে যায়।
নিশির শিশির যথা দিবস সময়,
শুকায়, হইলে পরে রবির উদয়।
মৃদুভাবে কাহিনীটী বল গো আমায়,
গভীর স্বরেতে বল, বল ধীরতায়।
আমি পাপী, জননী গো, রাখিও স্মরণে,
আইলেন যীশু যার ত্রাণের কারণে।
নিরবধি কাহিনীটী বল গো আমায়,
অন্তরের দুঃখ যাতে অন্তরে পলায়।

ভাবনা সময়ে সদা শুনাও কাহিনী,
যদি শান্তি দিতে বাঞ্ছা থাকে গো জননি।
প্রাচীন কাহিনী সেই বল মা আমারে,
যখন দেখিবে মোরে জড়িত সংসারে।
অসার বিভবপূর্ণ, এই যে সংসার,
তারি তরে কত ব্যয় হতেছে আমার।
যখন মনেতে সেই জগতেরি প্রভা,
আসিয়া করিবে হৃষ্ট, দিবে চারু শোভা।
প্রাচীন কাহিনী তবে বল মা আমায়,
ত্রাণপতি যীশু সুখে রাখুন তোমায়।

অতঃপর যখন প্রচারিকা তাহাদের বাড়ী যাইতেন, তাহারা নমস্কার করিয়া বসিতে আসন দিত। বলিত, আমরা এখন প্রভু যীশুকে চিনিয়াছি। তিনি কাঙ্গালের বন্ধু, এই দুঃখিনীদ্বয়ের কাছে সর্ব্বদা থাকেন।

প্রচারিকা। উত্তম। বলিতে পার, তোমরা কি কখন তাঁহার দ্বারা উপকার পাইয়াছ?

মালতী। যখন আমাদের মন দুঃখে কাতর হয়, সেই সময়ে যীশু খ্রীষ্টের কাছে প্রার্থনা করি, অমনি আমাদের মন সুখী হয়।

কিশোরী। কাল সন্ধ্যাবেলা কি হয়েছিল, বলি শুনুন। এই আকালে আমরা যাহা কিছু পরিশ্রম কর্য্যে আনি, তা আমাদের দুবেলা খেতে কুলায় না। কাল সকালে কারো বাড়ী কায পাই নাই, কাজেই উপোস থাকতে হলো। বেলা দুপরের সময় কোন গৃহস্থবাড়ীর একটী মেয়ে চাট্টি ধান ভান্তে ডেকে নিয়ে গেল। আমরা তাদের ধান ভেনে দিলাম, কিন্তু সে দিন তারা কিছু দিতে পার্‌লে না। কি করি, আমরা বাড়ী ফিরে এসে প্রভু যীশুর কাছে এই রূপে প্রার্থনা কর্‌লাম যে, হে প্রভো, আপনি আমাদের অবস্থা দেখ্‌ছেন, আমাদের বাড়ীতে খাবার কিছুই নাই; কাল সমস্ত দিন আহার হয় নাই, প্রার্থনা করি, আপনি কিছু খাবার পাঠিয়ে দেন, আমেন্। আমরা প্রার্থনা সাঙ্গ কর্য্যে দুই জনে প্রভুর বিষয়ে কথা কচ্ছি, এমন সময়ে দেখি, লালচাঁদ নামে এক ব্যক্তি আমাদের বাড়ীর সম্মুখ দিয়ে, বোরায় কর্য্যে চাল্ নিয়ে যাচ্ছে, সেই বোরাতে একটা ছেঁদা ছিল, সেই ছেঁদা দিয়ে চাল্ পড়্‌ছিল, তা সে দেখ্‌তে পায় নাই। আমরা তাকে ডেকে বল্‌লাম যে, তোমার বোরার ছেঁদা

দিয়ে চাল্ পড়ে যাচ্ছে। ইহাতে সে আমাদের বাড়ী থেকে ছুঁচ দড়ি চেয়ে নিয়ে বোরা সেরে চল্যে গেল। কিঞ্চিৎ পরে সে বোরা রেখে, সে দিনের জন্য যথেষ্ট চাল্ আমাদিগকে দিয়ে গেল। তাহাতে আমরা প্রভুকে কতই ধন্যবাদ কর্‌লাম। আমরা স্থির কর্‌লাম, যীশু আমাদের প্রার্থনা শুনে উত্তর দিলেন।

মালতী ও কিশোরী প্রভু যীশু খ্রীষ্টের প্রেমের ও সত্যতার প্রমাণ পাইয়া প্রতিবাসীদের নিকট প্রচার করিতে লাগিল। প্রতিবাসীগণ তাহাদের চরিত্র দেখিয়া, ও একাগ্রমনে প্রচার শুনিয়া ক্রমে অনেকেই যীশুর আশ্রয় গ্রহণ করিতে লাগিল। সেই গ্রামের যত লোক যীশু খ্রীষ্টেতে বিশ্বাস করিয়াছিল, তাহাদের মধ্যে কেবল এক জন একটু২ পড়িতে পারিত। সন্ধ্যা হইলে তাহারা সকলে একত্র হইয়া মালতী ও কিশোরীর বাটীর সম্মুখে বসিত। পরে যে ব্যক্তি পড়িতে পারিত, সে ধর্ম্মপুস্তক খুলিয়া প্রথমে বানান করিয়া পরে স্পষ্ট করিয়া এক অধ্যায় পাঠ করিত। তৎপরে গীত গান করিয়া প্রভুর সহিত আলাপ করিত, অর্থাৎ প্রার্থনা করিত। প্রথমে কিছু দিনের নিমিত্ত সাব্বাথ অর্থাৎ রবিবার দিন পালন করিতে তাহাদের অত্যন্ত কঠিন বোধ হইয়াছিল, কেননা তাহারা সমস্ত দিন পরিশ্রম করিয়া যাহা কিছু পাইত, তাহা সেই দিনের আহারে কুলাইত মাত্র। অতএব যাহাতে সাব্বাথ দিন পালন করিতে পারে, তন্নিমিত্ত তাহারা যীশুর নিকট প্রার্থনা করিতে লাগিল। এমন সময়ে দৈবাৎ দিবসিক বেতন কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইল। ইহাতে তাহারা পূর্ব্বের ন্যায় উপযুক্ত খরচ করিয়া সাব্বাথ দিনের নিমিত্ত প্রত্যহ কিছু২ সঞ্চয় করিতে লাগিল। পরে সাব্বাথ দিনে বিশ্রাম করিয়া সোমবারে আবার কর্ম্ম করিতে যাইত। প্রতিবাসিগণ তাহাদের এই রূপ ব্যবহার দেখিয়া বিদ্রূপ করিতে লাগিল। তাহাতে তাহারা বিরক্ত না হইয়া তাহাদের নিকট যীশু খ্রীষ্টের কথা প্রচার করিতে লাগিল।

এই স্ত্রীলোকদ্বয়ের জীবন অতি পবিত্র ও সুখময় ছিল। তাহারা দরিদ্র হইলেও তাহাদের মনের অপূর্ব্ব গতি ও সুখ দেখিয়া গ্রামস্থ সকলে যীশু খ্রীষ্টের আশ্রয় গ্রহণ করিল। সুতরাং গ্রামের দিন২ উন্নতি হইতে লাগিল।

হে শোকার্ত্ত লোক সকল, যিনি তোমাদের সমস্ত ক্লেশ স্বচক্ষে দেখিতেছেন, যিনি তোমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করিতে ও ক্লেশহইতে উদ্ধার করিতে সদা প্রস্তুত আছেন, এমন দয়ার সাগর পরম বন্ধু যীশু

খ্রীষ্ট তোমাদিগকে লক্ষ্য করিয়া এই কথা কহিতেছেন, "পরমেশ্বরের আত্মা আমাতে অধিষ্ঠান করেন, কেননা তিনি দরিদ্র লোকের কাছে সুসমাচার প্রচার করিতে আমাকে অভিষিক্ত করিয়াছেন, এবং ভগ্নান্তঃকরণদিগকে সুস্থ করিতে, এবং বন্দি লোকদের প্রতি মুক্তির ও অন্ধলোকদের প্রতি চক্ষুর্দানের কথা প্রচার করিতে ও বদ্ধদিগকে নিস্তার করিতে এবং পরমেশ্বরের গ্রাহ্য বৎসর প্রচার করিতে আমাকে প্রেরণ করিয়াছেন।"

শশিভূষণ মুখোপাধ্যায়।

বিশ্বাস, আশা ও প্রেম।

১

হইতাম যদি সুনিপুণ চিত্রকর;
একা বসি নিরজনে, তুলি লয়ে সযতনে,
আশা, প্রেম, বিশ্বাসের আঁকিতাম ছবি,
আঁকিতাম এ তিনের রূপ মনোহর।

২

আঁকিতাম এই রূপে আমি তিন জনে,—
মধ্য স্থলে আশাসতী, সদাই চঞ্চলমতি,
দক্ষিণে বামেতে প্রেম বিশ্বাস দুজন,
পরস্পর কণ্ঠলগ্ন—বসি একাসনে।

৩

বিশ্বাস ও প্রেম—এই দুই সহোদর,
চঞ্চলা ভগিনী আশা, উভয়ের ভাল বাসা;
বিশ্বাসের কণ্ঠলগ্ন প্রেম অনুক্ষণ,
আশার আশ্রয় এই দুই সহোদর।

৪

একই মৃণালে যথা তিনটী কমল,
সেই রূপ একাসনে, শোভে এই তিন জনে,
একই হৃদয়ে এই তিনের নিবাস,
ভাবে ভিন্ন ভাবে যীশু চরণযুগল।

৫

ধেয়ানে বিশ্বাস সেই পূর্ব্ব বিবরণ,
যীশু আসি এই ভবে, দণ্ড কাষ্ঠোপরি যবে,
দণ্ডযোগ্য মানবেরে করিতে উদ্ধার,
মহা নরমেধ যজ্ঞ করিলা সাধন।

৬

সজলনয়না আশা, ভয়ে ভীতা অতি;
কভু কাঁপে থরথরে, ঊর্দ্ধ দিকে দৃষ্টি করে,
অতুল আনন্দধামে করিয়া গমন,
হেরিতে বাসনা তার যীশু ত্রাণপতি।

৭

প্রেমের বদন চাঁদ প্রফুল্ল সদাই,
নাহি কোন ভয়ভীতি, মনে পূর্ণ শান্তি প্রীতি,
সংসার তাড়নে তারে নারে নড়াইতে,
যে বাসে প্রভুরে ভাল, তার কিবা চাই!

৮

আশা ভাবে ভবিষ্যৎ, বিশ্বাস বিগত,
কিন্তু মম মনে লয়, প্রেম সম কেহ নয়।
এ তিনের মধ্যে প্রেম শ্রেষ্ঠ বল্যে গণি,
প্রেম ভাল বাসে মম যীশুরে নিয়ত।

৯

হে প্রেম, বিশ্বাস, আশা, মিলে তিন জন,
এ মম হৃদয়াসনে, বাস কর সর্ব্ব ক্ষণে,
এ দুর্ব্বল জনে আসি কর গো সবল;
মম সম নরাধম নাহি কোন জন।

১০

হে আশা, বিশ্বাস, শুন মিনতি বচন,
মম সনে কর বাস, পূর্ণ কর অভিলাষ।
সংসার পিঞ্জর ভাঙ্গি উড়ি যাব যবে,
সঙ্গের সঙ্গী রে মম প্রেমামূল্য ধন।

রাহা,

ভ্রমর ও খোসামুদে।

মধু লোভে অলিগণ ফিরে বনে২,
মিষ্টভাষে তুষ্ট করে ফুল্ল পুষ্পগণে।
ধনীর দুয়ারে গিয়া খোসামুদেগণ,
এই রূপে বলে ঠিক মধুর বচন।
মধুহীন ফুলে কভু না যায় ভ্রমর,
খোসামুদে নাহি যায় দরিদ্র গোচর।
অলি আর খোসামুদে একই স্বভাব,
বুঝে চলো নরগণ, বুঝে এর ভাব।

রাহা।

কাউণ্ট বিস্মার্ক।

ইউরোপে প্রশিয়া ও ফ্রান্সের সহিত যে যুদ্ধ হয়, তাহা আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই শুনিয়াছেন। এই মহা যুদ্ধে প্রশিয়ার রাজা

জয় লাভ করেন। তাঁহার মন্ত্রির নাম কাউণ্ট বিস্মার্ক। এই বিচক্ষণ মন্ত্রিবরের বুদ্ধিবলেই প্রশিয়ার সমস্ত রাজকার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। ইহাঁর ন্যায় রাজনীতিজ্ঞ লোক, বোধ হয়, পৃথিবীতে আর নাই। ইনি ১৮১৩ অব্দে ব্রাণ্ডেনবার্গ নামক স্থানে জন্ম গ্রহণ করেন। এক্ষণে ইহাঁর বয়ঃক্রম ৭০ বৎসর। ইহাঁর চরিত্র বিষয়ে এডুকেশন গেজেটে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এস্থানে উদ্ধৃত করা গেল।

"এক ব্যক্তি প্রশীয় রাজমন্ত্রী বিস্মার্কের বিষয় এই রূপ লিখিয়াছেন—বিস্মার্ক যদিও দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতে না পারুন, কিন্তু তিনি অতি অসাধারণ গুণসম্পন্ন ব্যক্তি, তাহার সন্দেহ নাই। তিনি সরল ভাবে কথা কহেন; তাঁহার কথায় জটিলতা নাই, উহাতে সাহসের লক্ষণ এবং ওজোগুণের বিলক্ষণ প্রকাশ আছে। তিনি অলঙ্কারপূর্ণ কথা কহিতে জানেন না বটে, কিন্তু কোন্ বিষয়ে কিরূপ কথা কহিতে হয়, তাহা বিলক্ষণ জানেন। তাঁহার বাক্য অব্যর্থ, উহা সুনিপুণ শরসন্ধায়ীর নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায়, লক্ষ্যভেদে সমর্থ, এবং তাবন্মাত্রেই পরিতৃপ্ত। তাঁহার কথা অল্প, কিন্তু সহস্র তারকাবলীর মধ্যে চন্দ্রবৎ পরিস্ফুটভাবসম্পন্ন। তিনি ঠিক্ বক্তব্য বিষয়টী ভিন্ন একটীও অতিরিক্ত কথা মুখে আনেন না। তিনি বাক্‌জাল বিস্তার করিয়া সত্য বা মিথ্যা বিষয়কে প্রচ্ছন্ন করিতে জানেন না। তাঁহার কথা বিশুদ্ধ সত্য এবং অতি স্পষ্ট হওয়াতে সকলের মনোরঞ্জনকারী হইতে পারে না। তাঁহার কথায় অপরে অসন্তুষ্ট হইতেছে, কি বিরক্ত হইতেছে, এ বিষয়ে তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন না। তিনি স্বীয় মনের ভাব যথাযোগ্য শব্দদ্বারাই সর্ব্বদা প্রকাশ করিতে প্রয়াস পান; তাঁহার বাক্যপ্রয়োগ অতি তীক্ষ্ণ এবং আপতনশীল ঘোরনিনাদী বজ্রের ন্যায় অতি প্রভাসম্পন্ন। যদিও তাঁহার বাক্য নীরস হউক এবং তাহাতে যত কেন দোষ থাকুক না, কিন্তু তিনি কথা কহিতে আরম্ভ করিলে প্রারম্ভ অবধি পরিসমাপ্তি পর্য্যন্ত তাবৎ কথা তোমাকে অতি মনোযোগ পূর্ব্বক স্তব্ধভাবে শুনিতে হইবে। প্রত্যেক কথাতেই তোমার এই রূপ হৃদয়ঙ্গম হইবে যে, তিনি এক জন অদ্বিতীয় সত্যপ্রিয় লোক। ফলতঃ তাঁহার তুল্য কার্য্যদক্ষ লোক অতি বিরল। তাঁহার অভিপ্রায় উদার এবং প্রশস্ত, তাঁহার বিষয়বুদ্ধি অগাধ, প্রতিজ্ঞা পাষাণের ন্যায় দৃঢ়, সাহায্যকারিতা অতি প্রবল; মূর্ত্তি প্রভুভাবের আবির্ভাব করে; এবং ক্রোধনশীলতা প্রকৃত অবসরোদ্যোতক। তিনি আপনাকে বড় লোক জানাইবার ভাবে কোন কথাই কহেন না।

তিনি সর্ব্বদাই অতন্দ্রিত ভাবে কার্য্য করেন; এবং যাহারা তাঁহার অধীনে কার্য্য করে, তাহাদিগকেও সর্ব্বদা অতন্দ্রিত ভাবে কার্য্য করিতে হয়। বাল্যকালে বিস্মার্ককে সকলে লর্ড ক্লাইবের ন্যায় পাগল জ্ঞান করিত; কিন্তু বয়-আধিক্য সহকারে, তাঁহার সেই অতিরিক্ত উৎসাহশীলতার সংযম হইয়া আসিলে প্রকৃত কার্য্যকারিতাভাবের উদয় হয়।"

পুরুলিয়া মণ্ডলীর প্রতি।

পাষাণময় যে দেশ, সে দেশে পড়িলে
বীজকুল, শস্য তথা কখন কি ফলে?
কিন্তু কত মনানন্দ তুমি মোরে দিলে,
হে পুরুল্যে! দেখাইয়া ভকত-মণ্ডলে!
শ্রীভ্রষ্ট সরস সম, হায়, তুমি ছিলে,
অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন এ দূর জঙ্গলে;
এবে রাশি রাশি পদ্ম ফোটে তব জলে,
পরিমল-ধনে ধনী করিয়া অনিলে!
প্রভুর কি অনুগ্রহ! দেখ ভাবি মনে,
(কত ভাগ্যবান তুমি কব তা কাহারে?)
রাজাসন দিলা তিনি ভূপতিত জনে!
উজ্জ্বলিলা মুখ তব বঙ্গের সংসারে;
বাড়ুক সৌভাগ্য তব এ প্রার্থনা করি,
ভাস্বক সত্যতা স্রোতে নিত্য তব তরি।

মাইকেল মধুসূদন দত্ত।

স্বর্গ।

১

ভানুহৈতে দীপ্তিময় আছে এক দেশ,
বিশ্বাসী যে, সেই জন, দূরে থাকি অনুক্ষণ,
সে দেশের মধুরতা করে আস্বাদন।
গ্রহণ করিতে পুত্রে পিতা পরমেশ,
অপেক্ষা করেন দ্বারে সদা সর্ব্বক্ষণ।

২

যীশুর পশ্চাতে যারা করিবে গমন,
তারা আনন্দিত মনে, যাবে সে সুখ-ভবনে,
গাহিবে আনন্দ গীত দূতগণ সনে।
ভুঞ্জিবে না দুঃখ আর তাহারা কখন,
সে দেশে কি দুঃখ আছে, পিতার সদনে?

৩

যদি যেতে চাহ তথা, শুন উপদেশ,
যীশুর চরণ ধর, তাঁহাকে মিনতি কর;
ত্রাণের কারণে তিনি মহাশক্তি-ধর।
তাঁর গুণে যাবে তুমি যথা পরমেশ,
তুমি শ্রান্ত ক্লান্ত; যীশু ত্রাণতরুবর।

৪

জগতের পতি যীশু, জগততারণ,
তারিতে পাতকী নরে, আসি এই ধরাপরে,
ত্যজিলেন নিজ প্রাণ ক্রুশের উপরে।
তাঁহার চরণ ধর, হে পাতকী জন!
রাখ তব পাপবোঝা যীশু খ্রীষ্টপরে।

রাহা।

মল্ল যুদ্ধ।

পূর্ব্বকালের লোকেরা বর্ত্তমান কালের লোকদের অপেক্ষা অধিক বীর ছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বদা যুদ্ধকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিতেন। রাজাদিগের মধ্যে পরস্পর সদ্ভাব ছিল না; এক রাজা অন্য রাজার রাজ্যলোভে যুদ্ধ করিতেন।

এই কারণে রাজারা ও অন্যান্য বড় লোকেরা বীরত্বের উৎসাহদাতা ছিলেন। যে সকল যুবকেরা অধিক বীরত্ব প্রকাশ করিতেন, যুবতীরা তাঁহাদিগকে স্বামীরূপে বরণ করিতে অধিক আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। কেবল রোমরাজ্যে নহে, আমাদিগের দেশেও এই রূপ প্রথা ছিল। রাজপুতানার এক রাজপুত্র মহারাষ্ট্রীয়দিগের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গমন করিয়াছিলেন। কিন্তু তিনি যুদ্ধক্ষেত্রহইতে পলাইয়া গৃহে আসিতেছিলেন। তাহাতে তাঁহার রাণী ভৃত্যদিগকে আদেশ করিলেন যে,

তোমরা রাজবাটীর দ্বার রুদ্ধ কর। ভৃত্যেরা দ্বার রুদ্ধ করিল। রাজা দ্বারে আসিয়া দ্বার রুদ্ধ করিবার কারণ জিজ্ঞাসিলেন। তাহাতে রাণী বলিয়া পাঠাইলেন, তুমি যুদ্ধক্ষেত্রহইতে পলাইয়া আসিয়াছ, অতএব

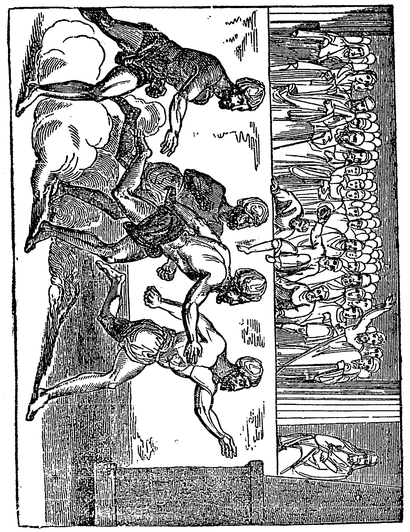

আমার স্বামীর যোগ্য নহ। আর তুমি রাজবাটীতে প্রবেশ করিতে পারিবে না। ইহা শুনিয়া রাজা পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে গমন করিলেন। এবার তিনি যুদ্ধে হত হইলেন। ভৃত্যেরা তাঁহার দেহ লইয়া রাজবাটীতে আসিল। রাণী চিতা সাজাইয়া স্বামির সহিত পুড়িয়া মরিলেন।

মল্লযুদ্ধ বা মনুষ্যদৌড় সে কালের লোকদিগের এক প্রধান আমোদের বিষয় ছিল। এক্ষণে এদেশে নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা মল্লযুদ্ধ করিয়া বড় মানুষদিগকে আমোদিত করে। কিন্তু সে কালে ভদ্র লোকে মল্লযুদ্ধ

করিতেন। মল্লযুদ্ধকালে রঙ্গভূমির চতুর্দ্দিকে বহুসংখ্যক লোক দর্শকস্বরূপ উপস্থিত থাকিতেন। রোমরাজ্যে মনুষ্যদৌড়ও আমোদের বিষয় ছিল।

খেদ।

১

জীবন-কাহিনী মম করিবে শ্রবণ?
কত দুঃখ এ অন্তরে,
শুনিবে কি দয়া কর্য্যে?
পড়িবে কি হৃদয়ের অলোপ্য লিখন?
হৃদয়ে যে বাদানল,
জ্বলিতেছে অবিরল;
জানাব তোমারে তার দাহন কেমন?
শুনিবে কি আঁখি সদা ঝোরে কি কারণ?

২

কেন যে বিবাগী আমি নবীন যৌবনে,
কেন তরুতলে বাস,
সুখে নাহি অভিলাষ;
অজিনে আবৃত মম দেহ কি কারণে,
কহিব তোমারে তাহা,
ঘটিয়াছে যাহা যাহা,
হে সুহৃদ, অধীনের এ স্বল্প জীবনে!
শুনিবে কি দয়া কর্য্যে ও তব শ্রবণে?

৩

জান সখে, প্রিয়াসহ পর্ব্বত আবাসে,
কত সুখে দুই জনে,
আছিলাম নরজনে;
সীতাসহ সীতানাথ যথা বনবাসে;
অথবা এদন বনে,
আদি নর, নারী সনে
আছিলা যেমত সুখে মনের উল্লাসে,
আছিলাম প্রিয়াসহ পর্ব্বত আবাসে।

৪

আদরে আপনি ঊষা নিশা অবসানে,
গাহিয়া মধুর স্বরে,
জাগাইত দয়া করো ;
তুষিত কানন সদা সুকুসুম দানে।
কাননে কাননে উলি ;
নানা জাতি ফুল তুলি,
প্রেয়সী গাঁথিত মালা বিবিধ বিধানে,
তুষিত পবন তাঁরে কুসুম আঘ্রাণে,

৫

সাজিতেন ফুলসাজে প্রেয়সী যখন ;
"বনদেবী" বলি পরে,
ডাকিতাম প্রেমাদরে,
আদরে মৃগাক্ষে বারি আসিত তখন।
বৈকালে নির্ঝরতীরে।
বসি প্রিয়া ধীরে ধীরে,
গাহিলে মধুর গীত মানসরঞ্জন,
গাহিত তাঁহার সঙ্গে বিহঙ্গমগণ।

৬

হরিণী হেরিয়া তাঁর যুগল নয়ন,
বড় লজ্জা পেয়ে মনে,
পলাইত দূর বনে।
সুগৌরবরণ দেখে চম্পকের দল,
জ্বলে পুড়ে ঈর্ষ্যানলে,
পড়িত ধরণীতলে।
শিখিতে তাঁহার স্বর বিহঙ্গ সকল,
অরণ্যে গাহিত বুঝি তাই অবিরল।

৭

বিগত বসন্তে, ভাই, কি কহিব আর,
অতুল দুঃখ সাগরে,
ফেলে মোরে চিরতরে ;
হরিল দারুণ কাল প্রিয়ারে আমার।

কত যে কাঁদিনু পরে,
হায়, আমি প্রিয়াতরে!
তরুরাজি পক্ষিকুল সাক্ষী আছে তার,
অসহ্য হইল প্রিয়া বিরহের ভার।

৮

যেখানে যেখানে প্রিয়া যখন যখন,
বেড়াতেন মম সনে,
নদীতীরে কিম্বা বনে,
কাঁদিয়া কাঁদিয়া আমি করিনু ভ্রমণ।
কোথাও না পাইলাম,
কোথাও না দেখিলাম,
পূর্ণ শশী সম মম প্রেয়সীবদন।
বৃথায় অরণ্যে একা করিনু রোদন।

৯

দেখিয়া আমার দশা বুঝি দয়া করো,
শিয়রে বসিয়া মম,
স্বর্গীয় দূতের সম ;
স্বপনে কহিলা প্রিয়া মৃদু মধুস্বরে।
"শুনেছ স্বর্গের নাম,
অনন্ত সুখের ধাম ;
আসিয়াছি আমি সেই অনন্ত নগরে ;
মম সনে দেখা হবে মরণের পরে।"

১০

অমনি জাগিয়া আমি বসিনু তখন।
বুঝিনু ইহার মর্ম্ম,
ভুলেছিনু ধর্ম্ম কর্ম্ম ;
প্রিয়াসহ সদা সুখে আছিনু যখন।
এবে বুঝিলাম মনে,
সেই পাপে হেন ধনে,
হারাইনু এ অকালে, আমি অভাজন,
হায় রে, পাপের ফল কঠিন এমন।

১১

মল্যে যে নরকে পাপী যায় চিরতরে,
কে না জানে এই ভবে,
আমি পাপী ;—হায়, তবে
কেমনে যাইব মল্যে অমর নগরে ?
কেমনে তথায় গিয়া,
দেখিব কেমনে প্রিয়া
আছেন অমরসহ হরিষ অন্তরে।
মল্যে যে নরকে পাপী যায় চিরতরে !

১২

সেই হেতু করিয়াছি দৃঢ় মনে পণ,
আর না ভুলিব তাঁরে,
পাপী তরে আপনারে,
করিলেন ক্রুশোপরি যিনি সমর্পণ।
যত দিন এই ভবে,
এ দেহে জীবন রবে,
তাঁহারি সাধনে ব্যয় করিব জীবন।
মল্যে পরে প্রিয়া সহ হইবে মিলন।

রাহা।

মিথ্যাবাদী ভৃত্য।

এক দিন এক সাহেব ঘোড়া চড়িবার জন্য প্রত্যুষে উঠিয়াছিলেন। কাপড় পরিয়া তাড়াতাড়ি করিয়া যেমন বাহিরে যাইবেন, অমনি একখানি চৌকিতে ধাক্কা লাগিল, এবং ধাক্কা লাগিবামাত্রই চৌকিখানি পড়িয়া গেল। দুর্ভাগ্য বশতঃ চৌকির পার্শ্বেই একটী কাঁচের ফানুষ ও কতকগুলি জুতাব্রুষ ছিল, চৌকিখানি পড়াতে ফানুষটী খণ্ড২ হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। এই ঘটনার সময়ে সাহেবের নিকট কোন ভৃত্য উপস্থিত ছিল না, এবং সাহেবও তাড়াতাড়িতে এ বিষয় কাহাকেও জানাইতে পারেন নাই। সাহেবের যাইবার অল্প ক্ষণ পরেই বারাণ্ডা ঝাঁটি দিবার নিমিত্ত মেতর সেই স্থানে উপস্থিত হইল এবং প্রদীপ রাখিবার জন্য মেম সাহেবের দাসীও তাহার পশ্চাৎ২ সেই খানে আসিয়া উপস্থিত হইল।

দাসী প্রদীপ রাখিতে গিয়া দেখিল যে, ফানুষটী ভাঙ্গিয়া পড়িয়া রহিয়াছে। দেখিবামাত্র দাসী উচ্চৈঃস্বরে বলিল, "এখানে হয়েছে কি, মেতর, তুই ঝাঁটি দিতে২ এ ফানুষ ভেঙ্গেছিস, সাহেব এসে বল্‌বে কি ? তোর মাইনে কাটা যাবে ?" এই কথা শুনিয়া মেতর তাহার ঝাঁটা রাখিল, এবং বিষয়টী কি, তাহা দেখিতে দৌড়িয়া আসিয়া বলিল, "আমি ভেঙ্গেছি ? এমন কথা বল না, আমি এর কাছেই যাইনি।"

মেতরের স্ত্রীর সহিত দাসীর বিষম বিবাদ ছিল, এবং এই সূত্রে মেতরের সর্ব্বনাশ করিব, এই মনে স্থির করিয়া "তুই নিশ্চয়ই এটা ভাঙ্গিয়াছিস্, আমি যখন দরজায় দাঁড়িয়েছিলাম, তোকে কি ভাঙ্গিতে দেখিনি ? ঝনাৎ কর্য্যে শব্দ কি শুন্‌তে পাইনি ? আচ্ছা, মেম সাহেবকে আমি বল্যে দিচ্ছি।" এই কথা বলিয়া দাসী মেমের কুঠরীর দিকে ব্যস্ত সমস্ত হইয়া বেগে চলিয়া গেল। মেতর বড় বিভ্রাটে পড়িল, এবং পাছে মেম সাহেব দাসীর কথায় বিশ্বাস করেন, ও অন্য সকল ভৃত্য তাহাকে সেই স্থানে দণ্ডায়মান দেখিয়া পুনরায় তাহার উপর দোষারোপ করে, এই ভাবিয়া বারাণ্ডাহইতে স্থানান্তরে প্রস্থান করিল।

মেতরের যাওয়ামাত্রেই যে স্থানে ভাঙ্গা ফানুষটী পড়িয়াছিল, সেই স্থানে পাঁচকড়ি নামে এক জন বেহারা আসিয়া সাহেবের জুতা পরিষ্কার করিতে আরম্ভ করিল। পূর্ব্ব রাত্রে বেহারা এত ভাঙ্গ খাইয়াছিল যে, তাহার চক্ষুর্দ্বয় প্রায় মুদ্রিতই ছিল, সাহেবের জুতা ভিন্ন, ফানুষ ভাঙ্গা কিম্বা অন্য কিছু বিশেষ দেখিতে পায় নাই। ঘটনাক্রমে সেই সময়ে সর্দ্দার বেহারা আসিয়া উপস্থিত হইল, এবং ফানুষ ভাঙ্গা দেখিয়াই বলিল, "ভাল, এ কি করেছ, আচ্ছা আমি বল্যে দিব। তোমার বোকামির জন্যে কিছু আমি দায়ী নই।" পাঁচকড়ি আস্তে২ চক্ষু মেলিয়া দেখিল যে, ব্যাপার বড় সহজ নহে, এবং পুনঃ পুনঃ কহিতে লাগিল, "আমি ফানুষ ভাঙ্গি নাই।" সর্দ্দার বেহারা বলিল, "আমি কি দেখিনি, তুমি লাথি মেরে ভেঙ্গে ফেলেছ, আমি কি ঠুন কর্য্যে আওয়াজ শুন্‌তে পাইনি ?"

উহার উপর কথা কহা পাঁচকড়ির কেবল বাক্যব্যয়মাত্র। সর্দ্দার বেহারা বার২ বলিতে লাগিল, সে স্বচক্ষে পাঁচকড়িকে লাথি মারিয়া ফানুষ ভাঙ্গিতে দেখিয়াছে। সর্দ্দার বেহারা পাঁচকড়িকে মাতাল বলিয়া অনুযোগ করিতে লাগিল এবং নানাবিধ কটূক্তি এত উচ্চৈঃস্বরে করিতে আরম্ভ করিল যে, গোলমাল শুনিয়া মেম সাহেব তাঁহার দাসীর সহিত

বাহিরে আইলেন। বিষয়টী কি, তাহা মেম সাহেবকে সর্দ্দার বুঝাইয়া দিল। সৌভাগ্য ক্রমে দাসী পাঁচকড়িকে বড় স্নেহ করিত, এবং সর্দ্দার বেহারাকে যৎপরোনাস্তি ঘৃণা করিত। মেম কিছু না বলিতে২ দাসী কহিল, "সর্দ্দার বেহারা, যখন আমি স্বচক্ষে মেতরকে ফানুষ ভাঙ্গিতে দেখেছি, তখন পাঁচকড়ির ঘাড়ে দোষ চাপাতে তোমার ভয় হয় না?" সর্দ্দার বেহারা উত্তর করিল, "আমার কি চোক্ নাই—দেখ, বেটা এখনও মাতাল হয়্যে রয়েছে।" দাসী কহিল, "আচ্ছা কোরাণ আন, আমি কিরে কর্য়ে বল্‌ছি, আমি মেতরকে ফানুষ ভাঙ্গিতে দেখেছি।" সর্দ্দার বেহারা বলিল, "গঙ্গা জল আন, আমিও দিব্য কর্য়ে বল্‌ছি, আমি পাঁচকড়িকে ভাঙ্গিতে দেখেছি।" ইতিমধ্যে সাহেব উপস্থিত হইলেন, এবং ভৃত্যদিগকে নীরব হইতে আজ্ঞা দিয়া মেমকে গোলমালের কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। মেমের কথা সাঙ্গ হইলে সাহেব দাসী ও সর্দ্দার বেহারা উভয়কে পদচ্যুত করিলেন এবং বলিলেন, "মিথ্যাবাদী ভৃত্যদিগকে আমার বাটীতে কখন রাখিব না।"

ধর্ম্মপুস্তকে লিখিত আছে, তুমি তোমার প্রতিবাসীর বিরুদ্ধে কখন মিথ্যা সাক্ষ্য দিবে না। ইহাও লিখিত আছে যে, মিথ্যাবাদীরা অগ্নি ও গন্ধক প্রজ্বলিত হ্রদে নিক্ষিপ্ত হইবে। অতএব সর্ব্বদা সত্যবাদী হওয়া কর্ত্তব্য।

জগমোহন ভট্টাচার্য্য।

পর্ব্বত।

আমাদের দেশের অনেকে পর্ব্বত কখন দেখেন নাই। ভারতবর্ষের মধ্যে আমাদের বঙ্গদেশ অত্যন্ত নিম্নভূমি বলিয়াই বিখ্যাত, সুতরাং বাঙ্গালীদের সচরাচর পর্ব্বত দেখিবার সুযোগ হইয়া উঠে না। তিন পাহাড় ষ্টেশন ছাড়াইলেই পর্ব্বতশ্রেণীর আরম্ভ হয়। প্রথমে দেখিলেই বোধ হয়, যেন কতকগুলি বৃহদাকার মেঘ দিক্‌মার্গে রহিয়াছে, কিন্তু যত নিকটে যাওয়া যায়, ততই ভ্রম দূর হয়। দেখা যায় যে, সম্মুখে একটি বৃহৎ স্তূপাকার প্রস্তররাশি উপস্থিত। প্রস্তররাশির উপর নানা প্রকার বৃহৎ২ বন্য বৃক্ষ রহিয়াছে, এখানহইতে ওখানহইতে রৌপ্য সূত্রের ন্যায় কতকগুলি ঝর্ণা নির্গত হইতেছে, এবং মাঝে মাঝে মনুষ্যের আবাসার্থ কতকগুলি পর্ণকুটীর রহিয়াছে। পর্ব্বতের প্রায় চতুষ্পার্শ্বেই

ভয়ানক২ গর্ত্ত আছে, সে সমস্তকে গহ্বর কহে। সেই সকল গহ্বরের ভিতর এক প্রকার বন্য মনুষ্যজাতি বাস করে, তাহাদিগকে পাহাড়ীয়া জাতি বলে। ভারতবর্ষের উত্তর সীমানায় কাশ্মীরহইতে আশাম পর্য্যন্ত এক পর্ব্বতশ্রেণী আছে, তাহাকে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী বলা যায়। হিমালয় পর্ব্বতের ন্যায় উচ্চ পর্ব্বত পৃথিবীর আর কোন দেশে নাই। হিমালয় পর্ব্বতের কোন২ স্থানে বার মাস বরফ পড়িয়া থাকে। কলিকাতায় এক সের বরফ কিনিতে গেলে ৵০ আনা পয়সা লাগে। কিন্তু সে দেশে লোকে বরফ কাটিয়া কাটিয়া ফেলিয়া দেয়। বঙ্গদেশ দিয়া যে সকল নদী প্রবাহিত হইয়া সাগরে পড়িয়াছে, সে সকল উক্ত হিমালয় পর্ব্বতহইতে জন্মিয়াছে। এই জন্য নদীকে কবিরা পর্ব্বতনন্দিনী বলিয়া থাকেন। পৃথিবীর মধ্যে পর্ব্বত ও সমুদ্রের ন্যায় সুন্দর আর কিছুই নাই।

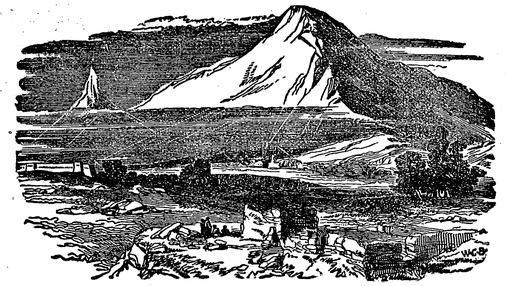

আমাদের পাঠকদের জ্ঞাপনার্থ আমরা একটী পর্ব্বতের ছবি প্রকাশ করিলাম। ছবিতে পর্ব্বতের সমস্ত অংশ প্রকাশ করা যাইতে পারে না। এ ছবিতে একটী সামান্য পর্ব্বতের প্রতিরূপ প্রকাশ করা হইয়াছে। আমরা যে সকল মারবলের জিনিস দেখি, সেই মারবল পাথরের বড়২ পর্ব্বত আছে, তাহা দেখিতে অতি সুন্দর। রাজপুতানার পর্ব্বতের উপরে অনেক রাজার বাটী ও দুর্গ আছে।

প্রভো, আপনি কোথায় ?

কোথায় নিবাস তব, অহে ত্রাণধন ?
এ ভবে কেবলি দুঃখ,
নাহি শান্তি, নাহি সুখ ;
তব ধামে, ওহে যীশু, করিতে গমন,
সদা উচাটন মম প্রাণ আর মন !
কোথায় নিবাস তুমি কর দয়াময় ?
নাহি ভবে হেন ঠাঁই,
যথা গেলে শান্তি পাই,
কেহ নাহি দেয় ভবে নির্ব্বিঘ্ন আশ্রয় ;
কবে হবে তব ধাম আমার আলয় ?
কত দূরে তব ধাম, ওহে ত্রাণপতি ?
চারি দিকে শত্রুগণ,
করে ভয় প্রদর্শন,
চঞ্চলিত বিচলিত করে মম মতি,
নাহি ভয় তব গৃহে করিলে বসতি।
কোথায় তোমার বাস, হে নরতারণ ?
অধীনের পাপ মন,
কর তুমি প্রক্ষালন,
তোমাতে বিশ্বাস আমি করেছি স্থাপন,
তব সহ তব গৃহে থাকিতে মনন।
কোথায় তোমার বাস, হে নরমঙ্গল ?
এ ভবের সুখ যত,
ত্যজি জনমের মত,
তোমার বলেতে ক্রমে হইয়া সবল,
যাইতে তোমার ধামে বাসনা কেবল।
কত দূরে থাক তুমি, ওহে দয়াময় ?
এ পাপ ধরায় থাকি,
কাতরে তোমারে ডাকি,
কাতর কিঙ্করে, প্রভো, হইয়া সদয়,
অন্তিমে লইয়া যেও তোমার আলয়।

রাহা।

হারাণ বাইবেল।

সমরিয়া দেশে যে কুপের ধারে বসিয়া পিপাসার্ত্ত যীশু কোন সমরিয়া স্ত্রীর নিকট পান করণার্থ জল চাহিয়াছিলেন, অদ্যাপি সে কুপ আছে। একটী প্রস্তর খনন করিয়া কুপ করা হইয়াছে, বলিয়া সে কুপ এত কাল রহিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে তাহার জল পান করিবার যোগ্য নহে। বহুকাল পঙ্কোদ্ধার করা হয় না বলিয়া কুপে অধিক জল নাই; নিম্নে কিছু কর্দ্দম আছে মাত্র।

ইংরাজেরা আমাদের মতন ঘরে বসিয়া বাদ্‌শা উজির মারেন না। তাঁহারা নানা দেশ ভ্রমণ করিতে বড় ভাল বাসেন। একদা স্কটলণ্ডের এক জন পাদরি সমরিয়া দেশে যাকোবের কুপ দেখিতে ও অন্যান্য পূর্ব্বকীর্ত্তি দেখিয়া কৌতুহল নিবৃত্তি করিতে গমন করেন। যাকোবের কুপ ৪০ ফিট গভীর। সাহেব কুপের ধারে বসিয়া উবুড় হইয়া কুপের তলা পর্য্যন্ত দৃষ্টি করিতেছিলেন। সাহেবদের কোটে বুকের উপরে পাকেট থাকে। সেই পাকেটে একখানি উত্তম বাইবেল ছিল। উবুড় হওয়াতে সেই পাকেটহইতে বাইবেলখানি কুপে পড়িয়া গেল। সাহেব বাইবেল হারাইয়া বড় দুঃখিত হইলেন। দেশে ফিরিয়া গেলে তাঁহার স্ত্রী জিজ্ঞাসিলেন, "তোমার পাকেট বাইবেল কি হইল? কাহাকেও দিয়াছ?" তিনি বলিলেন, "কাহাকে দিব? তাহা যাকোবের কুপে পড়িয়া গিয়াছে।" স্ত্রী শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিতা হইলেন। অনেক লোকে শুনিল, ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইল যে, অমুক সাহেব যাকোবের কুপে আপনার বাইবেল হারাইয়া আসিয়াছেন।

ইহার দশ বৎসর পরে বম্বের ডাক্তার উইল্‌সন উক্ত যাকোবের কুপ দর্শন করণার্থ সমরিয়া দেশে গমন করেন। তিনি শুনিয়াছিলেন যে, তাঁহার দেশীয় এক জন ভদ্র লোক যাকোবের কুপে একখানি বাইবেল হারাইয়াছেন। ডাং উইল্‌সন প্রথমে কুপ দেখিলেন, তৎপরে কুপে নামিতে পারে, এমন এক জন লোকের সন্ধান করিতে লাগিলেন। এক জন লোক তিনি পাইলেন। অনন্তর খুঁজিতে ২ দশ বৎসর পূর্ব্বে যে বাইবেল পড়িয়া গিয়াছিল, তাহা পাওয়া গেল। ডাক্তার উইল্‌সন সে বাইবেলখানি লইয়া স্কটলণ্ডে গমন করিলেন, এবং যে ভদ্র লোক উহা হারাইয়াছিলেন, তাঁহাকে যাইয়া দিলেন। তিনি উহা পাইয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলেন।

তুমি কি খাইবে বল বাঙ্গালী সুন্দরী ?

পড়িয়া ইংরাজী বিদ্যা বঙ্গ যুবাগণ,
ইংরাজী চলনে চলে,
ইংরাজীতে কথা বলে,
ব্রাণ্ডি আর বিফ্ বিনা নাহি হয় খানা,
টেবিলে না বোসে খেলে উদর ভরে না।
তুমি কি খাইবে বল, বাঙ্গালী সুন্দরী,
ছাড় পিঠা, দিব কেক্,
আনি দিব ফ্রেঞ্চ ভেক্,
সখ করে্য ভেক খাবে, কিবা দোষ তায় ?
বাঙ্গালী বাবুরা এবে এ সকল খায়।
তুমি কি খাইবে বল, মানসমোহিনি,
ছাড় শাক, ছাড় ঝোল,
কেন কর গণ্ডগোল ?
খাও সুপ, বিফ্ রোষ্ট ও মটনচাপ্,
খাও ধনি, খুব করে্য, যাক মনস্তাপ।
তুমি কি খাইবে বল, বাবুসোহাগিনি,
গরম গরম লুচি,
অরুচি জনের রুচি ;
ছাড় তাহা, কিনে দিব বিস্কুট তোমায়,
বাঙ্গালী বাবুরা এবে এ সকল খায়।
তুমি কি খাইবে বল, বাবুপ্রাণধন,
ছাড় অন্ন, ছাড় শাক,
এ সকল গুরুপাক ;
ডিম দিয়া রেঁধে দিব তোমাকে পুডিন ;
খাইলে বারেক মনে রবে চির দিন।
তুমি কি খাইবে বল, বাবুবিলাসিনি,
হাতরুটি হাতে হয়,
তা খাইতে সুখ নয়,
কিনে দিব পাঁওরুটি, সুখে তুমি খাবে,
যবনের পদধূলি তাতে কিছু পাবে।

তুমি কি খাইবে বল, বাঙ্গালিঘরণী,
রাঁধুনী ছাড়িয়ে দেও,
নেড়ে কুক খুঁজে নেও,
পিঁয়াজে রাঁধিবে কারি, সুবাস ছাড়িবে,
টেবিলে বসিয়া তুমি সুখেতে খাইবে।
সুকরে খেও না ধনী, শুন নিবেদন,
কাঁটা চামচেতে খাবে,
ঝনাঝন্ শব্দ হবে,
ধুইতে হবে না হাত বড়ই সুগম,
চামচে কাঁটাতে খাবে, তাতে কি শরম ?

রাহা।

কলিকাতায় কত দেশের লোক।

শাস্ত্রে লিখিত আছে, একদা পৃথিবীর লোক সকল অত্যন্ত দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছিল ; কেবল নোহ নামে এক ব্যক্তি সপরিবারে সাধু ছিলেন। ঈশ্বর নোহকে কহিলেন, তুমি একটী বৃহৎ জাহাজ প্রস্তুত কর ; তাহাতে পৃথিবীস্থ সকল প্রকার প্রাণীর এক এক জোড়া করিয়া সংগ্রহ কর ; আর তুমিও সপরিবারে সেই জাহাজে আশ্রয় গ্রহণ কর। আমি জলপ্লাবন করিয়া পৃথিবীস্থ সমস্ত প্রাণী নষ্ট করিব। পরে নোহ তাহা করিলেন। নোহের সেই জাহাজে সকল প্রকার প্রাণী ছিল। আমাদের এ কথা উল্লেখ করিবার আবশ্যক এই যে, কলিকাতা মহানগরী নোহের সেই জাহাজের সদৃশ ; নোহের জাহাজে যদ্রূপ সকল প্রকার প্রাণী ছিল, এ নগরে তদ্রূপ প্রায় সকল জাতীয় মনুষ্য আছে। এক জন ইংরাজ মিশনারি এ দেশে ২০ বৎসর বাস করেন। তিনি বলেন, পৃথিবীর অনেক বড় বড় নগর দেখিয়াছি, কিন্তু কলিকাতার রাস্তায় যেমন নানা দেশের, নানা পরিচ্ছদধারী, নানা প্রকার লোক দেখিতে পাওয়া যায়, এরূপ আর কুত্রাপি দেখি নাই। পৃথিবীতে লণ্ডনের ন্যায় বড় নগর আর নাই, লণ্ডনে ৪০ লক্ষ লোকের বাস। লণ্ডনে পালেষ্টিন্ অপেক্ষা অধিক যিহুদী, রোম অপেক্ষা অধিক রোমান কাথলিক, ডব্লিন অপেক্ষা অধিক আইরিস্, এবং এডিন্বরা অপেক্ষা অধিক স্কচ্ বাস করেন। কিন্তু এই সকল লোকের পরিচ্ছদ এক প্রকার, বর্ণ এক প্রকার। ইংলিশ যিহুদিরা

ইংরাজদের পরিচ্ছদ পরে। সুতরাং লণ্ডনে নানা দেশের লোক থাকিলেও তাহারা দেখিতে এক প্রকার। বাহ্য ভিন্নতা নাই বলিলেই হয়। কিন্তু কলিকাতায় যেমন লোকদিগের বাহ্য ভিন্নতা, এরূপ আর কোন নগরে নাই।

কলিকাতায় সর্ব্ব শুদ্ধ ৪৪৭,৬০১ জন লোকের বসতি, তন্মধ্যে ২৯১, ১৯৪ জন হিন্দু, ১৩৩,১৩১ জন মুসলমান, ৮৬৯ জন বৌদ্ধ, ২১,৩৫৬ জন খ্রীষ্টীয়ান, ১,০৫১ জন অন্য ধর্ম্মাবলম্বী।

নানা জাতীয় হিন্দু আছে। চীনাবাজারহইতে চিৎপুর পর্য্যন্ত বিদেশীয়, ও দেশীয় হিন্দু বাণিজ্য ব্যবসায়িদিগের কারবারের স্থল। চীনাবাজারে নিজ কলিকাতার ও তদিতস্ততঃ স্থানসমূহের লোকদিগের দোকান। বড়বাজারে মহারাষ্ট্রী, মাড়বারী, নেপালী, ও নানা স্থানের বাঙ্গালী প্রভৃতির কারবারের স্থল। ইহারা বড়বাজারে, কাপড়, চিনি, চাউল, বেণেতি জিনিষ ও অন্যান্য দ্রব্যের কারবার করে; কিন্তু বড়বাজারে কাপড়ের কারবার অধিক। শিবঠাকুরের গলিতে ঢাকা নগরীয় মহাজনদিগের বাস। ইহাঁদের মধ্যে অনেকের রোকড়ের কাজ, আর অনেকে কাপড়ের ব্যবসায় করেন। পাথুরেঘাটা, আহিরিটোলা, হাটখোলা, দরমাহাটা প্রভৃতি স্থানে যে সকল বড় ২ মহাজনেরা বাস করেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ঢাকা, ফরিদপুর, পাবনা প্রভৃতি পূর্ব্বদেশনিবাসী হিন্দু। পাট, কাপড়, চাউল প্রভৃতি দেশোৎপন্ন শস্য তাঁহাদের ব্যবসায়ের বিষয়। বড়বাজারে, পাথুরেঘাটায় বা হাটখোলায় গেলে নানা প্রকারের বাঙ্গালা কথা শুনিতে পাওয়া যায়। কিন্তু বড়বাজার ছাড়া পূর্ব্বোল্লিখিত আর সকল স্থানের হিন্দুদিগেরই পরিচ্ছদ ও আকৃতি প্রায় এক প্রকার। বড়বাজারে নানা প্রকারের হিন্দু দেখিতে পাওয়া যায়; কোথায় উষ্ণীষধারী মাড়বারী গণেশসদৃশ ভুঁড়ি বাহির করিয়া কাপড় মাপিতেছে, কোথাও ক্ষীণকায় বাঙ্গালী ডাবা হাতে তামাক টানিতে২ কাসিতেছে, কোথাও শ্বেত উষ্ণীষধারী শিক হিন্দি ভাঙ্গা বাঙ্গালায় খদ্দের ডাকিতেছে, কোথায় মেদিনীপুরের বাঙ্গালী চিবাইয়া২, সর স্থলে ছ উচ্চারণ করিয়া ছাস্তিপুরে ছাড়ি দর করিতেছে। আবার বড়বাজারের পশ্চিমে গঙ্গার ঘাটে স্নান করিতে গেলে দেখিতে পাইবেন, চৈতনধারী, উড়ে ব্রাহ্মণ সারি২ বসিয়া স্নাত লোকদের তিলক কাটিয়া দিতেছে। এতদ্ভিন্ন কলিকাতা নগরে অনেক হিন্দু নিবাসী আছে। তাহাদের অধিকাংশ লোকে চাকুরি বা ব্যবসায় করিয়া থাকে। কলিকাতা গবর্ণমেণ্ট আফিসে যে সকল হিন্দু কেরাণী আছে, তাহাদের অনেকের নিবাস কলিকাতায়, অনেকের কলিকাতার বাহিরে; দূর দেশের হিন্দুও দুই চারি জন আছে।

যীশু ক্রুশে।

১

আজি এ জগৎ কেন রে আঁধার,
কেন দিনকরে নাহি দেখি আর?
কোন দুঃখে আজি প্রখর তপন,
মেঘের আড়ালে লুকালে বদন?

২

কেন ঘন ঘন মেদিনী কাঁপিছে?
ধরাক্রোড়স্থিত সকলি নড়িছে?
সাগরের জলে খেলিতেছে ঢেউ,
ইহার কারণ বলিবে কি কেউ?

৩

ফাটিল কবর কিসের কারণ,
যুগান্তের কালে ফাটিবে যেমন;
ধার্ম্মিকের দেহ জাগিয়া উঠিল,
অসময়ে এ কি ঘটনা ঘটিল!

৪

পর্ব্বতের হিয়া কঠিন এমন;
কোন্ হেতু তাহা হলো বিদারণ!
মার্ত্তণ্ড প্রতাপে নিদাঘে যেমন,
ফাটে রে মেদিনী; ফাটিল তেমন।

৫

বুঝেছি বুঝেছি, ইহার কারণ,
ক্রুশোপরে ওই জগততারণ!
অপাপ শরীরে পাপের যাতনা,
তাঁহারি কারণে এসব ঘটনা।

৬

মানবের তরে, মানব আকারে,
আসি পবিত্রিলা যিনি এ ধরারে,
মানবের পাপ মোচন কারণ,
আজি রে ত্রিশূলে তাঁহার মরণ।

৭

পূত দেহহৈতে রুধিরের ধার,
পড়িতেছে ওই, দেখ এক বার!
মম পাপমলা স্খালন কারণ,
হইছে উহাঁর শোণিত পতন।

৮

এত যে লাঞ্ছনা, এত যে যাতন,
তবু নহে এঁর বিরস বদন।
যাহারা উহাঁকে বিদ্রূপ করে,
প্রার্থনা করেন তাদের তরে।

৯

সফল হইল মহাপরিত্রাণ,
মানবের তরে এ অমূল্য দান;
যে জন যীশুতে বিশ্বাস করিবে,
অমর নগরে সে জন যাইবে।

রাহা।

বদরীবৃক্ষ।

ভজহরি নামে এক জন দরিদ্র গৃহস্থ ছিল। তাহার বাটীতে একটী নারিকেলি কুলের বৃক্ষ ছিল। তাহাতে প্রতি বৎসর অনেক বদরী ফলিত, ভজহরি তাহা কলিকাতায় আনিয়া ধর্ম্মতলার বাজারে বিক্রয় করিত; তাহাতে তাহার বিলক্ষণ লাভ হইত। ভজহরির এক জন প্রতিবাসী ছিল, সে ভজহরির নিকট কুলগাছের একটী কমল চাহিয়াছিল। কিন্তু ভজহরি তাহা দেয় নাই। ভজহরি বলিয়াছিল, কলম করিলে আমার গাছ নষ্ট হইবে। ইহাতে প্রতিবাসির মনে বড় হিংসা হইল। সে ভজহরিকে লাভ করিতে দেখিয়া হিংসায় স্মরিত। এ জন্য সে এক

রাত্রে আসিয়া ভজহরির কুলগাছটী একবারে মুড়াইয়া কাটিয়া দিয়া গেল। প্রাতঃকালে কুলগাছের দশা দেখিয়া ভজহরি কাঁদিতে লাগিল। কিন্তু কাঁদিলে কি হইবে? কাঁদিলে কি কাটা ডাল জোড়া লাগিবে?

বর্ষাকাল আসিল, বর্ষার জল পাইয়া কুল গাছে এত ডাল হইল যে, পূর্ব্বাপেক্ষা গাছটী ঝাঁকরাল হইল। তাহাতে ভজহরির মনে আনন্দ হইল। শীতকালে এবার গাছে এত অধিক ও এত বড় ২ কুল হইল যে, কখন এমন হয় নাই। এবার কুল বেচিয়া ভজহরির দ্বিগুণ লাভ হইল। তাহাতে ভজহরি বুঝিল যে, গাছের ডাল কাটিয়া দিলে গাছ বাড়ে ও অধিক ফলবান হয়।

প্রিয় পাঠক, যখন ঈশ্বরহইতে আমাদের উপরে দুঃখ, বিপদ বা কষ্ট আইসে, তখন মনে করিও না যে, আমাদের অপকারের জন্য তাহা হয়। কিন্তু তাহাদ্বারা আমাদের উপকার হয়; তাহাতে আমাদের ঈশ্বরের প্রতি ভক্তিবৃদ্ধি, আমাদের মন তাঁহার প্রতি অধিক আকৃষ্ট হয়। বারবার পোড়াইলে সোণা যেমন পরিষ্কৃত হয়, দুঃখ, কষ্ট ও বিপদে আমাদের মন তদ্রূপ পরিষ্কৃত হইয়া থাকে।

আমরা ইহাদ্বারা আরো শিখিতে পারি যে, যাহারা আমাদের মন্দ করিবার মানসে কোন কর্ম্ম করে, সে কর্ম্মদ্বারা ঈশ্বরের অনুগ্রহে আমাদের মঙ্গল হইয়া থাকে।

আমার ক্ষতির তরে মম শত্রুগণ,
করে যাহা, তাতে হয় মঙ্গল সাধন।

জননী ও শিশু।

ঘুমাও ঘুমাও যাদু, জননীর কোলে,
জেগে উঠে খুশি কোরো সুমধুর বোলে।
ঘুমাও ঘুমাও যাদু, কি ভয় তোমার,
তুমি না ঘুমালে কাজ হবে না আমার।
চমকি চমকি কেন উঠ বার বার?
জননীর কোলে যাদু, কি ভয় তোমার?
ঘুমাও ঘুমাও যাদু, ঘুমাও নীরবে,
সব কাজ পড়ে আছে, কত ক্ষণে হবে?

ঘুমাও ঘুমাও সুখে, অরে বাছাধন,
কোথা হেন শান্ত ছেলে তোমার মতন ?
ঘুমাও ঘুমাও সুখে, অরে যাদুমণি,
জাগিলে লইব কোলে তোমারে তখনি।
ঘুমাও ঘুমাও সুখে, জননীর ধন,
কত চিন্তা করি আমি তোমার কারণ।
ঘুমাও ঘুমাও সুখে, অমূল্য রতন,
কোল জোড়া করে থেকো যাবত জীবন।
দয়াময় পরমেশে, করি নিবেদন,
আমার বাছারে দিও সুদীর্ঘ জীবন।
বড় হৈলে হয় যেন তব প্রিয় দাস,
দুঃখিনী জননী করে এই অভিলাষ।

রাহা।

ছোট কামিনীর বিবরণ।

"এস কামিনি, আমি তোমাকে পাঠশালার বিষয় কিছু বলিব।"

কামিনী বলিল, "ও দাদা, আমি তাহাই শুনিতে ইচ্ছা করি।"

পরে দাদা বলিলেন, "দেখ, অদ্য প্রাতে পিতা আমাকে পাঠশালায় লইয়া গিয়া শিক্ষক মহাশয়কে এক মাসের বেতন দেন। তিনি অতি যত্নপূর্ব্বক আমাকে পাঠশালায় ভর্ত্তি করিবার মানসে জিজ্ঞাসা করিলেন, 'তুমি বাঙ্গালা পড়িতে পার কি ?' আমি বলিলাম, 'হাঁ, পারি।' শিক্ষক মহাশয় আমাকে পরীক্ষা করিয়া সন্তুষ্ট হইলেন। তৎপরে তিনি জিজ্ঞাসিলেন, 'তুমি ইংরাজী জান ?' আমি বলিলাম, 'না।' অদ্য আমি দুইটি শ্রেণীতেপ্রবিষ্ট হইয়াছি অর্থাৎ বাঙ্গালা প্রথম শ্রেণীতে ও ইংরাজী নিম্ন শ্রেণীতে। ইহাতে আমি অত্যন্ত চমৎকৃত হইলাম।"

"তাহার পরে কি হইল, দাদা ?"

"দশটার সময় ঘণ্টা বাজিলে সকল ছাত্র একত্র হইয়া গান করিল, পরে শিক্ষক মহাশয় ধর্ম্মপুস্তকের এক অধ্যায় পাঠ করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন।"

"সে গীত তোমাকে কেমন লাগিল ?"

"অতি মিষ্ট লাগিয়াছিল, কিন্তু আমি গান গাহিতে জানি না; সেই জন্য উহাদের সহিত গান করি নাই।"

"তাহার পরে কি হইল, দাদা?"

"তাহার পরে শিক্ষক মহাশয় সকলকে ধর্ম্মপুস্তকহইতে একটি শিক্ষা দিলেন। কিন্তু উহা আমার অতি মনোরম্য বোধ হইল না, কেননা তাহার কিছুই আমি জানি না। সে যাহা হউক, শিক্ষক মহাশয় যীশু খ্রীষ্টের একটি আশ্চর্য্য ক্রিয়ার বিষয় বলিলেন, যথা, যখন তিনি এক সময়ে তাঁহার শিষ্যদের সহিত নৌকারোহণ করিয়া সমুদ্র দিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে হঠাৎ একটা ঝড় উপস্থিত হইল; তৎকালে যীশু নিদ্রিত ছিলেন। পরে নৌকা ডুবু ডুবু হইলে শিষ্যেরা তাঁহাকে জাগরিত করিয়া কহিল, প্রভো, আপনি কি জানেন না যে, আমরা এই দণ্ডে বিনষ্ট হইব? তাহাতে তিনি উঠিয়া ধমক দিলে বাতাস ও সমুদ্রের তরঙ্গ সকল ক্ষান্ত হইল। শিক্ষক মহাশয় এই সমুদয় উত্তমরূপে কহিয়াছিলেন। ইহার পরে আমরা সকলে ভিন্ন ২ শ্রেণীতে গেলাম,—আমি প্রথমে ইংরাজী অক্ষর শিখিতে বসিলাম?"

"দাদা, তুমি কি সে সকল শিখিয়াছ?"

"বোধ করি, শিখিয়াছি।"

"দাদা, আমারও শিখিতে ইচ্ছা হয়?"

দাদা কহিলেন, "বেস্ তো—যদি তুমি প্রত্যহ সন্ধ্যার সময় আমার নিকট এস, তাহা হইলে আমি দিবসে যাহা ২ শিখি, সে সমুদায় তোমাকে শিখাইতে পারি। আর তোমাকে প্রত্যহ আমার নিকট রীতিমত বাঙ্গালা পড়িতে হইবে। এস, অদ্য চারুপাঠের পড়া বল, বোধ করি, আজ বোমযানের অর্থাৎ বেলুনের বিষয় পড়া।"

এই রূপে তাহাদের পড়িবার নিয়ম স্থির হইলে প্রতি রাত্রে কামিনীর দাদা দিবসে যাহা শিখিয়া আসিতেন, তাহাকে সে সকল শিখাইতেন। এতদ্ভিন্ন তিনি তাহাকে ইংরাজি ও বাইবেলের গল্পও শিখাইতেন, আর যে সকল গান শিখিয়াছিলেন, তাহাও কামিনীকে শিখাইতেন।

পরে এক দিন সন্ধ্যার সময়ে কামিনী ভ্রাতাকে অত্যন্ত চিন্তিত দেখিল। কিন্তু তিনি তাহাকে নিয়মিত শিক্ষা দিলেন, এই রূপে কএক দিবস গত হইল। কামিনী এক দিন দুই বার তাহার দাদার নিকট গেলে তিনি তদীয় আগমন কালে কোন দ্রব্য লুকাইলেন। পরে এক

দিন কামিনী হঠাৎ তাঁহার নিকট যাওয়াতে পুনরায় তিনি কিছু লুকাইলেন, তাহাতে কামিনী আদর করিয়া বলিল, "দাদা, ও কি লুকাইলে?" পরে তাঁহার কাপড়ের মধ্যহইতে একখানি পুস্তক বাহির করিল। তখন ভ্রাতা কহিলেন, "ভগিনি! তুমি কি করিলে, যদি তুমি কাহাকে এই পুস্তক দেখাও, কিম্বা ইহার বিষয়ে কোন কথা বল, তাহা হইলে আমার ভারী বিপদ ঘটিবে।"

কামিনী কহিল, "দাদা, তুমি ভয় করিও না; আমি তাহা কখনই করিব না, কিন্তু এই পুস্তকের নাম কি, বল?"

"ইহা খ্রীষ্টধর্ম্মশাস্ত্রের এক খণ্ড। ইহাকে যোহন লিখিত সুসমাচার কহে।"

"দাদা, এই পুস্তক কেমন করিয়া পাইয়াছ?"

"আমি এক জন ছাত্রের নিকটহইতে ক্রয় করিয়াছি। বাঙ্গালা পাঠের সময়ে আমাদের ইহা প্রত্যহ পড়িতে হয়।"

"দাদা, ইহা কি পড়িতে ভাল লাগে?"

"বড় ভাল লাগে। আইস, আমরা উভয়ে কিঞ্চিৎ পাঠ করি, কিন্তু অগ্রে স্বীকার কর, কাহাকেও ইহার বিষয় প্রকাশ করিবে না?"

"না; আমি প্রকাশ করিব কেন?"

পরে তাহারা উভয়ে সেই পুস্তকের প্রথম অধ্যায় আরম্ভ করিয়া পাঠ করিল, "আদিতে বাক্য ছিলেন, এবং বাক্য ঈশ্বরের সহিত ছিলেন, এবং সেই বাক্য ঈশ্বর।"

"বাক্য কাহাকে বলে, দাদা?"

"'শিক্ষক মহাশয় বলিয়াছেন, 'যীশু খ্রীষ্ট,'। যাহা হউক, আমরা এক্ষণে পাঠ করি।"

"ঐ বাক্য মনুষ্যাবতার হইয়া আমাদের মধ্যে প্রবাস করিয়াছেন, এবং আমরা তাঁহার মহিমা দেখিয়াছি, সেই মহিমা পিতার নিকটহইতে আগত অদ্বিতীয় পুত্রের উপযুক্ত, এবং (তিনি) অনুগ্রহে ও সত্যতাতে পরিপূর্ণ।"

"এই পদটি কি চমৎকার! বাক্য যে মনুষ্যাবতার হইয়াছিলেন, ইহা আমরা বিলক্ষণ বুঝিতে পারি; আমাদের শাস্ত্রেও লিখিত আছে যে, দেবতারা মনুষ্যরূপ ধারণ করিয়া অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।"

"হাঁ, ইহা সত্য বটে, কিন্তু আমার বোধ হয়, 'বাক্য,' শব্দের অন্য প্রকার অর্থ থাকিতে পারে।"

"ঐ দেখ, ঈশ্বরের মেষশাবক, যিনি জগতের পাপভার লইয়া যান।" ভগিনি, আমাদের শিক্ষক বলিয়াছেন যে, যখন আমরা কালীঘাটে একটী ছাগবৎস লইয়া গিয়া বলিদান করি, তখন মনে করি, ঐ ছাগল আমাদের পাপ বহন করিয়া আমাদেরই নিমিত্ত মরে। সেই প্রকার "যীশু খ্রীষ্ট, যিনি পবিত্র ও পাপহীন, তিনি সমস্ত জগতের পাপ বহন করিয়া আমাদের জন্য প্রাণ দিয়াছেন।"

"তবে সকলেই কি তাঁহার দ্বারা পরিত্রাণ পাইবে?"

"আমি কেমন করিয়া বলিব? আমি তাহা জানি না।" পরে অধ্যায়টী সমাপ্ত হইলে কামিনী কহিল, "দাদা, এই পুস্তকখানি আমাকে দেও, কোন গুপ্ত স্থান আছে; সেই খানে রাখিব, কাহাকেও দেখিতে দিব না।"

"তোমার হাতে দিতে আমার অত্যন্ত ভয় হইতেছে, যদি কেহ জানিতে পারে, তাহা হইলে আমার ভারী বিপদ ঘটিবে।"

"দাদা, আমি তোমা অপেক্ষাও অধিক সাবধানে রাখিতে পারিব।"

"কিন্তু অতি সতর্ক থাকিবে।"

কামিনী বাটীর পূজাদির সময়ে অন্যের সহিত যোগ দিত না। কিন্তু কখন২ তাহাকে সে বিষয়ে সাহায্য করিতে হইত, তাহা সে অনিচ্ছাপূর্ব্বক করিত, এবং মনে করিত যে, বেল, জবা, যুঁই ইত্যাদি ফুল ঠাকুরের নিকট দিলে ফুলের অপমান করা হয়। সে ফুল সকল তথাহইতে লইবার জন্য অত্যন্ত আকিঞ্চন করিত ও মনে করিত যে, ঐ পুষ্পগুলিন ঈশ্বরের এবং তাঁহার পুত্র যীশু খ্রীষ্টের দ্বারা প্রস্তুত হইয়াছে, কিন্তু দেব দেবীর দ্বারা অশুদ্ধ হইতেছে। হায়, কি দুঃখের বিষয়! কামিনী অত্যন্ত চিন্তিত ছিল ও অল্প কথাবার্ত্তা কহিত, তথাপি পূর্ব্বাপেক্ষা অতিশয় নম্র ও বিনয়ী হইয়াছিল। সে যথার্থই যেন বাটীর কামিনী ফুলের মতন হইয়াছিল, সকলকে আনন্দিত করিত, কখনই কলহ করিত না। সে যীশু খ্রীষ্টের বিষয় অধিক পাঠ করিয়া এই প্রকার হইয়াছিল ও তাঁহার বিষয় অধিক চিন্তা করিত ও তাঁহারই ন্যায় হইতে চেষ্টা করিত।

এই সমুদায়ে সে সুখী ছিল না, কারণ সে মনে করিত যে, যীশু যাহা করিবেন না, তাহা আমাকে করিতে হইতেছে। অতএব যাঁহারা এই প্রকার ভয়জনক কর্ম্ম করেন না, তাঁহাদের নিকট যাইতে বাঞ্ছা করিল। পরে সে এক দিবস ভ্রাতাকে জিজ্ঞাসা করিল, "দাদা, তুমি কোন ধর্ম্মাধ্যক্ষকে জান কি?"

তিনি বলিলেন, "হাঁ, আমি জানি; তাঁহার বাটী আমাদের বিদ্যালয়ের নিকট।"

"তাঁহার কি প্রকার গৃহ? তাহার মধ্যে তুমি কখন গিয়াছ?"

"সেই ঘর অতি উত্তম বটে, তাহার মধ্যে কখন যাই নাই; কিন্তু সেই বাগানে অনেক বার গিয়াছি।"

"সেই বাগান কি অতি মনোরম্য, দাদা?"

"হাঁ, সেই বাগানের অনেক ফল মধ্যে২ আমি আনিয়া ঠাকুরদের নিকটে দিয়া থাকি।"

"ও দাদা, তোমাকে কে ঐ ফুল দেয়?"

"কেহই না, আমি নিজে তুলিয়া আনি, কিন্তু মালী দেখিতে পাইলে অত্যন্ত রাগ করে।"

"দাদা, তুমি সেই প্রচারকের বাগানহইতে ফুল আনিয়া ঠাকুরদের নিকটে দাও?"

"হাঁ, তাহাতে কোন ক্ষতি নাই।"

কিন্তু কামিনীর বোধ হইল যে, তাহাতে ক্ষতি আছে। পরে সে বিষয়ে আর কিছু না বলিয়া ক্ষান্ত হইল।

জিজ্ঞাসা করিল, "তাঁহার বাটী কোথায়?"

"তুমি সেই দুর্গ জান?"

"হাঁ, আমি ছাদের উপরহইতে দেখিয়াছি।"

"ভাল, ঐ দুর্গের পূর্ব্বে একটী মাঠ পার হইয়া ঠিক পূর্ব্ব দিকে আমাদের বিদ্যালয়, উপাসনাগৃহ, ও ধর্ম্মাধ্যক্ষের বাটী দেখিতে পাইবে।"

"উপাসনা গৃহ কাহাকে বলে, দাদা?"

"যে স্থানে সকলে একত্র হইয়া ঈশ্বরের উপাসনা করে।"

"উহা কি আমাদের মন্দিরের মতন?"

"না, না; মন্দিরে কেবল ঠাকুর ও কতকগুলি ব্রাহ্মণ ধরিতে পারে, কিন্তু খ্রীষ্টের মন্দিরে সকল লোক একত্র হইয়া প্রার্থনা, গান ও উপদেশ শ্রবণ করে।"

"তুমি কি উহার মধ্যে কখন গিয়াছ, দাদা?"

"না, উহার মধ্যে কখনই যাই নাই, কিন্তু দ্বারে দাঁড়াইয়া ভিতর দেখিয়াছি।"

এমন সময়ে কোন এক জন ডাকাতে কামিনীর দাদা চলিয়া গেল

পরে কামিনী চিন্তা করিতে লাগিল যে, যদি আমি ঐ ধর্ম্মাধ্যক্ষের বাটীতে যাইতে পারি, তাহা হইলে তিনি আমাকে সকল বিষয় শিক্ষা দিবেন। কিন্তু কি প্রকারে এ স্থানহইতে যাইব?

এই চিন্তা তাহার মনে সতত রহিল। প্রতি সন্ধ্যাকালে সে ছাদের উপর যাইয়া অতি আগ্রহপূর্ব্বক পূর্ব্ব দিকে চাহিয়া থাকিত। সে যাহা হউক, এক দিবস সে সুযোগ পাইয়া ইচ্ছানুসারে কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইল। বাটীর স্ত্রী লোকেরা অনেকে নিদ্রিত ছিল ও অনেকে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত থাকায় কামিনী একখানি মোটা সাড়ী পরিয়া অতি সাবধানে বাটীহইতে বহির্গত হইল। কিন্তু রাস্তায় হাঁটিতে অত্যন্ত কষ্টবোধ হইল, তথাপি সে চলিল।

কামিনী ধর্ম্মাধ্যক্ষের বাটীতে আসিলে, তাঁহারা তাহাকে সাদরে গ্রহণ করিলেন। এবং সকলে মিলিয়া তাহার সহিত কথা কহিতে লাগিলেন।

এই রূপ কথোপকথন সময়ে বাহিরে এক গোলমাল হওয়াতে তাঁহাদের কথাবার্ত্তার অনেক ব্যাঘাত জন্মিল। একখানি গাড়ী বাটীর ভিতরে আসিল ও তাহার মধ্যহইতে ক্রন্দনধ্বনি উত্থিত হইল ও কতকগুলি স্ত্রীলোক তাহার মধ্যহইতে নামিল, উহাদের মধ্যে কামিনীর মাতাও ছিলেন। এক জন প্রতিবাসী কামিনীকে মাঠ দিয়া আসিতে দেখিয়া বাটীর সকলকে বলিয়াছিল। পরে গৃহে তাহাকে অন্বেষণ করিয়া না পাওয়াতে শীঘ্র গাড়ী আনাইয়া একবারে ধর্ম্মাধ্যক্ষের বাটীতে আসিয়া উপস্থিত হয়। কামিনীর মাতা তাহাকে লইয়া যাইবার চেষ্টা করিলে, সে বিবিকে জড়িয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল, "আমাকে লইয়া যাইতে দিও না। উহাঁরা আমাকে দেবতাপূজা করিতে বাধ্য করিবেন।" এই দুঃখের সময়ে তাহার মনে হইল, আমি যদি জাতি নষ্ট করিতে পারি, তাহা হইলে উহাঁরা আমাকে পরিত্যাগ করিয়া যাইবেন, কিছু করিবেন না। কিন্তু কি প্রকারে তাহা করিব, এই চিন্তা করিতেছে, এমন সময়ে এক জন চাকর সেই খান দিয়া এক গেলাস জল লইয়া যাইতেছিল। কামিনী আগ্রহপূর্ব্বক তাহার নিকট সেই জল চাহিয়া পান করিল, এবং সেই গেলাস মাটীতে ফেলিয়া দিয়া বলিল, "এই পাত্রটী যেমন ভাঙ্গিয়া গেল, তদ্রূপ আমার জাতি নষ্ট হইল, এক্ষণে আমি স্বাধীন।" ইহাতে তাহার মাতা ও আর২ কুটুম্বেরা অবাক্ হইয়া রহিল। কেহ তাহার পিতাকে এই সংবাদ দেওয়াতে তিনি আফিসহইতে

আসিয়া তথায় উপস্থিত হইলেন। কামিনী পিতাকে দেখিতে পাইয়া কহিতে লাগিল—

"পিতঃ, আমাকে এই খানে থাকিতে দিউন, কেননা আমার খ্রীষ্টীয়ান হইতে ইচ্ছা হইয়াছে।"

পিতা কহিলেন, "বৎসে, কেন তোমার এমন ইচ্ছা হইল?"

"কেননা আমি আত্মার পরিত্রাণ পাইতে চাহি।"

পিতা কহিলেন, "তোমাকে আমার সহিত যাইতে হইবে।"

কামিনী বলিল, "না, আমি যাইতে চাহি না; কখনই তাহা পারিব না—আমি যীশুর উপাসনা করিব।"

বিবি তাহার পিতাকে চিনিতেন ও তিনি যে বিবেচক ব্যক্তি, তাহাও জানিতেন। পরে তিনি বলিলেন,

"আপনি আমাকে জানেন?"

"হাঁ, আপনাকে জানি।"

"আমি আপনাকে সর্ব্বদা সত্য কথা বলিয়া থাকি?"

"হাঁ, আপনি বলিয়া থাকেন।"

"ভাল, আমি আপনাকে সত্য বলিতেছি, আপনার কন্যার ব্যবহারে আমি অতি চমৎকৃত হইয়াছি। আমি পূর্ব্বে ইহাকে কখনই দেখি নাই। যদি বলপূর্ব্বক না লইয়া যান, তবে ও কখনই আপনাদের সঙ্গে যাইবে না। অতএব উহাকে এই স্থানে থাকিতে দিউন, রাত্রিকালে আমি উহার সঙ্গে কথাবার্ত্তা করিয়া উহাকে বুঝাইব, আর আমি স্বীকৃত হইতেছি যে, উহাকে আগামী কল্য প্রাতে আপনার বাটীতে লইয়া যাইব।"

"বেস্, আপনকার কথায় আমার বিশ্বাস আছে।"

অনন্তর তিনি নিজ স্ত্রীকে সান্ত্বনা করিয়া, সকলে সেই স্থানহইতে অতি দুঃখিত মনে, প্রস্থান করিলেন।

অতি আগ্রহসহকারে অনেক ক্ষণ উহাঁদের কথাবার্ত্তা হইল। পরে বিবি কামিনীকে বলিলেন, "তোমার বাটী যাওয়া উচিত ও তুমি প্রেম ও নম্রতাদ্বারা পিতা মাতাকে সন্তুষ্ট কর।" অবশেষে সে সম্মত হইল ও পরদিন প্রাতে সেই বিবি অতিশয় আগ্রহপূর্ব্বক তাহার সহিত প্রার্থনা করিয়া, আপনি তাহাকে সঙ্গে লইয়া, তাহার পিত্রালয়ে গেলেন।

কামিনীর পিতা তাহাকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। তিনি জানিতেন যে, কামিনীর জাতি গিয়াছে, সুতরাং যদিও বাটীর আর২ স্ত্রীলোকেরা তাহার কোন ক্ষতি করিতে পারিবে না, তথাপি তাহাকে

উত্যক্ত করিবে। তাহার মাতা তাহাকে প্রাণের তুল্য ভাল বাসিতেন বটে, কিন্তু তাহাকে ভর্ৎসনা করিবেন, সন্দেহ নাই; অতএব তাহাকে একটী স্বতন্ত্র গৃহে রাখিলেন ও এক জন দাসী নিকটে বসিয়া চৌকী দিতে লাগিল, যেন কেহ তাহাকে বিরক্ত না করে, বা কোন কষ্ট না দেয়। কামিনী মৌনভাবে ও কাঁদিতে২ সেই গৃহে প্রবেশ করিল। সকলের বোধ হইল, যেন একটা শব বাটীতে আনা হইয়াছে, কিন্তু কামিনী শান্ত ও আনন্দিত ছিল। সেই গৃহের মধ্যে গিয়া বিবেচনা করিল যে, যীশু তাহার সঙ্গে আছেন। পরে সে অমূল্য সুসমাচার খুলিয়া এই কথাগুলি পাঠ করিল, "তোমাদের অন্তঃকরণ উদ্বিগ্ন না হউক; ঈশ্বরেতে বিশ্বাস কর, আমাতেও বিশ্বাস কর। আমার পিতার বাটীতে অধিক বাসস্থান আছে, নতুবা অগ্রে তোমাদিগকে জানাইতাম। আমি তোমাদের জন্য একটী বিশেষ স্থান প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করি। আমি যাইয়া যদি তোমাদের জন্য স্থান প্রস্তুত করি, তবে পুনর্ব্বার আসিয়া আপনার নিকট তোমাদিগকেও লইয়া যাইব, কেননা আমি যে স্থানে থাকি, তোমাদিগকেও সেই স্থানে থাকিতে হইবে।" ইহা পাঠ করিয়া তাহার অন্তঃকরণ সত্যই সুস্থির ও নিশ্চিন্ত হইল; তজ্জন্য সে আনন্দ করিল।

কিছু দিন পর্য্যন্ত তাহার পিতা তাহাকে চৌকী দিতে লাগিলেন, তিনি কন্যার সহিত অনেক ক্ষণ কথাবার্ত্তা করিতেন।

তিনি তাহার সেই পুস্তকখানি লইতে চেষ্টা করিলেন, কিন্তু তাহা প্রথমে বলায় সে কাঁদিতে লাগিল, পরে তিনি তাহাকে কাঁদিতে দেখিয়া কাতর হইয়া পুস্তক লইতে চাহিলেন না। তাহাতে দেখিলেন, সে শান্ত ও আনন্দিত হইল। অবশেষে তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এত সুস্থির ভাবে আছ, কেহ ত তোমার সহিত আমোদ প্রমোদ করিতে পায় না?" সে উত্তর করিল, "কেননা যীশু খ্রীষ্ট আমাকে প্রেম করেন, ও আমার সকল পাপ ক্ষমা করিয়া আমাকে পরিত্রাণ করিয়াছেন।"

"বাছা, তুমি কি প্রকারে তাহা জানিলে?"

"পিতঃ, আমি তাহা অনুভব করিতে পারি, আর আমার একটী নূতন অন্তঃকরণ হইয়াছে। পূর্ব্বে যাহা ভাল বাসিতাম, এখন তাহা ভাল বাসি না, সেই জন্য আমি বড় সুখী ও আহ্লাদিত আছি।"

"প্রিয় কন্যে, এই পুস্তকপাঠে কি তোমার আনন্দ জন্মে?"

"হাঁ, এই পুস্তকদ্বারা যীশু আমার সহিত কথা কহেন।"

"তবে আমিও কিঞ্চিৎ পাঠ করি, দেও দেখি।"

"পিতঃ, আপনি আমার নিকটহইতে ইহা লইবেন না?"

"না, বাছা, কখনই লইব না, আমি কি পূর্ব্বে তোমাকে বলি নাই যে, লইব না? কেবল জানিতে চাই, কোন্ কুহকে তোমাকে ভুলাইয়াছে।"

তিনি তাহার নিকটে বসিয়া সেই পবিত্র কথাগুলিন পড়িলেন, এই অবসরে তাঁহার কন্যা প্রার্থনা করিল এবং ঈশ্বরের পবিত্র আত্মা তাঁহার অন্তঃকরণে ঐ সকল কথা প্রবেশ করাইলেন।

প্রত্যহ সন্ধ্যার সময়ে তিনি স্বীয় কন্যার নিকট বসিয়া এই পুস্তক পড়িতেন ও কথাবার্ত্তা করিতেন। কামিনীর অভিনব অন্তঃকরণে পবিত্র আত্মার আশ্রয় হওয়াতে সে পিতার নিকট সমুদায় সুখ শান্তির বিষয় প্রকাশ করিল। পরে তিনি এই সকল বিষয়ে অত্যন্ত চিন্তিত হইয়া ধর্ম্মাধ্যক্ষের নিকট যাইয়া আরও শিক্ষা লইলেন। শিশু বালিকা অপেক্ষা তাঁহার পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ করা অতি কঠিন বোধ হইল। অবশেষে তিনি যীশুর বাক্য শুনিতে পাইলেন, যথা, "তুমি ঈশ্বরেতে বিশ্বাস কর, আমাতেও বিশ্বাস কর।" পরে তিনি বলিলেন, "প্রভো, আমি বিশ্বাস করি।" এই বিশ্বাসে সকল অন্ধকার দূরীকৃত হইল, ও তাঁহার অন্তঃকরণে দীপ্তি প্রকাশ পাইল।

কয়েক মাস এই রূপে অতীত হইলে বাটীর অনেকে এই মঙ্গলকর বাক্যে বিশ্বাস করিল। কামিনীর মাতা মনে করিলেন যে, আমি সেই প্রভুকে জানিতে চাহি, যিনি আমার স্বামী ও কন্যাকে ঈদৃশ পরিবর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি তাহাদের প্রেমজনকশিক্ষা পাইয়া অতি সত্বরে প্রভুতে বিশ্বাস করিলেন। এক্ষণে সেই পরিবার একটী খ্রীষ্টীয়ান পরিবার হইয়া উঠিল, পূজাদিতে ক্ষান্ত হইল ও দেব-প্রতিমা নদীতে নিক্ষিপ্ত হইল।

আনন্দ ও উল্লাসে সেই বাটী পরিপূর্ণ হইল, প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যাকালে প্রার্থনা, সংগীত হইতে লাগিল, রবিবার তাহাদিগের একটী আনন্দের বিশ্রামদিন হইল। যাহারা পূর্ব্বে অন্ধকারে পরিভ্রমণ করিত, তাহাদিগের মধ্যে এক্ষণে উজ্জ্বল আলোক উপস্থিত হইল।

প্রিয় পাঠকগণ! তোমাদিগের নিমিত্ত দীপ্তি প্রস্তুত আছে, কেবল অন্তঃকরণের দ্বার মুক্ত করিলেই উহা অভ্যন্তরে যাইয়া আলোক প্রদান করিবে। যে ত্রাণকর্ত্তা কামিনীকে ও তাহার পরিবারকে পরিত্রাণ করিতে

প্রস্তুত ছিলেন, তিনি তোমাদিগের নিকটেও আছেন। অতএব দেখ, যে কেহ তাঁহাকে নিজ ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করে, সে পরিত্রাণ, শান্তি ও অনন্ত জীবন পায়। তাঁহাকে নিজ ত্রাণকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করিলে, তিনি তোমাদিগের পাপ ক্ষমা করিবেন। অবশেষে স্বর্গে অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইবে।

শ্রীমতী প্রভাবতী নন্দী।

তুমি কি পরিবে বল, বাঙ্গালী সুন্দরি?

১

সভ্যতা বাড়িছে দেশে, কি হবে উপায়?
বাঙ্গালী বাবুরা যত,
ধুতিতে হৈয়ে বিরত,
পরে কোট প্যাণ্টুলন, অথবা চাপ্‌কান,
কেহ টুপি পরে, কেহ সুধু শিরে যান।

২

তুমি কি পরিবে বল, বাঙ্গালী সুন্দরি?
ত্যজিয়া সাড়ীর মায়া,
পরিতে চাহ কি সায়া?
গাউন পরিয়া বিবি চাহ কি হইতে?
পারিবে কি রারাণসী, ঢাকাই ভুলিতে?

৩

তুমি কি পরিবে, বল, বল, বঙ্গনারি?
কি লাজ, ভাঙ্গিয়া বল,
ছাড়, ধনি, গোল মল,
কিনে দিব ফুল মোজা, বিলাতীয় বুট,
চলিতে হইবে কিন্তু কর্য্যে ছট মুট।

৪

তুমি কি পরিবে, বল, বল, চন্দ্রাননি?
ছেড়ে দেহ সিঁতিপাটী,
খোঁপা কর পরিপাটী;
কিনে দিব সোলা হাট, অথবা বনেট,

কিন্তু তাতে খালি হবে স্বামির পকেট।

৫

তুমি কি পরিবে বল, গজেন্দ্রগামিনি?
সব কথা ভেঙ্গে বলি,
ফেলে দেও পঞ্চনলী,
তাই বেচে কিনে দিব চেন্‌শুদ্ধ ঘড়ি,
চিন কি ঘড়ির অঙ্ক, তা জিজ্ঞাসা করি?

৬

তুমি কি পরিবে, বল, হরিণনয়নি?
ছাড় চিক ঠিক কর্য্যে,
তাই ভেঙ্গে দিব গড়্যে,
সোণার লকেট এক, তায় বেঁধে ফিতে,
গলায় দোলাবে তুমি হরষিত চিতে।

৭

শুন ধনি, কথা শুন, শুন উপদেশ,
বিলাতি বিবির মত,
আগে শিখ গুণ যত,
তার পর দিব সব, তুমি যা চাহিবে,
গুণবতী নিজ গুণে সকলি পাইবে।

৮

বিনয়, নম্রতা, লজ্জা নারীর ভূষণ,
এ সব তোমার আছে;
বিলাতী বিবির কাছে
সৎকার্য্য সাহস, ধর্ম্ম অনুরাগ আর,
শিখিতে যতন তুমি কর অনিবার।

রাহা।

কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল।

স্ত্রীজাতির অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ দয়ার আধার। আমাদের মাতা ও ভগিনীরা তাহার দৃষ্টান্তস্থল। পুত্র চাকরি করিতে বিদেশে যায়, ভ্রাতা কলেজে পড়িতে বিদেশে যায়, জানা আছে, ছুটি হইলেই গৃহে আসিবে;

যত দিন না আইসে, পত্র লিখিবে; তথাপি মাতা, ভগিনী কাঁদিয়া অস্থির। পুত্রের পীড়া হইলে, ভ্রাতার পীড়া হইলে মাতা, ভগিনী অনিদ্রায়, অনাহারে শিয়রে বসিয়া রাত্রি যাপন করেন। আশ্বিন মাসে বঙ্গদেশের প্রতি ঘর আনন্দময় কেন? অনেক দিন পরে পুত্র বাড়ী আসিবে, স্বামী গৃহে আসিবেন, দাদা ঘরে আসিবেন; মায়ের

মনে, স্ত্রীর মনে, ভগিনীর মনে আনন্দ আর ধরে না। এ জগতে স্নেহ, দয়া পরম পদার্থ। যার অন্তরে দয়া নাই, যার অন্তরে স্নেহ বাস করে না, আমি বলি, সে লোহার মানুষ, তার অন্তঃকরণ পাষাণ। মাতা পিতা, ভ্রাতা ভগিনীর বিরহে যাহার চক্ষু এক বিন্দু জল ব্যয় করে না, আমি বলি, সে চক্ষুতে সীসা গলাইয়া দেও।

কুমারী ফ্লোরেন্স স্ত্রীজাতির আদর্শ। ১৮২০ অব্দে এই রমণীরত্ন জন্ম গ্রহণ করেন। ইহাঁর পিতার নাম ইউলিয়ম এডওয়ার্ড। কুমারী ফ্লোরেন্স পিতামাতার নিকট বিদ্যা শিক্ষা করেন। যে শুক্তিতে এমন মুক্তা ছিল, সে শুক্তি ধন্য; যে খনিতে এমন হীরক ছিল, সে খনিও ধন্য।

কুমারী ফ্লোরেন্স প্রথমে ইউরোপে প্রচলিত প্রায় সমুদায় ভাষা শিক্ষা করেন। তৎপরে ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণ করিয়া কারাগার, হাসপাতাল ও দরিদ্রদিগের অবস্থা পরিদর্শন করেন। ইনি বিনা বেতনে, বিলাতের নানা হাসপাতালে থাকিয়া রোগিদিগের সেবা করিতেন; কারাগারে যাইয়া কয়েদিদিগের সুবিধা ও স্বচ্ছন্দতা বৃদ্ধির চেষ্টা করিতেন। ১৮৫৬ অব্দে ইংরাজ ও ফরাসিরা তুরস্ক দেশের রাজার পক্ষ হইয়া রুশিয়ার সঙ্গে যুদ্ধ করেন। তাহাকে ক্রিমিয়ার যুদ্ধ বলে। সেই যুদ্ধে শত শত লোক হত ও আহত হয়, অনেকে তুরস্ক দেশীয় জ্বরে আক্রান্ত হয়, তুরস্কের সুলতান একটী বৃহৎ বাটীতে তাহাদিগকে রাখেন। সেই সকল নিরুপায় লোকদিগের সেবা শুশ্রূষা করণার্থ কুমারী ফ্লোরেন্সকে তথায় যাইতে অনুরোধ করা হয়। তিনি বিনা বেতনে তথায় যান, আরো ৪০ জন ইংরেজ রমণী তাঁহার সঙ্গিনী হন। সেই হাসপাতালের রোগীরা কুমারী ফ্লোরেন্স ও তাঁহার সঙ্গিনী ভগিনীগণের দ্বারা এত উপকৃত হইয়াছিল যে, তাহারা ইহ জন্মে তাহা ভুলিতে পারিবে না। তত্রত্য লোকেরা তাঁহাকে মাতার ন্যায় স্নেহ ও দেবীর ন্যায় ভক্তি করিত, তিনি পীড়িত ও মরণাপন্ন লোকদিগকে সান্ত্বনা বাক্যে তৃপ্ত করিতেন।

যুদ্ধ শেষ হইলে সৈন্যগণসহ তিনি ইংলণ্ডে প্রত্যাগমন করেন। তখন দেশের সমস্ত লোক,—রাণীহইতে সামান্য প্রজা পর্য্যন্ত—তাঁহার গুণ গান করেন।

দেশীয় ভগিনীগণ, আমি প্রথমেই বলিয়াছি, তোমাদের অন্তঃকরণ দয়ার আধার। কিন্তু সেই দয়া যেন আত্মীয়গণের সীমার অভ্যন্তরেই আবদ্ধ না থাকে। আত্মীয়গণকেও দয়া কর, প্রতিবাসীদিগকেও আত্ম-

বৎ দয়া কর—কেননা ঈশ্বর বলিয়াছেন, "প্রতিবাসীকে আত্মতুল্য প্রেম কর।"

রাহা।

ইন্দুরের সভা।

নিত্যই বিড়াল এক আসি জোর করে্য,
ধরিয়া ইন্দুরগণে সুখে পেট ভরে।
এই রূপে খাইল সে ইন্দুর বিস্তর,
বিড়ালের ভয়ে সবে হইল কাতর।
কিসেতে উদ্ধার হবে, বিচারের তরে,
বসিল ইন্দুরগণ এক সভা করে্য।
তীক্ষ্ণদন্ত নামে এক ইন্দুরপ্রধান,
সভাপতি হৈলো সেই, বড়ই সম্মান।
বসিলেক চারি দিকে যত সভ্যগণ,
কহিতে লাগিল কথা যেবা চায় মন।
কেহ বলে, মাটী তুল্যে কর এক গড়,
বিড়ালেরা যেন নারে আসিতে ভিতর।
কেহ বলে, স্থানান্তরে চল পলাইয়া,
এখানে থাকিলে সবে ফেলিবে খাইয়া।
কেহ বলে, তা হবে না; বিড়ালের ডরে,
জন্মভূমি ছেড়ে নাহি যাব দেশান্তরে।
এ সকল কথা কারু ধরিল না মনে,
কহিল গম্ভীর ভাবে পরে অন্য জনে।
ভেবে চিন্তে দেখিয়াছি আমি বহু দিন,
বিড়ালেরে জব্দ করা বড়ই কঠিন।
বড় বলবান এই দুরন্ত বিড়াল,
চুপি২ আসে যেন কালান্তের কাল।
অতএব সবে মিলে উহারে ধরিয়া,
একে বারে যমালয়ে দিব পাঠাইয়া।
আগে গিয়া আমি ওর ধরিব লাঙ্গুল,
ভয়েতে বিড়াল ভায়া হইবে ব্যাকুল।
বলিলেক অন্য জন বড় দম্ভ করে্য,

ঝুলিয়া পড়িব আমি লম্বা গোঁপ ধরে্য।
ইহা শুনি কহিলেক অন্য চারি জন,
আমরা ধরিব তার চারিটী চরণ।
কহিলেক অন্য জন বড়াই করিয়া,
কাত্ করে্য ফেলে দিব কোমরে ধরিয়া।
যুবক ইন্দুর এক নিকটেতে ছিল,
কাণ মোলে দিব আমি, সে জন কহিল।
কহিলেক অন্য জন বেটা যেন হাতি,
নাক ভেঙ্গে দিব আমি মেরে এক লাতি।
এত শুনি সভাপতি গম্ভীরে কহিল,
বাচালের মত সবে বিস্তর বকিল।
চুপি২ যে সময়ে বিড়াল আসিবে,
বল দেখি, কোন্ ভায়া মেঁওটী ধরিবে?
এত শুনি অধোমুখে রহিল সভাই,
ঘরে বস্যে করা মিছা এমন বড়াই!

রাহা।

সিংহ ও ইন্দুর।

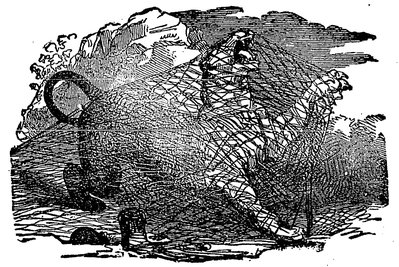

মহারাজ সিংহ আহারাদি করিয়া এক পর্ব্বতের গুহার ভিতরে পরম সুখে নিদ্রা যাইতেছেন। এমন সময়ে এক ইন্দুর দৌড়িয়া যাইতে২ তাঁহার নাসারন্ধ্রের ভিতরে প্রবেশ করিল, নাকের ভিতরে ইন্দুর যাও-

য়াতে সিংহের নিদ্রা ভাঙ্গিল। ইন্দুর ভয়ে জড়সড় হইয়া বাহির হইল। সিংহ তাহাকে দেখিয়া চক্ষু রক্তবর্ণ করিল, দাঁত কড়মড় করিতে লাগিল, এক চড় মারিলেই ইন্দুরের প্রাণ যায়। সিংহের এই ভাব দেখিয়া ইন্দুর যোড় হাতে বলিল, "মহারাজ, আমি না জানিয়া অপরাধ করিয়াছি, আমাকে ক্ষমা করুন! আমি আর কখনও এমন কর্ম্ম করিব না, আমাকে ক্ষমা করুন।" হঠাৎ যাহাদের রাগ হয়, তাহাদের রাগ হঠাৎ পড়িয়াও যায়। ইন্দুরের কথা শুনিয়া সিংহের রাগ পড়িয়া গেল, সিংহ বলিল, "যা, এবার তোকে ছাড়িয়া দিতেছি; খবরদার, আর কখনও এমন কর্ম্ম করিস্ না।" অনন্তর ইন্দুর সিংহের চরণে প্রণাম করিয়া গৃহে গমন করিল। আর মনে২ বলিল, "প্রাণ থাকিতে আর কখনও সিংহের নাকের ভিতর ঢুকিব না।" ইহার কিছু দিন পরে সেই সিংহ এক দিন এক ব্যাধের জালে পড়িল। জাল ছিঁড়িবার চেষ্টা করিল, কিন্তু পারিল না। মৃত্যুর ভয়ে সিংহ অস্থির হইয়া পড়িল। সেই ইন্দুর ইহার নিকটেই ছিল, সিংহের বিপদ দেখিয়া তাহার মনে দয়া হইল, সে গিয়া আস্তে২ জাল কাটিয়া দিল, ও তাহাতে সিংহের প্রাণ বাঁচিল। এই রূপে ইন্দুর পূর্ব্ব প্রাণদাতার প্রাণ বাঁচাইল। অতি সামান্য লোকের উপকার করিলেও এক সময়ে তাহার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায়। সিংহ ও ইন্দুরের উপাখ্যান তাহার প্রমাণ।

বসন্ত কাল।

১

দেখিতে দেখিতে পুনঃ বসন্ত আইল,
বিবিধ কুসুমকলি বাগানে ফুটিল;
মুকুলিত রসালের ডালেতে বসিয়া,
ডাকিছে কোকিল, শুন, থাকিয়া থাকিয়া।

২

নবীন পল্লবরূপ বিচিত্র ভূষণ,
পরিয়াছে অনুরাগে তরুলতাগণ;
সুমন্দ মলয়ানীল আবার বহিল,
কুসুমসৌরভ লুটি আনন্দে ছুটিল।

৩

ঋতুরাজ বসন্তের আগমন হৈলে,
নানা সাজে সাজে ধরা কত কুতুহলে,
যে দিকে নেহারি দেখি উজ্জ্বলতাময়,
নয়নের তৃপ্তিকর এবে সমুদয়।

৪

ঋতুরাজরূপে প্রভু যীশু দয়াময়,
এ মম হৃদয়বনে হও হে উদয়;
তুমি হে তপন, মম মন শতদল,
তুমি হে বসন্ত, মম মন ধরাতল।

৫

বসন্ত পরশে ধরা উজ্জ্বল যেমন,
তব স্পর্শে মম মন হইবে তেমন;
যে মনে বসন্তসম বিরাজ আপনি,
এ ভবে সে মনে আমি ধন্য বল্যে গণি।

রাহা।

চাষা।

১

ছেলেপিলে লয়ে চাষা ক্ষুদ্র কুঁড়ে ঘরে,
মোটা খেয়ে মোটা পর্য্যে সুখে বাস করে,
প্রভাতে উঠিয়া যায় মাঠে আপনার,
খেটেখুটে ঘরে আসে করিতে আহার।

২

গৃহিণী রাঁধিয়া রাখে সুরস ব্যঞ্জন,
যতনে বসিয়া চাষা করয়ে ভোজন;
ছেলেদের ডেকে এনে বসায় যতনে,
যাহা যুটে, তাহা খায়, হরষিত মনে।

৩

স্বামির ভোজন পরে যাহা কিছু রয়,
গৃহিণী ভোজন করে সেই সমুদয়;

ভাল দ্রব্য ঘরে এলে না খেয়ে আপনি,
স্বামীপুত্রে খেতে দেয় সরলা ঘরণী।

৪

হেন পতিব্রতা নারী ঘরে আছে যার,
চাষা হৈয়ে রাজা সেই বুঝিলাম সার;
বিবাদ কলহ কভু নাহি যার ঘরে,
রাজসুখ বাঁধা সেই কুটীর ভিতরে।

৫

কাহারো না ধারে কিছু দীনহীন চাষা,
নাহি জানে লেখা পড়া, নাহি উচ্চ আশা;
নাহি জানে স্বাধীনতা কি বা রূপ ধরে,
সন্তোষে কাটায় দিন প্রফুল্ল অন্তরে।

রাজহংস।

১

আহা, কি সুন্দর পাখী দুধের বরণ,
ঝাঁকে ২ দলে ২, স্বচ্ছ সরোবর জলে,
মরি কিবা কুতুহলে করে সন্তরণ;
আহা, কি সুন্দর পাখী দুধের বরণ!

২

যতনে মীনের ছানা করি আহরণ।
সাঁতারিয়া ঘুরি ২, সন্তোষে উদর পুরি,
তীরে গিয়া বসে পুনঃ বিশ্রাম কারণ,
আহা, কি সুন্দর পাখী দুধের বরণ!

৩

নাহি জানে কোন দুঃখ ভাবনা কেমন,
শ্বেতবর্ণ পক্ষগুলি, ভানুতাপে দেয় খুলি,
আদরে শুকান তাহা প্রখর তপন,
আহা, কি সুন্দর পাখী দুধের বরণ!

৪

পক্ষপুটে চঞ্চুপুট করিয়া স্থাপন,

দাঁড়াইয়া এক পায়, মহাসুখে নিদ্রা যায়,
সুকোমল বিছানায় নাহি প্রয়োজন;
আহা, কি সুন্দর পাখী দুধের বরণ!

৫

সাবধান হবে শিশু, শুনিবে বচন;
রাজহংস সরোবরে, যেই কালে ক্রীড়া করে,
নিদয় হইয়া ঢিল মের না কখন।
আহা, কি সুন্দর পাখী দুধের বরন!

রাহা।

নদী।

১

নিয়ত বহিয়া নদী কলকল স্বরে,
অবশেষে মিলে গিয়া অনন্ত সাগরে;
বার মাস বহে নদী অবিরাম গতি,
দ্রুত চলে নাহি কভু চাহে কারু প্রতি।

২

কালরূপ মহানদী ইহারি মতন।
দিবা নিশি একি ভাবে করিছে গমন;
মিনতি করিলে নাহি থামে ক্ষণ কাল,
বার মাস সম ভাবে চল্যে যায় কাল।

৩

যদিও উভয়ে করে নিয়ত গমন,
তথাপি প্রভেদ কিছু করি নিরীক্ষণ;
বরষার ভরা নদী বহে না বিফলে,
ধরণী উর্ব্বরা হয় সে নদীর জলে।

৪

জ্ঞানবলে বলী যারা সংসারভিতরে,
কালেতে মহৎ কর্ম্ম তারা কত করে;
বিফলে তাদের কাল করে না গমন,
হেমন্তের নদী বহে বিফলে যেমন।

৫

অতএব সাবধানে রবে চিরকাল,
বিফলে না গত হয় যেন তব কাল ;
চল্যে গেলে ফিরে তাহা কভু না পাইবে,
কালেতে মহৎ কর্ম্ম সাধন করিবে।

রাহা।

আদুরে ছেলে।

কোন গৃহস্থের বাটীতে এক দাসী ছিল। এই দাসীর গোপাল নামে একটী তিন বৎসরের ছেলে ছিল। গোপালের মা যখন ঐ গৃহস্থের বাটীতে কর্ম্ম করিতে যাইত, গোপালও সঙ্গে সঙ্গে যাইত। এক দিন প্রাতঃকালে গোপালের মা গৃহস্থদের রকে বসিয়া কোন কার্য্য করিতেছে, এমন সময়ে গোপাল, যুখে যাহা আসিতে লাগিল, তাহা বলিয়া আপনার মাতাতে গালি দিল। গৃহের কর্ত্রী গোপালের ঐ রূপ গালাগালি শ্রবণ করিয়া অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাহার মাতাকে ডাকিয়া কহিলেন, গোপালের মা! তোমার গোপালকে কেমন করিয়া মন্দ কথা মুখে আনিতে দেও? তুমি কি জান না যে, ঈশ্বর এই রূপ কুৎসিত কথা ঘৃণা করেন, এবং যাহারা মন্দ কথা কহে, তাহারা স্বর্গে যাইতে পারিবে না? কর্ত্রীর এই রূপ কথা শুনিয়া দাসী কহিল, মা ঠাক্‌রুন, আমি কি করিব? কর্ত্রী বলিলেন, তোমার গোপালকে ইহার নিমিত্ত শাস্তি দেও এবং "পিতা মাতাকে সম্ভ্রম কর," ঈশ্বরের এই আদেশ তাহাকে শিক্ষা দেও। গোপালের মা কহিল, মা ঠাক্‌রুণ, আমার গোপাল ছেলে মানুষ, কেমন করিয়া এখন আমি তাহার গায়ে হাত তুলি?

এই ঘটনার কিছু দিন পরে গোপাল পথে আর আর মন্দ বালকদিগের সহিত খেলা করিতেছিল। গোপালের মা গোপালকে এই রূপ করিতে দেখিয়া তিরস্কার করিতে লাগিল। গোপাল কিঞ্চিৎ দূরে পলায়ন করিয়া মাতাকে গালি দিতে লাগিল। কর্ত্রী গোপালের এই রূপ আচরণ দেখিয়া আর এক দিন তাহার মাতাকে ডাকিয়া কহিলেন, দেখ, গোপালের মা, যদি তুমি এখনহইতে তোমার ছেলেকে শাসন না কর, তাহা হইলে কিছু দিন পরে সে বড় মন্দ বালক হইয়া উঠিবে। গোপালের মা কহিল, মা ঠাক্‌রুন, আমার গোপালের এখন বয়স কি? উহার গায়ে আমি কেমন করিয়া হাত দি?

গোপালের যখন সাত বৎসর বয়স, এমন সময়ে এক দিন কর্ত্রী গোপালের মাতাকে পুনরায় ডাকিয়া কহিলেন, গোপালের মা, তোমার গোপাল দিনদিন মন্দ হইতেছে দেখিয়া আমার বড় দুঃখ হইতেছে, তোমার গোপালকে কালি সঙ্গে করিয়া আনিও, আমি তাহাকে পাঠশালায় গুরুমহাশয়ের নিকট পাঠাইয়া দিব। পর দিন প্রাতঃকালে যখন গোপালের মা গৃহস্থের বাটীতে আইসে, তখন গোপালকে সঙ্গে করিয়া আনয়ন করে নাই দেখিয়া, কর্ত্রী জিজ্ঞাসা করিলেন, কি, গোপালের মা, তোমার গোপাল কোথায়, আজি তাহাকে কেন সঙ্গে করিয়া আন নাই? গোপালের মা কহিল, মা ঠাক্‌রুন, গোপালের কাপড় বড় ময়লা ছিল, আমি তাহাকে কালি ভাল কাপড় পরাইয়া আনিব। পরদিন প্রাতঃকালে গোপালের মা গোপালকে সঙ্গে করিয়া আনে নাই দেখিয়া, বাটীর কর্ত্রী তাহাকে কহিলেন, কি, গোপালের মা! আজি তোমার গোপালের কি হইয়াছে?

গোপালের মাতা কহিল, মা ঠাক্‌রুন, আমার গোপালের পায়ে বড় বেদনা হইয়াছে, সে আজি ভাল করিয়া পা পাতিতে পারে না। এই রূপে গৃহের কর্ত্রী যত বার গোপালের কথা জিজ্ঞাসা করিলেন, গোপালের মা, আজি আমার গোপালের অসুখ হইয়াছে, আজি তাহার মাথা ধরিয়াছে প্রভৃতি ওজর করিয়া ফাঁকি দিতে লাগিল। এই রূপে কয়েক দিন গত হইলে, এক দিন কর্ত্রী গোপালের মাকে কহিলেন, তুমি রোজ রোজ বৃথা ওজর করিয়া আমাকে ফাঁকি দেও কেন? তুমি যদি সত্য কথা না কহ, তাহা হইলে আমি তোমাকে কর্ম্মহইতে ছাড়াইয়া দিব। এই কথা শুনিয়া তাহার মনে বড় ভয় হইল; তখন সে কহিল, মা ঠাক্‌রুন, গোপাল আসিতে চাহে না। কর্ত্রী দাসীর এই কথা শুনিয়া কহিলেন, যদি গোপাল আসিতে না চাহে, তাহাকে কেন জোর করিয়া আন নাই? গোপালের মা কহিল, মা ঠাক্‌রুন, গোপালকে আমার সঙ্গে আনিতে বিস্তর চেষ্টা করিয়াছি, কিন্তু তাহার সঙ্গে জোরে আমি পারি না। এই রূপ কথা শুনিয়া কর্ত্রী তাহাকে অনেক তিরস্কার করিয়া কহিলেন, প্রথমে যখন আমি গোপালকে দমন করিতে তোমাকে কহি, তখন তুমি বলিয়াছিলে, আমার গোপাল এখন ছেলে মানুষ, এখন আমি কেমন করিয়া তাহাকে দমন করি? আজি তুমি কহিতেছ,

আমি গোপালের সঙ্গে জোরে পারি না, তাহাকে কেমন করিয়া শাসন করি। ইহাতে স্পষ্ট দেখা যাইতেছে যে, উপযুক্ত সময়ে সন্তানদিগকে শাসন না করিলে শাসনের সময় আর কখন পাওয়া যায় না।

কর্ত্রী দাসীকে এই রূপে ভর্ৎসনা করিয়া গোপালকে ধরিয়া আনিবার নিমিত্তে এক জন দাসকে পাঠাইয়া দিলেন। ঐ দাস গোপালকে আনিয়া কর্ত্রীর নিকট উপস্থিত করিল। কর্ত্রী গুরুমহাশয়কে ডাকাইয়া কহিলেন, মহাশয়! আমাদের এই ছেলেটীকে আপনার পাঠশালায় লইয়া যাউন। গুরু মহাশয় কর্ত্রীকে খুশি করিবার নিমিত্ত গোপালকে লেখা পড়া শিখাইবার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিলেন, কিন্তু গোপাল প্রথমে কথার অবাধ্য হইতে লাগিল। গুরুমহাশয় আর কিছু দিন দেখিয়া তাহাকে তাহার মাতার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। গোপাল বাটীতে থাকিয়া আরও মন্দ হইতে লাগিল। সে এক দিন তাহার মাতার গহনা ও কয়েকটী টাকা চুরি করিয়া কয়েক জন দুষ্ট বালকের সহিত একখানি নৌকা চড়িয়া কোন স্থানে পলায়ন করিতেছিল, তাহাতে নৌকা ডুবিয়া যাওয়াতে গোপালের মৃত্যু হয়।

গোপালের মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া গোপালের মাতার মনে বড় দুঃখ হয়। তাহার পর সে এক দিন কর্ত্রীকে কহে, মা ঠাক্‌রুন, যদি আমি আপনার কথা শুনিয়া প্রথমহইতে গোপালকে শাসন করিতাম, তাহা হইলে সে কখন এত অবাধ্য হইত না।

এমন অনেক পিতা মাতা আছেন, যাঁহারা আপনাদিগের পুত্রদিগকে আদর দিয়া নষ্ট করিয়া থাকেন। শৈশবকালে পুত্রদিগকে আদর দিলে তাহারা অবাধ্য হয়। যদি শৈশবকালে পুত্রদিগকে শাসন না করা যায়, তাহা হইলে যখন তাহারা বড় হইয়া উঠে, তখন শাসন করা কঠিন হয়।

স্বর্গে আমাদিগের এক জন পিতা আছেন, সকলে তাঁহার অবাধ্য হইয়াছে। আমাদের পাপ প্রযুক্ত আমরা তাঁহার নিকট যাইবার যোগ্য নহি, তথাপি তিনি দয়া করিয়া আপনার পুত্র যীশুকে আমাদিগের পরিত্রাণের নিমিত্ত দান করিয়াছেন। যীশু সকল পাপীর নিমিত্ত আপনার ইচ্ছাতে নিজ প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন; এক্ষণে যে কেহ তাঁহার নামে পাপের ক্ষমা প্রার্থনা করিবে, সে অবশ্যই ক্ষমা পাইবে। ঈশ্বর সকলকে ডাকিতেছেন। আইস, আমরা পাপ স্বীকার পূর্ব্বক যীশুতে বিশ্বাস করিয়া তাঁহার নিকট গমন করি, তাহা হইলে তিনি আমাদিগের পাপ

ক্ষমা করিবেন, এবং পবিত্র আত্মাদ্বারা আমাদিগের মন শুদ্ধ করিয়া, তাঁহার সহিত চিরকাল বাস করিতে স্বর্গে লইয়া যাইবেন।

শশীভূষণ মুখ্যোপাধ্যায়।

ও গাছটা কেটে ফেল।

এক জন বড় মানুষের এক বাগান ছিল, বাগানে আম, জাম, নারিকেল, তাল, তমাল, তেঁতুল প্রভৃতি নানাবিধ বৃক্ষ ছিল; কয়েক জন মালি সর্ব্বদা বাগানে থাকিয়া কর্ম্ম করিত। শীতকালে গাছের গোড়ায় দু বেলা জল দিত, জঙ্গল পরিষ্কার করিত, আর সকল গাছেই সার দিত।

বাগানের কর্ত্তা মধ্যে মধ্যে আরাম করিবার জন্য বাগানে যাইতেন, এবং বাগানের চারিদিগে ঘুরিয়া ঘুরিয়া তদারক করিতেন।

বাগানের কর্ত্তা যত্ন করিয়া একটী বারোমেসে আমের কলম আনিয়া এই বাগানে রোপণ করিলেন। প্রধান মালিকে সেই গাছটীর বিশেষ যত্ন করিতে বলিয়া দিলেন। মালির যত্নে গাছটী বিলক্ষণ বাড়িয়া উঠিল, ডাল পালা হইল; কিন্তু এক বৎসর গত হয়, ফল ধরে না। কর্ত্তা এক বার যাইয়া দেখিয়া বলিলেন, "মালি, এতে ত ফল হচ্ছে না, তবে আর একে রেখে লাভ কি?" মালি কহিল, "ফল হইবার এখনও সময় আছে, আর এক বৎসর অপেক্ষা করুন, আমি ওতে সার দিব, তা হৈলে ফল হৈতে পারে।" মালি আপনার কথামত কাজ করিল। গাছের গোড়ায় বিস্তর সার দিল—জল দিল। কিন্তু আর এক বৎসর গত হয়, ফল কৈ? বাগানের কর্ত্তা আবার আসিয়া দেখিয়া ফল না পাওয়াতে অসন্তুষ্ট হইলেন, এবং মালিকে বলিলেন, "আর কেন? গাছটা, কেটে ফেল, মিছে কেন ওটা স্থান যুড়ে থাকে।" মালি এবারেও বলিল, "মহাশয়, আর এক বৎসর অপেক্ষা করুন, আরো সার দি, তা হৈলে ফল হৈতে পারে।"

মালি আবার সার দিল, রোজ দু বেলা করিয়া জল দিল। কিন্তু ফল কৈ? আর এক বৎসর গত হয়, কর্ত্তার আসিবার সময় হইল; ফল কৈ? বারোমেসে আমের কলম, বারোমাস ফল হবে, তা এক বারও হৈল না; কর্ত্তা আসিয়া এবারও যে নিরাশ হবেন! মালি এই রূপ ভাবিতেছে, এমন সময়ে কর্ত্তা আইলেন, সেই গাছটীর নিকটে গেলেন; দেখেন, তাহাতে ফল নাই। মালিকে কহিলেন, "আমি আর এ গাছটা

বাগানে রাখিব না, এটা এখনই কেটে ফেল।" মালি কাটিয়া ফেলিল, সুতরাং গাছটী অগ্নিতে পুড়িয়া ভস্ম হইবার যোগ্য হইল।

পাঠক, এ সংসার একটী বাগান। কার্ বাগান? ঈশ্বরের। তুমি আমি এ বাগানের গাছ। সামান্য গাছ নয়, বারোমেসে আমের গাছ। এ বাগানে শাল, সুন্দর, ভেরাণ্ডা প্রভৃতি অনেক গাছ আছে, কিন্তু তুমি আমিই সকলের অপেক্ষা ভাল গাছ। বাগানের কর্ত্তা তোমার আমার নিকট অধিক ফল প্রত্যাশা করেন। এক বার দু বার নয়, বারোমাস ফল চাহেন। তোমাতে কি ফল ফলেছে? আমি ত কিছুই দেখিতে পাই না।

তোমাতে কোন ফল ফলে নাই? বাগানের কর্ত্তা (ঈশ্বর) আসিয়া তোমাতে কোন ফল না দেখিয়া মালিকে (ধর্ম্মপ্রচারকেরাই মালি) বলিবেন, "ও গাছটা রেখে কাজ্ কি?" মালি বলিবেন, "প্রভো, আর কিছু দিন অপেক্ষা করুন, আমি আরো সার দিব, তাহাতে ফল ফলিতে পারে।"

পাঠক, এ সংসাররূপ বাগানের ধর্ম্মপ্রচারকরূপ মালিরা তোমাতে অনেক সার দিয়াছেন, জল দিয়াছেন, কিন্তু তোমাতে আজও কোন ফল ফলে নাই। ফল না ফলিলে যে কি দশা হয়, তাহা প্রথম গল্পে শুনিয়াছ। সাবধান, এই বেলা ফলবান হইতে চেষ্টা কর, নতুবা অনন্ত অগ্নিতে দগ্ধ হইতে হইবে।

দুই পথিক ও ভল্লুক।

অরণ্যের পথ দিয়া বন্ধু দুই জন,
কথায় বার্ত্তায় ধীরে করিছে গমন;
তার পরে কিছু দূরে যাইতে যাইতে,
সম্মুখে ভল্লুক এক পাইল দেখিতে।
ভল্লুক দেখিয়া ভয়ে বন্ধু এক জন,
বৃক্ষেতে উঠিল ব্যস্তে বাঁচাতে জীবন;
কি হবে বন্ধুর দশা কিছু না ভাবিল,
বাঁচায়ে নিজের প্রাণ সন্তুষ্ট হইল।
অন্য বন্ধু মনে২ করিল বিচার,
একাকী ইহার সঙ্গে যুদ্ধ করা ভার;

ভল্লুকে না ছোঁয় মরা ইহা জানা ছিল,
মরার মতন তাই পড়িয়া রহিল।
ভল্লুক নিকটে আসি শুকি নাক কাণ,
মরা ভেবে তারে ছেড়ে করিল প্রয়াণ;
অন্য বন্ধু নেমে এসে বন্ধুরে কহিল?
"ভল্লুক তোমার কাণে কি কথা কহিল?"
"যে বন্ধু বিপত্তিকালে করে পলায়ন,
তাহারে বিশ্বাস তুমি করো না কখন;
বনপশু মম কাণে সদয় হইয়া,
এই উপদেশ বাক্য গিয়াছে বলিয়া।"

রাহা।

মন্দ টাকা।

এক জন কুলী জনৈক দুষ্ট এবং নিষ্ঠুর মনিবের ভৃত্য হইয়াছিল। মনিব তাহাকে এমন কঠিন এবং নির্দ্দয় কর্ম্ম করিতে দিয়াছিল যে, ভৃত্য অতি অল্প দিনের মধ্যে অতিশয় পীড়িত হইয়া পড়িল। এক দিন মনিব ভৃত্যকে একটী টাকা দিয়া কোন স্থানে প্রেরণ করিয়াছিল। ভৃত্য মনিবের টাকাটী হস্তে করিয়া বাজারে এক দোকানির নিকট গমন করিল। দোকানী টাকাটী দেখিয়া কহিল, "এ মন্দ টাকা লইয়া আমি তোমাকে কোন জিনিষ দিতে পারি না।" ক্ষুধা, দুর্ব্বলতা, দরিদ্রতা, এবং দুঃখ পীড়িত কুলীর নিকটে এক কালে উপস্থিত হওয়াতে সে তথায় পড়িয়া পরলোক গমন করিল।

এই বৃত্তান্তহইতে আমরা যথেষ্ট উপদেশ প্রাপ্ত হইতে পারি। উপরে যে ভাল এবং মন্দ টাকার কথা উল্লেখ করা গেল, উহা ভাল এবং মন্দ ধর্ম্ম। কেহ কেহ বলেন, "আমরা যাহা বিশ্বাস করি, তাহাতেই আমাদিগের পরিত্রাণ হইবে।" এই রূপ বিশ্বাস নিতান্ত ভ্রমজনক। ইহাতে আমি বলি, তুমি যাহা বিশ্বাস করিয়াছ, তাহা ভাল কি মন্দ? তুমি ভাল বলিয়া বিশ্বাস কর, এই জন্য কি উহা ভাল হইবে? উক্ত কুলী টাকাটী ভাল বোধ করিয়া দোকানির নিকট আনিয়াছিল, এই জন্য কি দোকানী তাহা লইয়াছিল?

যে নিষ্ঠুর মনিব আপন ভৃত্যকে মন্দ টাকা দিয়াছিল, সে কে? সে

শয়তান; এই দুষ্টাত্মা পরমেশ্বরকে ঘৃণা করে, এবং মনুষ্যদিগকে পাপপথে লওয়ায়।

শয়তান মনুষ্যদিগকে ঈশ্বরহইতে ফিরাইয়া আনিয়া মনুষ্যের দ্বারা আপনি পূজিত হইয়া থাকে। এবং সেই মনুষ্যেরাও শয়তানকৃত ভ্রান্তিতে পতিত হইয়া তাহাকে পূজা করিতে কিছুমাত্র সংকুচিত হয় না। সাধারণতঃ অনেক মনুষ্য অন্য নামেও শয়তানকে পূজা করিয়া থাকে। যখন কেহ শিব কিম্বা বিষ্ণুর নিকট প্রণাম করে, তখন সে কি সত্য ঈশ্বরের পূজা করে? যিনি সত্য পরমেশ্বর, তিনি নিখুঁত ও পবিত্র। কিন্তু বিষ্ণু ও শিব শাস্ত্রানুসারে সম্পূর্ণরূপে অপবিত্র, তবে কেমন করিয়া তাঁহারা সত্য পরমেশ্বর হইবেন? যে মনুষ্য বিষ্ণুর ও শিবের পূজা করে, সে ঐ কুলীর ন্যায় মন্দ টাকা বেতন পাইবে।

যাহারা মন্দ ধর্ম্মাবলম্বী হয়, তাহাদের কি দুঃখ! যখন তাহারা মরিবে, এবং পরমেশ্বরের সিংহাসনের নিকট উপস্থিত হইবে, তখন নিশ্চয় এই কথা বলিবে, "আমরা সৃষ্টিকর্ত্তা ও মহান্ ঈশ্বরের পরিবর্ত্তে অসত্য ঈশ্বরের পূজা করিয়াছি।" পরমেশ্বর ইহাদিগকে নিশ্চয়ই অত্যন্ত শাস্তি প্রদান করিবেন।

সত্য শাস্ত্র বলে, "ঈশ্বর জগতের প্রতি এমন প্রেম করিলেন যে, আপনার একমাত্র জাত পুত্রকে প্রদান করিলেন, যেন তাঁহাতে বিশ্বাসকারী প্রত্যেক জন বিনষ্ট না হইয়া অনন্ত জীবন পায়।" (যোহন ৩; ১৬।)

শয়তান প্রতিজ্ঞা করিয়াছে যে, সে আপন লোকদিগকে পৃথিবীস্থ নানা প্রকার আনন্দের ভাগী করিবে। এবং সর্ব্বশেষে তাহারা অনন্ত নরকের ভাগীও হইবে। কিন্তু এই শয়তান অপেক্ষা এক জন উত্তম প্রভু আছেন। তিনি কে? ঈশ্বর। "পাপের বেতন মৃত্যু।" কিন্তু আমাদের এমন কোন ধার্ম্মিকতা নাই, যাহার দ্বারা আমরা পরিত্রাণ পাইতে পারি। ঈশ্বরের পুত্র প্রভু যীশু খ্রীষ্ট পাপের বেতন দান এবং পরমেশ্বরের সমস্ত পবিত্র বিধি পালন করিয়া গিয়াছেন। যে কেহ যীশু খ্রীষ্টের নাম লইয়া পিতা ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত হয়, সেই পাপের ক্ষমা এবং অনন্ত জীবন প্রাপ্ত হইয়া থাকে। অদ্যহইতে তোমরা সেই যীশু খ্রীষ্টকে সেবা করিতে মনস্থ কর।

পরদানসিন্দা।

মুসলমানদিগের আসিবার পূর্ব্বে যে আমাদিগের দেশে পরদানসিন্দা বা অন্তঃপুরপ্রণালী ছিল, আমাদের এরূপ বোধ হয় না। কেননা রামায়ণে পাঠ করা যায়, সীতা রামের বাম পার্শ্বে সিংহাসনে বসিতেন। সিংহাসন কিছু অন্দর বাড়ীতে ছিল না। ও তাঁহারা যখন দু জনে সিংহাসনে বসিতেন, তখন সে গৃহের দ্বার রুদ্ধ করিয়া দিতেন না; রাজমন্ত্রী, অন্যান্য রাজকর্ম্মচারী, ও ভ্রাতৃগণ তথায় উপস্থিত থাকিতেন। অতএব পরদানসিন্দা ছিল না। আরও, আমরা ভবভূতির উত্তরচরিতনাটকে পাঠ করি, বাল্মীকির আশ্রমে তৎপ্রণীত রামায়ণ নাটকের অভিনয়কালে কৌশল্যা প্রভৃতি রামের আত্মীয়গণ, অন্যান্য জানপদবর্গ ও মুনিকন্যাগণ অভিনয় দর্শনার্থ সমাগত হইয়াছিলেন। লক্ষ্মণ সকলকে যথা স্থানে বসাইয়াছিলেন। আবার এই নাটকে বশিষ্ঠ প্রভৃতি মুনিগণের সহিত কৌশল্যা প্রভৃতির কথোপকথন বর্ণিত আছে। ইহাতে বোধ হয়, তৎকালে পরদানসিন্দা প্রণালী ছিল না। ভদ্র লোকের স্ত্রীরা ভদ্র লোকের সাক্ষাতে বাহির হইতেন ও কথাবার্ত্তা করিতেন।

মহাভারতেও পরদানসিন্দার পরিচয় পাই না। আজি কালিকার মতন সামাজিক নিয়ম প্রচলিত থাকিলে ধৃতরাষ্ট্র পাণ্ডুপত্নী কুন্তীর সহিত কথা কহিতেন না। তৎকালেও স্ত্রী লোকেরা রাজসভায় বাহির হইতেন।

এ রীতি আমরা মুসলমানদিগের নিকটহইতে নকল করিয়াছি। মুসলমানেরা চিরকালই হেঙ্গাম হুজ্জুত লইয়া আছে। সর্ব্বদাই মারামারি কাটাকাটি করে।

এই জন্য উহাদিগকে আপনাদের দেশেও স্ত্রীজাতিকে লুকাইয়া রাখিতে হইত, অন্যথা তাই লইয়া কাটাকাটি উপস্থিত হইত। সেই জাতি আমাদের দেশের রাজা হইল। ভয়ানক দৌরাত্ম্য আরম্ভ করিল। বাদশার জাতি বলিয়া সামান্য মুসলমানেরাও হিন্দুদিগকে ঘৃণা করিত। হিন্দুদিগের স্ত্রীপরিবারদিগকে লুকাইয়া রাখা আবশ্যক হইল। অতএব মুসলমানের অত্যাচারভয়েই হউক, অথবা আমরা নকল করিতে বিলক্ষণ পটু বলিয়াই হউক, ফলতঃ মুসলমানদিগের সময়ে আমাদিগের দেশে পরদানসিন্দা বা অন্তঃপুরপ্রণালী প্রচলিত হইয়াছে। মুসলমানেরা পূর্ব্বে পশ্চিম দেশে ছিল। সে দেশে বিশেষতঃ আরব দেশে

আমাদের দেশের ন্যায় গাড়ী বা পাল্কী নাই। সে দেশে উষ্ট্রে

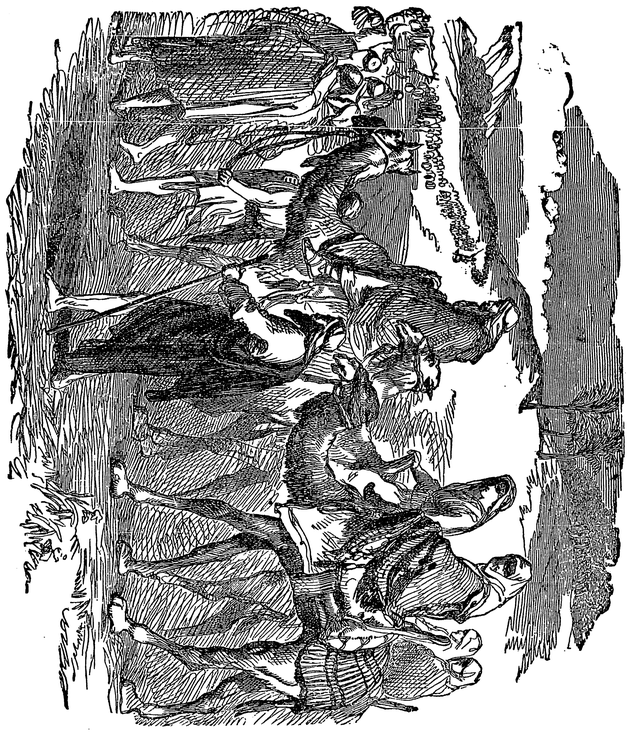

চড়িয়া যাতায়াত করিতে হয়। স্ত্রীলোকেরাও উষ্ট্রে চড়িয়া যায়। স্ত্রী-লোকেরা এমন করিয়া উষ্ট্রে বসে যে, কোন মতে মুখ দেখিবার যো নাই।

———

জননী।

১

দয়ার মূরতি মাতা ঘরে যার,
এ জগৎ তার পক্ষে চির অন্ধকার;
কে দেয় যতনে তারে সময়ে খাবার,
আদরে মুছায়ে মুখ কেবা দেয় তার?

২

মা মা বল্যে মাকে যবে করি সম্বোধন,
আনন্দসাগরে ভাসে জননীর মন;
অমনি জননী আসি আদরে, যতনে
তোষেন আমার মন মধুর চুম্বনে।

৩

পাঠশালাহৈতে ঘরে যবে ফিরে যাই,
কত যে সুখাদ্য আমি খাইবারে পাই;
জননী যদ্যপি নাহি থাকিতেন ঘরে,
কে দিত খাবার মোরে এ হেন আদরে?

৪

পীড়িত হইলে বসি শিয়রে আমার,
করেন জননী মম কত প্রতীকার;
মম আরোগ্যের তরে সকরুণ স্বরে,
করেন প্রার্থনা তিনি ঈশ্বরগোচরে।

৫

কেমনে জগতে যীশু লভিলা জনন,
কেমনে পাপীর তরে সহিলা মরণ;
বলেন এ সব মাতা মধুর বচনে,
প্রার্থনা করিতে শিক্ষা দেন সযতনে।

রাহা।

———

এদন উদ্যান।

১

হায় রে, ভাঙ্গিল কেন নিশার স্বপন,
হেন মনোহর ঠাঁই, নেত্রে কভু দেখি নাই,

স্বপনে হেরিল যাহা এ পাপ নয়ন,
ভূতলে অতুল এই এদন কানন।

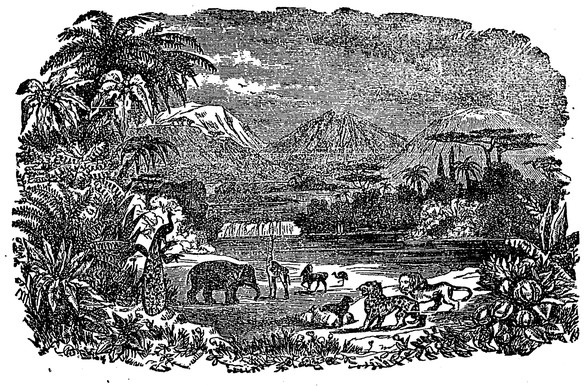

২

দেখিনু রমণী এক প্রকৃতির ছবি,
বনদেবী যথা বনে, অথবা শচী নন্দনে;
বসিয়া বকুলতলে—অপ্রখর রবি।
রসালের ডালে দোলে পুষ্পিতা মাধবী।

৩

দেখিনু পুরুষ এক প্রফুল্ল বদনে,
প্রিয়াসহ তান ধর‍্যে, পরমেশে স্তুতি করে,
পিক পিকবধূ যথা বসন্তাগমনে,
গাহে রে মহেশগুণ বিজন কাননে!

৪

ময়ূর ময়ূরী বসি তমালশাখায়,
হরিণ হরিণীগণে, করী করিবধূসনে;
ক্রীড়া করি মনোসুখে কাননে বেড়ায়,
নরদম্পতীর সুখে সখী সমুদায়।

৫

নাহি হিংসা নাহি দ্বেষ এ ক্ষুদ্র ভবনে,
করিসহ খেলে হরি, হরিণের গলা ধরি,
শার্দ্দূল শৃগাল নাচে আনন্দিত মনে।
আর কি এমন ঠাঁই দেখিব স্বপনে?

রাহা।

সুখী পরিবার।

যে গৃহে দাম্পত্য প্রেম আছে, সেই গৃহেই সুখ। যে স্বামী স্ত্রীতে অকৃত্রিম ভাল বাসা, সেই দম্পতী সুখী। আর সেই দম্পতীর প্রতি ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ বর্ত্তে। এ স্থলে আমরা একটী ক্ষুদ্র পরিবারের প্রতিকৃতি প্রকাশ করিলাম। দেখিতেছ, পিতা সারা দিন পরিশ্রম করিয়া গৃহে আসিয়াছেন, ছেলেটী মায়ের কাছে মাদুরে বসিয়া খেলা করিতেছিল, পিতাকে দেখিয়া দৌড়িয়া তাঁহার কোলে গিয়া উঠিল। গৃহিণীও হৃষ্টমনে

স্বামির পার্শ্বে যাইয়া বসিলেন। উভয়ে ছেলেটীকে লইয়া আনন্দ করিতে লাগিলেন। গৃহিণীর প্রেমময়ী মূর্ত্তি দর্শনে ও ছেলের আধ২ কথা শ্রবণে, পিতা সমস্ত দিনের পরিশ্রম ভুলিয়া গেলেন। ইহার পরে গৃহিণী স্বামিকে হাত পা ধুইবার জন্য জল আনিয়া দিবেন। স্বামী মুখ হাত

ধুইয়া একটু বিশ্রাম করিবেন। তাহার পরে ছেলেটীকে সঙ্গে করিয়া আহারে বসিবেন। গৃহিণী কত যত্নে পরিবেষণ করিবেন। সকলের আহার হইয়া গেলে শয্যায় যাইবার পূর্ব্বে প্রার্থনা হইবে। স্বামী ধর্ম্ম-পুস্তক পাঠ করিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিবেন। ছেলেটী মায়ের কোলে মস্তক রাখিয়া প্রার্থনা শুনিবে। মাতা, অবকাশ সময় পাড়া প্রতিবাসিনীর সহিত গল্প বা ঝগড়া করিয়া না কাটাইয়া, আপনার ছেলেটীকে দশ আজ্ঞা, প্রভুর প্রার্থনা প্রভৃতি মুখস্থ করান। আর আপনিও পড়া শুনা করেন, স্বামির ও ছেলের জন্য কাপড় সেলাই করেন। কেমন সুখী পরিবার! এই রূপ পরিবারকে ঈশ্বর আশীর্ব্বাদ করেন।

পশু পক্ষীর নামকরণ।

বল দেখি, আমরা বিড়ালকে বিড়াল, কুকুরকে কুকুর, কোকিলকে কোকিল, হাঁসকে হাঁস, মৎস্যকে মৎস্য বলি কেন? উহাদের এ নাম কে রাখিল? ছেলে হইলে নিয়মিত সময়ে তাহার নামকরণ করিতে হয়।

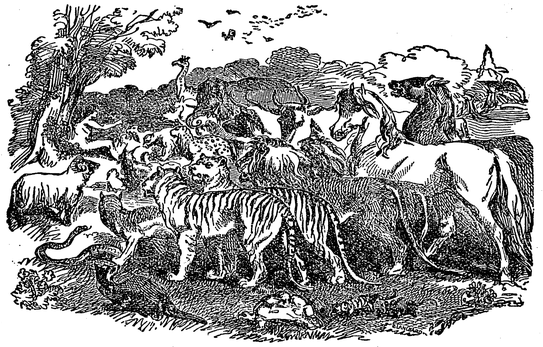

প্রত্যেক গ্রামের, প্রত্যেক মাঠের, প্রত্যেক নদীর, প্রত্যেক পর্ব্বতের আমরা ভিন্ন২ নাম দিয়াছি; পশু পক্ষ্যাদিরও নাম আছে। এ জগতে

অসংখ্য পশু পক্ষী আছে। তাহাদের আকৃতি পরস্পর ভিন্ন। তাহাদের নামও ভিন্ন ভিন্ন। তাহাদের এই ভিন্ন ভিন্ন নাম কে রাখিল?

ঈশ্বর প্রথমে এক মনুষ্যকে পশু সমস্তের কর্ত্তা করিয়া সৃষ্টি করেন। তাঁহার নাম আদম। ঈশ্বর তাঁহাকে এদন নামক এক বাগানে রাখেন। সে বড় সুন্দর বাগান ছিল। তিনি সেই বাগানে থাকিয়া এই সকল সৃষ্ট প্রাণীর নামকরণ করেন। তিনি যাহাকে যে নাম দিয়াছিলেন, আমরা তাহাকে সেই নামে ডাকি।

আদম সে বাগানে একা ছিলেন না। ঈশ্বর হবা নাম্নী এক রমণীকে সৃষ্টি করিয়া, তাঁহার স্ত্রী করেন। এই হবা সাপের ছলনায় নিষিদ্ধ বৃক্ষের ফল পাড়িয়া খাওয়াতে জগতে পাপ আসিয়াছে। এই জন্য আমরা পাপী। কিন্তু যেমন প্রথম আদমহইতে জগতে পাপ আইসে, তেমনি দ্বিতীয় আদম যীশু আসিয়া আমাদের পাপহইতে উদ্ধারের উপায় করেন। যে ব্যক্তি যীশুতে বিশ্বাস করে, সে পাপহইতে মুক্ত হয়।

কৃষক ও সারস।

পাকিয়াছে ক্ষেত্রে ধান্য সোণার বরণ,
হেরি হরষিত বড় কৃষকের মন;
কিন্তু প্রতিদিন আসি বক পালে পাল,
নষ্ট করে পাকা ধান বিষম জঞ্জাল।
ধরিতে তাদের চাষা পাতিলেক জাল,
পড়িল তাহাতে আসি বক এক পাল;
নিরীহ সারস এক তাহাদের সাতে,
পড়িল বিষম জালে না পারে পলাতে।
কহিল সারস পরে সম্বোধি চাষারে,
"পায় ধরি, কৃপা করি ছাড়হ আমারে;
নহি আমি বক তব শস্য নষ্টকারী,
সারস আমার নাম—চিরধর্ম্মাচারী।
মাতা পিতা উভয়েরে সেবি সযতনে,
মিষ্ট ভাষে তুষ্ট করি মম গুরু জনে;

করি না কাহারো কভু শস্য অপচয়,
অতএব ছাড় মোরে হইয়া সদয়।”
সারসের কথা শুনি কহিল কৃষক,
“ চিনেছি সারস তুমি, নহ বটে বক;
দোষিদের সঙ্গে ধরা পড়িয়াছ যবে,
তাহাদের সঙ্গে শাস্তি ভুগিতেই হবে।”

রাহা।

জামাই বাবু।

ফ্রান্সিস কোম্পানীর যুস্‌সদ্দি বাবু কমলাকান্ত দত্ত বঙ্গজ কায়স্থ। বিষয় যথেষ্ট। কলিকাতায় দশ বারো খানা ভাড়াটীয়া বাটী, তাহাতে মাসে হাজার বারো শত টাকা আয়, তদ্ব্যতীত যুস্‌সদ্দিগিরি কর্ম্মেও দুই হাজার টাকার অধিক উপার্জ্জন হইয়া থাকে; আবার দেশে যে জমিদারী আছে, তাহাতে বার্ষিক পঁচিশ হাজার টাকা লাভ। কমলাকান্ত বাবুর জন্মস্থান পাবনা জিলায়, কিন্তু তিনি সর্ব্বদা কলিকাতায় বাস করেন।

কমলাকান্ত বাবুর দুটী পুত্র, একটী কন্যা। পুত্র দুটী বিলক্ষণ লেখাপড়া শিখিতেছে। কন্যাটীর নাম হরকালী। হরকালীর বিবাহ হইয়াছে। বঙ্গজ কায়স্থদের অনেক কুলীন টাকিতে বাস করেন। টাকির রামশঙ্কর ঘোষের পুত্র বেণীমাধবের সঙ্গে হরকালীর বিবাহ হইয়াছে। রামশঙ্কর ঘোষ কুলীন বটে, কিন্তু লেখাপড়া জানেন না। গুটি কত কন্যা ছিল, তাহাদের বিবাহ দিয়া যে টাকা পাইয়াছিলেন, তাহাতে এত কাল সংসার চালাইয়াছেন। কন্যা বিক্রয় করিয়া যে টাকা পাওয়া যায়, তাহা অধিক কাল থাকে না; এখন জামাতাদিগের সাহায্যে জীবন ধারণ করেন। বেণীমাধব বাল্যকালে এক ভগিনীপতির বাসায় থাকিয়া লেখাপড়া করিত, কিন্তু তাহার কিছু হইল না। সে ভগিনীর আদরে পরম সুখে থাকিত—ভাল ২ জিনিস খাইত, রাত্রি আটা বাজিলে ঘুমাইত, প্রাতঃকালে আটা বাজিলে উঠিত। সুতরাং পড়িবে কখন্? তিন চারি বৎসর রহিল, কিছু না হওয়াতে ভগিনীপতি বিদায় করিয়া দিলেন, বলিলেন, “ভগিনীপতির অন্ন ধ্বংস করিলে বিদ্যা হয় না।” ইহার পরে বেণীমাধবের বিবাহ হইল।

কমলাকান্ত বাবুর কন্যা হরকালী পরমা সুন্দরী। বাঙ্গালা লেখাপড়া বিলক্ষণ জানে। কুলীনসন্তান বলিয়া বেণীমাধবের সঙ্গে তাহার বিবাহ দেওয়া হইল। কমলাকান্ত বাবু কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতাকে আপনার নিকটে রাখিলেন। আজি দুই বৎসর হইল, হরকালীর বিবাহ হইয়াছে। হরকালীর বয়ঃক্রম এক্ষণে দ্বাদশ বৎসর। আর বেণীর বয়ঃক্রম সতের বৎসর।

বিবাহের মাস ছয়েক পরে বেণীকে হিন্দু স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হইল। ভগিনীপতির বাটীতে বেণীকে পদব্রজে স্কুলে যাইতে হইত, এক্ষণে বেণী গাড়ী চড়িয়া স্কুলে যায়। সেখানে ভগিনীর আদর, এখানে শাশুড়ীর আদর। সেখানে বাড়ীর কর্ত্তার শ্যালক, এখানে জামাই। সেখানে ভৃত্যেরা শালা বাবু বলিত, এখানে জামাই বাবু বলে। শ্বশুর বাড়ীতে বেণীর অধিক সুখ হইল।

কিন্তু বেণীর লেখাপড়া হইতেছে না। বেণী স্কুলে যায়, মাষ্টারের কাছে বাড়ীতে বসিয়া থাকে, কিন্তু পড়া হয় না। বুদ্ধি আছে, মনোযোগ নাই, যত্ন নাই। বেণী স্কুলহইতে আসিলে বরাবর বাড়ীর ভিতরে যায়, ষোড়শোপচারে জলযোগ করে; পান খাইয়া ঠোঁট লাল করিয়া কোঁচার মুটো হাতে করিয়া বাহির বাড়ীতে আসে। আর পুস্তক স্পর্শ করে না। সন্ধ্যার পরে বেণী সকলের সঙ্গে আহার করিবার জন্য অন্তঃপুরে যায়, সকলে আহার করিয়া বাহির বাড়ীতে যায়, বেণী শয়নগৃহে প্রবেশ করিয়া পান তামাকু সেবন করিতে২ চৌদ্দ পোয়া হইয়া বিছানায় পড়ে। আর প্রাতঃকালে আটা না বাজিলে কর্ত্তার ঘুম ভাঙ্গে না। ইহাতে কি পড়া শুনা হইয়া থাকে?

কমলাকান্ত বাবু এ সকল জানিতেন। জানিয়া দুঃখিত হইতেন। এক দিন তিনি আহারান্তে বেণীকে ডাকাইয়া বিস্তর বুঝাইলেন। তাহার ফল এই হইল যে, বেণী তিন দিন আহার করিল না। নিজের পুত্রকে ধমক দেওয়া যায়, প্রহার করা যায়, কিন্তু জামাতাকে কিছু বলিলে ভারি গোল। শাশুড়ীরা পুত্র অপেক্ষা জামাতাকে অধিক ভাল বাসেন, সুতরাং জামাতাকে ভর্ৎসনা করাতে হরকালীর মাতা তিন দিন মুখ ভারী করিয়া রহিলেন। সেই অবধি কমলাকান্ত বাবু জামাতাকে আর কিছু বলিতেন না।

আরো দুই বৎসর এই রূপে গেল। বেণী পুত্রের বাপ হইল। স্কুল পরিত্যাগ করিল। যে ক্লাশে চারি বৎসর পূর্ব্বে ভর্ত্তি হইয়াছিল, চারি বৎসর পরে সেই ক্লাশ ত্যাগ করিয়া আইল।

কমলাকান্ত বাবু সিদ্ধান্ত করিলেন যে, শ্বশুরের অন্নে নির্ভর করিলে বিদ্যা হয় না।

রামকুমার চক্রবর্ত্তী।

সুখের কারাবাস।

অমুক ব্যক্তি কারাবদ্ধ হইয়াছেন, এ কথা যদি তাঁহার মাতা ও পত্নীর নিকট বলা যায়, তাহা হইলে তিনি তখনি মূর্চ্ছাপন্ন হয়েন—বোধ হয়, তাঁহার প্রাণসংশয়ও ঘটিয়া উঠে। কিন্তু তাঁহাদের প্রবোধার্থ বলি যে, কারাগার যে সর্ব্বথা অতি ভয়ঙ্কর স্থান এবং কেবল ক্লেশের স্থান, তাহা নহে।

সত্য বটে যে, কারাগারে দুষ্ট দুরাচারেরা বাস করে। অস্ত্রধারী শত প্রহরীদ্বারা কারাগৃহ রক্ষা করিতে হয়। কিন্তু ইহাও সত্য যে, বহুসংখ্যক নির্দ্দোষ ধর্ম্মপরায়ণ লোক কারাবদ্ধ হইয়া থাকেন। প্রহ্লাদের উপাখ্যানে যেমন শুনা যায় যে, প্রহ্লাদ ধর্ম্মের নিমিত্ত পিতৃকৃত কত নিগ্রহ সহ্য করিয়াছেন, সেই রূপ খ্রীষ্টধর্ম্মাবলম্বীরা বিপক্ষগণকর্ত্তৃক অসহ্য ক্লেশ প্রাপ্ত হইয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কত লোক মরণান্ত যন্ত্রণা সহ্য করিয়াছেন। কারাগারে যে কত লোকে বাস করিয়াছেন, তাহার অন্ত নাই। যাঁহারা বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় বা জ্যোতিষসম্বন্ধীয় কোন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কার করিয়াছেন, এমন লোকেরাও রাজকর্ত্তৃক কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছেন। রাজার অবিচারে বা রাজনিয়মের ত্রুটিতে কত নিরপরাধ ব্যক্তি এখনো কারাবদ্ধ হইয়া থাকেন।

সত্য বটে যে, পূর্ব্বে যাঁহারা কারাদণ্ড প্রাপ্ত হইতেন, তাঁহাদিগকে ক্লেশ দেওয়াই দণ্ডকারিদিগের উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু এখন দয়ার্দ্রচিত্ত লোকহিতৈষীগণ কারাবাসিদিগের ক্লেশ নিবারণের চেষ্টা করিতেছেন। সভ্য রাজসভায় ইহা স্বীকৃত হইয়া থাকে যে, অত্যাচারী দুরাত্মাদিগের দুষ্প্রবৃত্তি সকল দমন করাণই কারাবাসের উদ্দেশ্য। এই জন্য লোকবন্ধু ধর্ম্মপরায়ণেরা কারাবাসিদিগের নিকট নিত্য নিত্য ধর্ম্মগ্রন্থ পাঠ ও ধর্ম্মোপদেশ দান করিয়া থাকেন, এবং যাহাতে তাহারা সৎ ও বিনীত হয়, বিবিধ প্রকারে তাহার চেষ্টা করেন।

যাঁহারা এই রূপে ধর্ম্মের নিমিত্ত কারাগারে অবস্থিতি করেন, তাঁহাদের সুখের কারাবাস গণ্য করিতে হইবে। যাঁহারা সত্যের দায়ে কারাগৃহে নিক্ষিপ্ত হয়েন, তাঁহাদেরও সুখের কারাবাস হয়। যাঁহারা নির্দ্দোষ থাকিয়া অন্যের চক্রান্তে পড়িয়া কারাবদ্ধ হয়েন, তাঁহারাও আপনাকে নির্দ্দোষ জানিয়া মনে মনে আত্মপ্রসাদ লাভ করিতে পারেন। যাহারা কারাগৃহে অবস্থান্তরে পড়িয়া এবং উপদেশকের বাক্যাবলী শ্রবণ ও স্মরণ করিয়া পাপত্যাগ ও ধর্ম্মের পথ অবলম্বন করে, তাহাদের সম্বন্ধে কারাগার স্বর্গের সোপানবৎ হয়। এ সকলেরই পক্ষে কারাবাস অতি সুখের আবাস, সন্দেহ কি।

আবার, আর এক প্রকার লোকের পক্ষেও কারাবাস অতি সুখের বাস হয়। যাঁহারা কারাবদ্ধ হইয়া সহকারাবাসিদিগের উপকার করিতে পারেন, তাঁহারা ঐ অবস্থাকে সুখের অবস্থা জ্ঞান করিবেন। যাঁহারা কারাবদ্ধ, পিতা ভ্রাতা বা পতির শুশ্রূষার নিমিত্ত স্বেচ্ছাপূর্ব্বক কারাগৃহে থাকেন, তাঁহাদেরও সে সুখের আবাস হয়।

কোন দেশেই স্ত্রীলোকেরা অধিক অত্যাচারিণী আর সুতরাং কারাবাসিনী হয় না। তবে কারাবদ্ধ পিতা মাতা ভ্রাতা বা পতির শুশ্রূষার নিমিত্ত কারাগারে গিয়া অবস্থিতি করিয়াছেন, এমন স্ত্রীলোকের উদাহরণ বিস্তর রহিয়াছে। কত স্ত্রী পিতা বা পতির সহিত কারাগারে থাকিয়া তাঁহাদিগকে উদ্ধার করিয়াছেন। নিম্নে এই রূপ কতকগুলি উদাহরণ দিতেছি;—

এলিজাবেথ কজোটী।

প্রসিদ্ধ ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লবের সময়ে কত লোকের কত দুর্দ্দশা হইয়াছিল, তাহার সীমা নাই। সেই বিপ্লবের সময়ে এলিজাবেথ নাম্নী একটী কজোটি বংশীয়া কন্যা তাঁহার বৃদ্ধ পিতা কজোটীর সহিত কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন। পরে প্রমাণ হইল যে, এলিজাবেথ অপরাধিনী নহেন। অতএব তিনি মুক্ত হইলেন। কিন্তু তিনি বৃদ্ধ পিতাকে একাকী তথায় রাখিয়া আসিতে পারিলেন না। আপনিও সেই কারাগারে পিতার শুশ্রূষার নিমিত্ত রহিলেন। রাষ্ট্রবিপ্লব কালে কাহারও কোন অবস্থার স্থিরতা থাকে না। অনতিবিলম্বে কারাগারমধ্যে হত্যাকাণ্ড আরম্ভ হইল। কতকগুলি হত্যাকারী "কজোটী" "কজোটী" বলিয়া উচ্চরবে চীৎকার করিতে লাগিল। তখন এলিজাবেথ সন্নিহিত বিপদ অনুভব করিয়া পিতার স্থানীয় হইয়া আপনি হত্যাকারীদিগের সম্মুখবর্ত্তী হইলেন। তাঁহার পূর্ণ যৌবন, অসামান্য রূপলাবণ্য এবং সেই অসাধারণ সাহস দেখিয়া বিপক্ষেরা হতপ্রভ হইল। তাহারা তাঁহার বা তাঁহার

পিতার অঙ্গে অস্ত্রাঘাত করিতে পারিল না। তাহাদের মধ্যে এক জনের হৃদয় অধিকতর পাষাণময় ও কঠোর। সে কজোটীকে জিজ্ঞাসা করিল, তুমি কি নিমিত্ত কারাবদ্ধ হইয়াছ? কজোটী উত্তর করিলেন, "কারা-রক্ষকের পুস্তকে তাহা দেখিতে পাইবে।" শ্রবণমাত্র দুই জন তাহার অনুসন্ধান করিতে গেল এবং জানিয়া আসিয়া বলিল, ইহারা বিপ্লবের বিরুদ্ধাচারী। অমনি এক তীক্ষ্ণ কুঠার কজোটীর মস্তকোপরি উত্তোলিত হইল। ত্বরিতবেগে এবং ভয়ার্ত্ত স্বর নিঃসারণপূর্ব্বক এলিজাবেথ তাঁহার পিতাকে আচ্ছাদন করিয়া রহিলেন এবং বলিতে লাগিলেন—"বর্ব্বরেরা, আমাকেই মার্। আমার হৃদয় ভেদ না করিয়া তোদের অস্ত্র আমার পিতার অঙ্গ স্পর্শ করিবে না।" এই শোকাবহ দর্শন দেখিয়া সেই নিষ্ঠুরদিগের হস্তও কাঁপিল। কজোটী-বধ হইল না।

এই রূপে কন্যার গুণে কজোটী এই বার অব্যাহতি পাইলেন, কিন্তু দারুণতর নিয়তি তাঁহার প্রতীক্ষা করিতেছিল। পরে বিচার-সভা স্থাপিত হইলে কজোটীকে পুনরায় আবদ্ধ করা হইল। সেই সভায় তাঁহার প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা হইল।

বিচারের পূর্ব্বে যে কয়েক দিন কজোটী কারাগৃহে ছিলেন, এলিজাবেথ তাঁহার সঙ্গেই ছিলেন। তিনি সেখানে বিবিধ শুশ্রূষায় ও নানা প্রকার সান্ত্বনা বাক্যে পিতার চিত্তোদ্বেগ শান্ত এবং বাহিরে আসিয়া সম্ভ্রান্ত লোকদিগের সহিত পিতার মুক্তির বিষয়ে পরামর্শ করিতেছিলেন। বিচারদিন সন্নিকট হইল। বিচারস্থলে এলিজাবেথ যেন না যান, এ জন্য কজোটী অনেক বুঝাইলেন, কিন্তু তিনি তাহাতে ক্ষান্ত হইতে পারিলেন না। প্রথমতঃ, বিচারসভায় কেহ তাঁহাকে প্রবেশ করিতে দেয় নাই, তিনি উক্ত সভার কর্ত্তৃপক্ষের নিকট সানুনয়ে প্রার্থনা করিয়া তাঁহার অনুমতি প্রাপ্ত হইলেন এবং বিচারদিনে বিচারকদিগের সম্মুখে বৃদ্ধ পিতার অবলম্বস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইলেন। পিতৃবৎসলা এলিজাবেথ সেই দারুণ শঙ্কটকালে বিষাদে ব্যাকুল হইয়া পিতার মুখের প্রতি এক-দৃষ্টে চাহিয়া রহিয়াছিলেন। যখন কজোটীর বিপক্ষেরা তাঁহাকে অপরাধী প্রমাণ করিতে তৎপর হইয়া বক্তৃতা করিতে লাগিলেন, তখন এলিজাবেথের মুখমণ্ডলে কখন ভয়, কখন সাহস, কখন বা আশা, কখন বা নিরাশার ভাব প্রতিবিম্বিত হইতে লাগিল। পিতার প্রতি তাঁহার অসাধারণ নিষ্ঠা ও তাঁহার দারুণ শোক-ভার সমস্ত দর্শকমণ্ডলীকে এরূপ আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, তাহারা অন্য দিকে নয়ন প্রত্যাবৃত্ত করিতে পারে

নাই। তাহাতে বিচারকদিগের হৃদয় পর্য্যন্ত বিগলিত হইলেও কজোটীর জীবন রক্ষা হইল না। কিন্তু এমন হইল যে, শোকার্ত্তা এলিজাবেথকে বহু প্রযত্নে সেখানহইতে স্থানান্তরিত না করিয়া বিচারকেরা সেই নিষ্ঠুর দণ্ডাজ্ঞা ব্যক্ত করিতে পারিলেন না।

মার্গেরেট্।

ফ্রান্স দেশের রাজা প্রথম ফ্রান্সিস্ যখন স্পেন্ দেশের সম্রাট পঞ্চম চার্লসের রাজধানীতে বন্দীভাবে ছিলেন, তখন তাঁহার ভগিনী মার্গেরেট্ তাঁহার উদ্ধারের নিমিত্ত বহু যত্ন ও চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কারাগারে ভ্রাতার কি পর্য্যন্ত ক্লেশ হইবে, তাহা স্মরণ করিয়া মার্গেরেট্ তাঁহার শুশ্রূষা প্রভৃতির নিমিত্ত তাঁহার সহিত একত্রে থাকিবার অভিপ্রায়ে স্পেন্‌রাজের নিকট আবেদন করেন এবং তাঁহার নিকট নিরাপদ-বিধায়ক অনুমতিপত্র লইয়া মাদ্রিদ্ নগরে গমন করেন। তথায় উপনীত হইয়া মার্গেরেট্ দেখিলেন, ফ্রান্সিস্ দুরারোগ্য পীড়ায় বিষম পীড়িত। সেই পীড়াসঙ্কটে মার্গেরেট্ তাঁহার একমাত্র সান্ত্বনা ও আরামস্থল হইয়া দাঁড়াইলেন।

চার্লস্ মার্গেরেটকে রাজ-কন্যা-যোগ্য সম্মানসহকারে যথেষ্ট সম্বর্দ্ধনা করিয়াছিলেন এবং আশা দিয়াছিলেন যে, ফ্রান্সিস্ আরোগ্য লাভ করিলেই তাঁহাকে মুক্ত করিবেন। কিন্তু শেষে তাঁহার চাতুরীতে মার্গেরেটের ধর্ম্ম ও প্রাণ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা হইল। মার্গেরেট যে নিরাপদ-বিধায়ক অনুমতিপত্র পাইয়াছিলেন, তাহার মেয়াদ দুই মাস নির্দ্ধারিত ছিল। তিনি রাজার সদ্ভাবে মোহিত হইয়া সে সময়বৃত্তান্ত ভুলিয়া গিয়াছিলেন। ইতিপূর্ব্বে তিনি ফ্রান্সিসের প্রতি অনুরাগিণী চার্লসের ভগিনীর সহিত ফ্রান্সিসের উদ্ধারসাধনের পরামর্শ করিতেছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া চার্লস ভগিনীকে দূরতর প্রদেশে পাঠাইয়া দিয়াছিলেন। এখন মার্গেরেট দেখিলেন যে, তাঁহার ঘোর বিপদ উপস্থিত। তাঁহার নিরাপদ-বিধায়ক রাজার অনুমতিপত্রের মেয়াদ যায়। সেই মেয়াদ উত্তীর্ণ হইলে রাজা তাঁহাকে বন্দি করিতে বা তাঁহার সহিত যথেচ্ছ ব্যবহার করিতে পারিবেন। তিনি স্বীয় ধর্ম্ম ও মর্য্যাদা রক্ষা করিবার উদ্দেশে ত্বরান্বিত হইয়া ভ্রাতার কাগজ পত্র তাঁহার নিকট-হইতে গ্রহণপূর্ব্বক স্বদেশাভিমুখে প্রস্থান করিলেন এবং কঠোর শীতক্লেশ সহ্য করিয়া অনুমতিপত্রের মেয়াদ শেষ হইবার এক ঘণ্টা-মাত্র পূর্ব্বে স্পেনের সীমা অতিক্রম করিলেন।

কেথেরিন্ হারমেন্।

এক সময়ে ওলন্দাজেরা স্পেন্ দেশীয়দিগের প্রতি অত্যাচার করিয়াছিল। এজন্য ওস্তিন্দ নগর অবরোধ কালে স্পেন্ দেশীয়েরা ওলন্দাজদিগের জাহাজ ও নাবিক সকলকে আক্রমণ করিয়া নাবিকদিগকে বিষম যন্ত্রণায় নিক্ষিপ্ত করিয়াছিল। সেই সময়ে কেথেরিন্ হারমেন্ নাম্নী এক ওলন্দাজ নাবিকপত্নী বন্দীভূত স্বামির উদ্ধারার্থ অদ্ভুত চেষ্টা করিয়াছিলেন। তিনি অন্য কোন উপায় না পাইয়া প্রথমতঃ পুরুষ বেশে ওস্তিন্দ নগরের পুরোবর্ত্তী বিপক্ষশিবিরে প্রবেশ করিলেন। তিনি স্বীয় কেশজাল কাটিয়া ফেলিলেন, পুরুষের মত বস্ত্র পরিধান করিলেন; কিন্তু একটী বিষয়ে তাঁহাকে ঠকিতে হইল। তিনি স্বীয় স্ত্রীজন-সুলভ কোমল স্বর প্রচ্ছন্ন করিতে পারিলেন না। পুরুষের বেশ, কিন্তু স্ত্রীজনের ন্যায় স্বর, এই বৈলক্ষণ্যহেতু লোকেরা তাঁহার দিকে ঘন ঘন চাহিতে লাগিল। অন্ততঃ তিনি কোন ছদ্মবেশী চর, এই রূপ সংশয় হওয়ায় বন্দি হইলেন। তাঁহার হস্তে ও পদে বেড়ি পড়িল; তিনি বিবিধ তাড়নাগ্রস্ত হইলেন এবং কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইলেন। এমন অবস্থাতেও যদি তিনি তাঁহার হতভাগ্য স্বামির সহিত এক কারাগৃহে থাকিতে পাইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সকল দুঃখ দূর হইত। কিন্তু প্রথমে তাহা ঘটে নাই। কিন্তু কোন বিষয়ে প্রবল আগ্রহ ও তদনুরূপ চেষ্টা থাকিলে তাহার সিদ্ধির পথ পরিষ্কৃত হইয়া আইসে। তথায় জেসুইট মতাবলম্বী এক ব্যক্তি সময়ে ২ কারাবাসিদিগের অবস্থা পর্য্যবেক্ষণ করিতে যাইতেন। হারমেন্ তাঁহার সহিত আলাপ করিয়া, তাঁহার নিকট আপনার ছদ্মবেশের বৃত্তান্ত সমুদয় প্রকাশ করিলেন এবং সকাতরে এই প্রার্থনা জানাইলেন যেন, তিনি কোন উপায়ে স্বামির সহিত এক গৃহে থাকিতে পারেন। উক্ত জেসুইট মতাবলম্বী ব্যক্তির চেষ্টায় তাঁহাদের একত্রে থাকার সুযোগ হইল। কিন্তু কি দুর্দ্দৈব, তিনি স্বামির সহিত সাক্ষাৎ মাত্রই জানিতে পারিলেন যে, তিনি তাঁহার সমধর্ম্মী অর্থাৎ সমদোষী আর কতকগুলি ব্যক্তির সহিত অনতিবিলম্বে হয় নিহত হইবেন, নয় ক্রীতদাসের ন্যায় স্পেনে প্রেরিত হইবেন। এই নির্ঘাত সংবাদ শ্রবণমাত্র হারমেন্ মুর্চ্ছিত হইয়া ভূতলে পতিত হইলেন। কিছু ক্ষণ পরে তাঁহার সংজ্ঞা লাভ হইল। যখন কথা কহিবার শক্তি হইল, তখন তিনি দেখিলেন যে, আর ছদ্মবেশ নিষ্প্রয়োজন। সর্ব্বসমক্ষে স্পষ্টই বলিলেন যে, তিনি কেবল পতির মুক্তি সাধনের নিমিত্ত এই সকল চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি এক্ষণে বলিতে লাগিলেন যে, যদিও একান্ত দুর্ভাগ্য দোষে আমার মূল অভীষ্ট সিদ্ধ হইল না, অন্ততঃ এই প্রতিজ্ঞা রহিল যে, আমার স্বামির যে দশা ঘটিবে, আমি তাঁহার অংশভাগী হইব। তিনি যথায় প্রেরিত হয়েন, আমি তথায় যাইব, তিনি (ক্রীতদাসের ন্যায়) যে কার্য্যে নিযুক্ত হয়েন, আমি সেই কার্য্যে তাঁহার সহকারিতা করিব। হারমেনের এই মহৎ মনের পরিচয় কাউণ্ট বুকোর হৃদয়ে এরূপে লাগিল যে, তিনি সেই ওলন্দাজপত্নীর ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে ও তাঁহার স্বামিকে কারাবাসহইতে মুক্ত করিয়া দিলেন।

ঈশানচন্দ্র বসু।

দিল্লীর দরবার।

১

কেন গো বাজিছে এত কাল পরে,
বিজয়বাজনা পাণ্ডবনগরে;
কেন জয়ধ্বনি উঠে ঘনে ঘনে,
বিজয়পতাকা কিশের কারণে?

২

কেনে লো যমুনে, এত শোভা তোর,
দুঃখ অমানিশা হইল কি ভোর?
নাচিতে নাচিতে, হাসিতে হাসিতে,
কি আনন্দগীত লাগিছ গাহিতে?

৩

কেন তোর তীরে শোভে দীপমালা?
কেন পূর্ণ শশী হৃদয়ে উজালা?
কি কথা কহিতে ভগিনী গঙ্গারে,
ধাইয়াছ দ্রুতে? কহ তা আমারে।

৪

কেন ইন্দ্রপ্রস্থ, এই কলিকালে,
শোভে দীপমালা তোমার ও ভালে;
নর্ত্তকী নাচিছে, গায়িকা গাহিছে,
কি আনন্দে আজি সকলে মাতিছে?

৫

যবনের কৃত ভগন প্রাসাদে,
শোভে দীপমালা, আজি কি আহ্লাদে ?
কাঁদিতে২ হাসিছে আবার।
কিশের আনন্দ হইল এ বার ?

৬

আনন্দ বাজনা বাজায়ে২,
হিন্দু রাজগণ আসিতেছে ধায়্যে ?
ভেটিতে কাহারে, ইন্দ্রপ্রস্থ ধামে,
নানা দিক হৈতে আসে রাজগ্রামে ?

৭

সকলে গাহিছে, সকলে নাচিছে,
বিজয় পতাকা বিমানে উড়িছে।
তোপের ধ্বনিতে ধরণী কাঁপিছে ;
কেন ইন্দ্রপ্রস্থ আনন্দে ভাসিছে ?

৮

অহে বাসুদেব, পাণ্ডবসহায়,
এত কাল পরে এ কি শুনা যায় ?
পাণ্ডবপ্রাধান্য প্রকাশকারণ,
পুনঃ কি গো রাজসূয় আয়োজন ?

৯

তা নয়, তা নয়, ভিক্‌টরিয়া নামে,
আজি জয়ধ্বনি ইন্দ্রপ্রস্থ ধামে।
তাই ত সকলে আনন্দে ভাসিল,
পূর্ব্ব পরিতাপ আনন্দে ভুলিল।

১০

জাগ লো ভারত, জাগ লো আবার,
দুঃখরাশি তোর ঘুচিল এ বার।
দেখাইতে দয়া কুইন আপন,
"ভারত-ঈশ্বরী" হইলা এখন।

১১

ঘুষিতে সে নাম আজি দিল্লীপুরে,

রাজসূয়সম মহা আড়ম্বরে।
লিটন সুধীর প্রতিনিধি তাঁর,
করেছেন সভা, মরি কি বাহার।

১২

হিন্দু রাজগণ, ভুলি অভিমান,
ভিক্‌টরিয়া পদে মস্তক নোয়ান।

পরমেশ যাঁরে করেন উন্নত,
সকলেই তাঁর হয় পদানত।

১৩

ত্যজ লো, ভারত, মলিন বসন,
আর কেন তব বিরস বদন?
সোদরা তোমার ভিক্‌টরিয়া সতী,
ভাল বাসে তোমা, অয়ি রূপবতি!

১৪

ত্যজ লো, ভারত, মলিন বসন,
ত্যজ্য অলঙ্কার কর লো গ্রহণ!
সাপটি লহ লো, কোলে আপনার,
ক্ষীরের পুত্তলি ভারতকুমার।

১৫

দেখি হাসি মুখ, বহু দিন পরে,
ভাসুক সকলে আনন্দসাগরে।
হিমালয়হৈতে কুমারী অবধি,
বহুক সর্ব্বত্র আনন্দ নিরধি।

১৬

যাও লো যমুনে, যাও ত্বরা করি,
আদরে গঙ্গার গলদেশ ধরি,
কহ এ বারতা; ঘোষ দেশময়,
"জয়, জয়, জয়; ভিক্‌টরিয়া জয়।"

১৭

সাগরে দেখিয়া উভয়ে যখন,
প্রেম আলিঙ্গনে তুষিবেক মন;
আনন্দে মাতিয়া কহ সে সময়,
"জয়, জয়, জয়; ভিক্‌টরিয়া জয়।"

১৮

ভারতবাসিরা সকলে মিলিয়া,
হিংসা দ্বেষ আদি সকলি ভুলিয়া;
সবে এক স্বরে কহ দেশময়,
"জয়, জয়, জয়; ভিক্‌টরিয়া জয়।"

১৯

সে রব ঠেকিয়া নগেশশরীরে,
উঠি প্রতিধ্বনি গাহুক গম্ভীরে;
সুদূর বিমানে যেন ধ্বনি হয়,
"জয়, জয়, জয়; ভিক্‌টরিয়া জয়।"

২০

ভারত-ললনা, ভারত সুন্দরী,
সবে এক সঙ্গে হুলু ধ্বনি করি;
বামাস্বরে আজি গাহ দেশময়,
"জয়, জয়, জয়; ভিক্‌টরিয়া জয়।"

২১

ভারত বিহঙ্গ, কাননে কাননে,
ঘুরিয়া উড়িয়া গাহ রে সঘনে;
পঞ্চমে গাহিয়া কহ দেশময়,
"জয়, জয়, জয়; ভিক্‌টরিয়া জয়।"

২২

ভিক্‌টরিয়া জয়, শুনিয়া শ্রবণে,
ভারতের বৈরী কাঁপুক পরাণে,
কাঁপুক রুশীয় ভল্লুক বর্ব্বর;
বিস্‌মারকের অটল অন্তর।

২৩

কাঁপুক আফগান, কাঁপুক তাতার,
কাঁপুক চিনের প্রাচীর বিস্তার।
কাঁপুক জলধি থর থর থরে,
কাঁপুক মৈনাক সাগর অন্তরে।

২৪

পরমেশপদে নিবেদন করি,
হও দীর্ঘজীবী, ভারত ঈশ্বরী!
আপন কোলের সন্তান জ্ঞানে,
পালহ তোমার ভারতসন্তানে।

২৫

ভারতরসনা সবে সমস্বরে,

কর নিবেদন ঈশ্বরগোচরে।
যেন দয়াময় পিতা জগতজীবন,
ভারত রাজ্ঞীরে দেন সুদীর্ঘ জীবন।

রহস্য রক্ষা।

এর কথা তার কাছে বলা, তার কথা এর কাছে বলা, একটী গুরুতর দোষ। স্ত্রীলোকদিগের এই দোষ অধিক দেখা যায়। যাহারা এই রূপে কথা চালিয়া বেড়ায়, তাহাদিগকে দোমুখ ঢাক বলে। কিন্তু প্রকৃতরূপে রহস্য রক্ষা করিতে অল্প স্ত্রীলোকেই পারে। অনেকের এরূপ স্বভাব যে, কোন গোপনীয় কথা শুনিতে পাইলে, তাহা অন্ততঃ কোন না কোন বিশ্বাসী লোকের নিকট না বলা পর্য্যন্ত তাহাদের প্রাণ যেন আই ঢাই করে। এজন্য রহস্য রক্ষাকে একটী দুর্লভ গুণ বিবেচনা করিতে হয়। কোন স্ত্রীর রহস্য রক্ষার উত্তম উদাহরণ যদি পাই, তাহা লিখিয়া রাখিতে ইচ্ছা হয়। মহানুভব ক্রম্‌ওয়েলের দৌহিত্রীর আশ্চর্য্য রহস্য রক্ষার বিবরণ লিখিত আছে।

উক্ত কন্যা বালিকাবস্থায় (ছয় বৎসর বয়ঃক্রম কালে) সর্ব্বদা মাতামহের ক্রোড়ে বসিয়া থাকিত। যখন ক্রম্‌ওয়েল্ মন্ত্রগৃহে অতি গূঢ় বিষয়ের মন্ত্রণা করিতেন, তখনো ঐ বালিকা তাঁহার নিকটে থাকিত। তাহাতে তাঁহার কোন কোন মন্ত্রী বলিলেন, এ বালিকার সম্মুখে এরূপ গুহ্য বিষয়ের পরামর্শ করা উচিত হয় না। ক্রম্‌ওয়েল্ উত্তর করিলেন, "যে কোন গোপনীয় বিষয়ে আপনাদিগকে বিশ্বাস করিতে পারি, তদ্বিষয়ে এই বালিকাকেও বিশ্বাস করা যায়।" তাঁহার এই বিশ্বাস যে অপাত্রে বিন্যস্ত হয় নাই, ইহা সপ্রমাণ করিবার জন্য তিনি এক দিবস ঐ বালিকাকে গোপনে কোন একটী কথা বলিলেন এবং তাহার মাতা ও মাতামহীকে ইঙ্গিত করিলেন যে, তোমরা ইহার নিকট সেই কথা যে কোন প্রকারে হয়, বাহির করিয়া লও। তাঁহারা কত ভুলাইলেন, কত লোভ দেখাইলেন, কত জেদ করিলেন, কিছুতেই সে কথা বাহির হইল না। পরে তাঁহারা ক্রোধমূর্ত্তি প্রদর্শন করিলেন, শেষে চাবুক দ্বারা প্রহার পর্য্যন্ত হইল। কন্যা ধীর ভাবে সে সমস্ত সহিল এবং বলিল, "মা, আমি তোমার অবাধ্য নহি, কিন্তু কোন কথা গোপনে রাখিবার যে প্রতিজ্ঞা করিয়াছি,

সে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ এবং আমার প্রতি লোকের বিশ্বাস নষ্ট করিতে পারিব না।"

সিলাই করিবার কল।

মনুষ্যের বুদ্ধি যত মার্জ্জিত হয়, সভ্যতার যত বৃদ্ধি হয়, পরিশ্রম তত সংক্ষেপ, ও অল্প সময়ে তত অধিক কাজ হইয়া থাকে। এক্ষণে পরিশ্রমের মূল্য যেমন অধিক হইতেছে—অল্প পরিশ্রমে তেমনি অধিক কাজ হইতেছে। রেলের গাড়ীদ্বারা দূরবর্ত্তী স্থান সকল নিকটস্থ হইয়াছে। পূর্ব্বে বারাণসী, প্রয়াগ, মথুরা প্রভৃতি স্থান অতি দূরবর্ত্তী ছিল—এ সকল স্থান পূর্ব্বে কলিকাতাহইতে যত দূরে ছিল, এখনও তত দূরেই আছে—কিন্তু রেলওয়ে উহাদিগকে নিকটবর্ত্তী করিয়াছে; অর্থাৎ পূর্ব্বাপেক্ষা অল্প সময়ের মধ্যে যাতায়াত চলে।

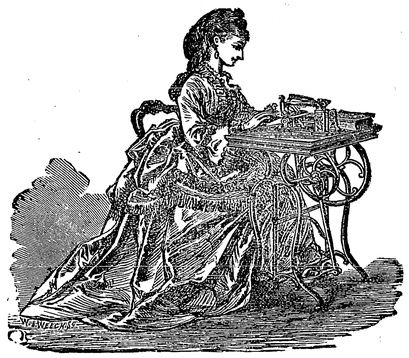

সিলাই করিবার জন্য যে কল প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার দ্বারা অনেক কার্য্য হইয়াছে। আমরা এক বার অর্দ্ধ ঘণ্টার মধ্যে দুটী লেপের ওয়াড় সিলাই করিয়াছিলাম। হাতে করিতে হইলে আমাদের মত দরজির দুদিনের কার্য্য। বিলাতের বিবিরা এখন অধিক কার্য্য এই কলে করিয়া থাকেন। এ কলেতে কেবল এক প্রকার সিলাই হয়। কেবল বখেয়া হইয়া

থাকে। বখেয়া সেলাই হাতে করিতে গেলে অনেক সময় লাগে। তথাপি তাহা বড় সুন্দর হয় না। কিন্তু কলে যে বখেয়া হয়, তাহা অতি সুন্দর ও পরিপাটী।

বিলাতের স্ত্রীলোক ও পুরুষ উভয়ে সেলাই করা কাপড় পরেন, সুতরাং সেলাই করিবার কলের দ্বারা তাঁহাদের বড় উপকার হইয়াছে। আমাদিগের সুন্দরীবর্গের শান্তিপুরে, নীলাম্বরী ও ঢাকাই শাড়ীতে সিলাই নাই। না ছিঁড়িলে সিলাই করিবার প্রয়োজন হয় না। আর পুরুষদিগের মধ্যে যাঁহারা আফিসে বা কাছারিতে যান, তাঁহারা চাপকান পরিয়া থাকেন, কামিজও পরেন—কিন্তু তাহা দরজিতে সেলাই করিয়া থাকে। সুন্দরীরা স্বামিদের কাপড় সিলাই করেন না।

উষ্ট্র ও গৃহস্থ।

এক দিন রাত্রে বড় বৃষ্টি হইতেছে, একটা উষ্ট্র জলে ভিজিতে২ এক গৃহস্থের পর্ণকুটীরদ্বারে গিয়া উপস্থিত হইল। পর্ণকুটীরটী অতি ক্ষুদ্র। উষ্ট্র আসিয়া অতি মিষ্ট বাক্যে গৃহস্থকে বলিল, "ভাই, বড় জল হইতেছে, যদি দরজা খুলিয়া দেও ত আমার মাথাটা বাঁচাই।" গৃহস্থ তাহার মিনতি বাক্যে দয়ার্দ্র হইয়া দরজা খুলিয়া দিলেন, উষ্ট্র কেবল মাথাটা ঘরের ভিতরে রাখিল। গৃহস্থ বলিলেন, কেবল মাথা বই আর কিছু ঘরে আনিতে পাইবে না। উষ্ট্র তখন ক্রমে২ অগ্রসর হইতে লাগিল। ধীরে২ অর্দ্ধ শরীর ঘরের মধ্যে প্রবিষ্ট করাইল। গৃহস্থ তাহাতে বিশেষ আপত্তি করিলেন না। শেষে প্রায় সমস্ত শরীর প্রবিষ্ট করাইলে, গৃহস্থ আপত্তি করিলেন। তাহাতে উষ্ট্র কহিল, "আমি, ভাই, ঘরে থাকিব, তোমার কষ্ট হয় ত তুমি স্থানান্তর যাইতে পার।"

পাপ এই রূপে মনুষ্যমধ্যে একে২ ধীরে২ প্রবিষ্ট হয়।

খ্রীষ্টধর্ম্মের সার কথা।

বোধ হয়, আমাদের পাঠক ও পাঠিকাগণ জ্ঞাত আছেন যে, শীতকালে খ্রীষ্টধর্ম্মপ্রচারকেরা স্ব২ বাসভূমি পরিত্যাগ করিয়া ভিন্ন২ স্থানে

ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করিয়া থাকেন। আমরা দেখিয়াছি, প্রচারকালে কত শত স্ত্রী পুরুষ প্রভু যীশুর প্রেমবার্ত্তা শুনিয়া মোহিত হয়। প্রচারকেরা ক্লান্ত হইলেও শ্রোতারা কিছুমাত্র ক্লান্তিবোধ করেন না। আমরা পাঠক ও পাঠিকাগণের বিদিতার্থ একটী স্থানের প্রচারকার্য্যের বিবরণ লিখিতেছি।

এক বার ডিসেম্বর মাসে কয়েক জন ধর্ম্মপ্রচারক মুরশীদাবাদ জেলার অধীন জঙ্গিপুর নামক নগরে ধর্ম্মপ্রচারার্থ গমন করেন। তথায় তাঁহারা জনৈক ভদ্র লোকের গৃহে সাদরে আহূত হন। কিয়ৎক্ষণ কথাবার্ত্তার পর শুনা গেল যে, কয়েক জন অন্তঃপুরনিরুদ্ধা স্ত্রী খ্রীষ্টধর্ম্মের কথা শুনিতে চাহেন। তদনুসারে প্রচারকেরা নিম্নলিখিত গীতটী রামপ্রসাদী সুরে গান করিয়া খ্রীষ্ট-ধর্ম্ম সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা আরম্ভ করেন,—

না ঘুচিলে মনের মলা,
ও সেই সত্য পথে যায় না চলা।

১। মন পরিষ্কার কর আগে, অন্তর বাহির হউক খোলা, তবে যত্ন হলে, রত্ন পাবে এড়াবে সংসারের জ্বালা।

২। স্নানাদি বস্ত্র পরিষ্কার, অঙ্গে ছাবা জপমালা, দেখ, এ সকলি ভ্রান্তি, কেবল লোক দেখান ছেলে খেলা।

৩। কোরে রোদন মধুসূদন বলে, তাই ত উচিত সলা, যেন পরকে কয়ে, ভ্রান্ত হয়ে, ডুবাও না আপন ভেলা।

৪। ভব নদী তরবি যদি, তার যোগাড় কর এই বেলা; এক বার যীশু বলে ডাক্‌লে পরে, থাক্‌বে না আর কোন জ্বালা।

গীতটী গান হইলে প্রায় সকলেই এক প্রকার গম্ভীরভাব ধারণ করিল। এক জন প্রচারক বলিলেন, মনের মলা না ঘুচ্‌লে কখন সত্যেশ্বর ঈশ্বরের পথে চলা যায় না। এই কথা শুনিয়া এক জন জিজ্ঞাসা করিলেন,

"মনের মলা কি গা?"

প্রচারক। মনের মলা পাপ। এই পাপ যত ক্ষণ মন থেকে না যাচ্ছে, তত ক্ষণ কেউ সেই সত্য পথে চল্‌তে পারে না।

"কেমন কর্য্যে সে মলা যায়?"

প্র। তোমরা মনে কর, গঙ্গাস্নান বা অন্য কোন অনুষ্ঠান বিশেষে মনের মলা দূর হয়। গঙ্গাস্নানে মনের ময়লা যায় না, শরীরের ময়লা যায়। শরীরের মলা গেলে, আমরা লোকদৃষ্টিতে দেখিতে সুন্দর হই বটে, কিন্তু ঈশ্বর সে সৌন্দর্য্য চাহেন না। তোমার মনটী যদি

পরিষ্কার হয়, তাহা হইলে তুমি ঈশ্বরের দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হইবে এবং সত্য পথে চলিবার প্রবৃত্তি লাভ করিবে। আমরা নিজ২ চেষ্টায় কখন মনের মলা দূর করিতে পারি না। তজ্জন্য ঈশ্বর নিজে অবতার হয়েছিলেন। সেই অবতারে বিশ্বাস করিলে, পবিত্র আত্মা ক্রমে২ মনের মলা দূর করেন।

"হ্যাগা, ঈশ্বর অবতার হয়েছিলেন, এ কথা ত কখন শুনি নাই। আমাদের নারায়ণই বরাহ কূর্ম্ম প্রভৃতি অবতার হয়েছিলেন, এই কথাই অনেক বার শুনেছি।"

প্র। শূকর বা কাছিম অবতার হওয়া অত্যন্ত অসম্ভব; হবার কোন প্রয়োজনও দেখিতেছি না। কিন্তু ঈশ্বর মনুষ্য অবতার হয়ে পাপের প্রায়শ্চিত্ত করেছেন। সকল মনুষ্যই পাপী, কেহ নিষ্পাপ নাই। ঈশ্বর পবিত্র। তিনি আমাদের প্রতিনিধি হয়ে পাপের সাজা লয়েছেন। আর আমাদের ভাবনা নাই। আমরা কেবল বিশ্বাস করিলেই স্বর্গে যেতে পারি।

"কেমন কর্য়ে আবার বিশ্বাস কর্‌বো?"

প্র। বিশ্বাস অতি পরম পদার্থ। পরম বৈষ্ণব চৈতন্য বলিয়াছেন, "বিশ্বাসে নিকট তিনি তর্কে বহু দূর।" সমস্ত পারমার্থিক বিষয় বিশ্বাসীর পক্ষে অতি সহজ। বিশ্বাস ও ভক্তিপূর্ণ মনে প্রভুকে এক বার ডাকিলে প্রভু নিকটবর্ত্তী হন, এবং ভক্তের মনস্কামনা পূর্ণ করিয়া থাকেন। পরম ভক্ত অব্রাহাম বিশ্বাসদ্বারা পরিচালিত হইয়াই আপন পুত্রকে পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে উদ্যত হয়েছিলেন। কেমন কর্য়ে বিশ্বাস কর্‌তে হয়, আমি একটী গল্প বলিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। কোন দেশে এক জন দরিদ্র বিধবা বাস করিতেন। তিনি অল্প বয়সে পতিহীনা হয়েন। তাঁহার একটী সন্তান ছিল। কালক্রমে বিধবা পীড়িত হয়েন; পরিশেষে পীড়া এত বৃদ্ধি হয় যে, তাঁহাকে বাঁচিবার আশা পরিত্যাগ করিতে হইয়াছিল। মৃত্যুকালে তাঁহার পুত্র কাঁদিতে২ শয্যাপার্শ্বে আসিল, সকরুণ স্বরে কাঁদিয়া বলিল, "মা, তুমি ত যাচ্ছ, তুমি গেলে আমাকে কে খেতে দিবে? আমার ত আর কেউ নাই।" বালকের সরোদন কথায় মাতার হৃদয় বিদীর্ণ হইল। মাতাও কাঁদিতে২ বলিলেন, "বাবা, তোমার ভাবনা কি, ঈশ্বর তোমার পিতা আছেন। যখন তোমার খিদে লাগ্‌বে, তাঁর কাছে গিয়ে বলো, তিনি তোমাকে খেতে দিবেন। কোন ভাবনা করিও না।" বালক সরল ভাবে মাতার

কথা শুনিয়া অন্য ছেলেদের সঙ্গে চলিয়া গেল। যখন এই বালকের মাতার মৃত্যু হয়, তখন তাহার বয়স কেবল ৫ বৎসরমাত্র হইয়াছিল। সুতরাং সে অবিশ্বাস কাহাকে বলে, জানিত না। মাতার কথায় সম্পূর্ণ বিশ্বাস করিয়া সে নির্ভাবনায় রহিল। এক দিন সে ক্ষুধায় অত্যন্ত কাতর হইয়াছে, কেহ তাহাকে খাইতে দেয় নাই। সে মাতার কথা মনে করিয়া বরাবর চলিতে লাগিল। আমার খিদে লেগেছে, ঈশ্বর আমার পিতা, তিনি নিশ্চয় আমাকে খেতে দিবেন; এই রূপ দৃঢ় বিশ্বাস থাকাতেই বালক ক্রমাগত যাইতেছে। পথিমধ্যে রাত্রি হইল, আর চলিতে পারিল না। সমস্ত রাত্রি হীমে তাহাকে পথেই থাকিতে হইয়াছিল। প্রত্যূষে জনৈক ভদ্র লোক সেই পথ দিয়া যাইতেছিলেন, তিনি দেখিলেন, একটী বালক মৃতবৎ পথপ্রান্তে পড়িয়া রহিয়াছে। নিকটে গিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি এরূপ ভাবে পড়িয়া রহিয়াছ কেন?" বালক বলিল, "আমার বড় খিদে লেগেছে, সমস্ত রাত কিছু খাই নাই; ঈশ্বর আমার পিতা, মা মর্‌বার সময় বলে গিয়েছেন, আমার খিদে লাগ্‌লে তিনি আমায় খেতে দিবেন। আমি তাই তাঁর অপেক্ষা কর্‌ছি। খাবার পেলেই আবার অন্য স্থানে যাই।" বালকের কথাতে ভদ্র লোকটীর চেতনা হলো। তিনি নিজে ঈশ্বর মানিতেন না। পঞ্চম বর্ষীয় বালকের বিশ্বাসে চমৎকৃত হইয়া তিনি মৃদুভাবে বালককে বলিলেন, "ঈশ্বর তোমার খাবার দিতে আমাকে পাঠিয়েছেন, আমার সঙ্গে এস, আমি তোমায় খাবার দিব।"

বুঝেছ ত? বালক যে প্রকারে ঈশ্বরকে বিশ্বাস করেছিল, আমাদিগকেও সেই প্রকার বিশ্বাস কর্‌তে হবে, তা নইলে ঈশ্বর আমাদের বিশ্বাস গ্রাহ্য করেন না। শিশুবৎ বিশ্বাসে তাঁহার নিকট উপস্থিত হলে, কখন শুধু হাতে ফির্‌তে হয় না। এই প্রকার বিশ্বাস করিলে, ঈশ্বরাবতার দয়াময় যীশু পাপ মার্জ্জনা করেন, এবং পবিত্র আত্মা আমাদের মনের মলা দূর করিয়া থাকেন। এই রূপে পরিত্রাণকর্ত্তা যীশুকে বিশ্বাস কর; জাতি, কুল, মান লইয়া কখন পার পাবে না।

জেতের গৌরব কোথায় রবে?
কখন্ এ সব ফেলে যেতে হবে।

১। বামন কায়েত কামার কলু, ভিন্ন ভিন্ন ভাব্‌ছ সবে; এ সব ঘুচ্‌বে সে দিন, তোমায় যে দিন, রাজাধিরাজ তলব দিবে।

২। গড়েছে এক কারিকরে, স্ত্রী আর পুরুষ ভঙ্গীভাবে; তাদের চাল চলনে সবাই চিন্‌বে, ঢাকিলে না ঢাকা রবে।

৩। যত কিছু বিষয় আশয়, কিছু নাহি সঙ্গে যাবে; এক বার মুদ্‌লে নয়ন, কর্‌বে শয়ন, মাটীর দেহ মাটী হবে।

তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

আমি ত হব না বিবি এ প্রাণ থাকিতে !

কোন বাঙ্গালী যুবক বিলাতহইতে ফিরিয়া আসিয়া তাঁহার ভার্য্যাকে বিবি সাজিতে বড় জিদ করেন, তাহাতে সেই যুবতী আদর ও খেদমিশ্রিত স্বরে নিম্নলিখিত ভাবে বলিতেছেন—

১

আমি ত হব না বিবি এ প্রাণ থাকিতে,
পড়িতে ইংরাজী বই,
আপত্তি করেছি কই ?
শিখেছি তোমার তরে কার্পেট বুনিতে,
শিখিয়াছি চিত্রকার্য্য তোমারে তুষিতে।

২

আমি ত হব না বিবি থাকিতে এ প্রাণ,
কেমনে হোটেলে যাব,
কেমনে টেবিলে খাব ?
কেমনে সহিব বল, পিঁয়াজের ঘ্রাণ ?
হায়, বাবু, তুমি বড় কঠিন পরাণ।

৩

আমি ত হব না বিবি যাবৎ জীবন,
কেমনে ঘোম্‌টা খুলে,
লাজ লজ্জা সব ভুলে,
করিব পরের সনে বাক্য আলাপন ?
শরমে যে মরে যাই ভাবিতে এমন।

৪

আমি ত হব না বিবি তোমার পীড়নে,
আপনি সেজেছ বেস,
পরেছ ফিরিঙ্গী বেশ,
ফেরিঙ্গিণী আমি কভু হব না জীবনে,
এমন ঢাকাই শাড়ী ভুলিব কেমনে ?

৫

কোন্ দুঃখে বাঙ্গালিনী হবে ফিরিঙ্গিণী ?
তেজিয়া শাড়ীর মায়া,
পরিবে চাঁদ্‌নীর সায়া ?
কোন্ দুঃখে হবে চুণাগলি নিবাসিনী ?
বঙ্গনারী চিরকাল রবে বাঙ্গালিনী।

৬

জানে না কি বঙ্গনারী রাঁধিতে ব্যঞ্জন,
যবনের হাতে তবে,
কোন্ দুঃখে খেতে হবে,
কোন্ দুঃখে স্যুট্‌কি মাছ করিব ভোজন !
বাজারে কি তাজা মাছ মিলে না এখন ?

৭

তুমি বল মাংসাহারী জাতি বলবান।
যে আর্য্যের বাহুবলে,
সসাগরা ধরাতলে,
একদা সকলে হয়ে-ছিল কম্পবান !
তাঁরা ত ফাউলকরি খান নি কখন !

৮

গোরু আর মদ খেয়ে ব্যাস তপোধন—
বদনে চুরট রাখি,
বদরীতলায় থাকি,
নাহি করিলেন বেদ ভারত রচন ;
সোলা হেটে তিনি নাহি ঢাকিলা চৈতন।

৯

ত্রেতা যুগে রামচন্দ্র ঠাকুর লক্ষ্মণ,
জানকী উদ্ধারহেতু,
সাগরে বাঁধিলা সেতু,
ঘেরিলা সোণার লঙ্কা বধিতে রাবণ,
লন নাই সল্টবিফ্ ভোজন কারণ।

১০

খাব না ফাউলকরি কিম্বা কট্‌লেট,

যা খেয়েছি চিরকাল,
তা খেয়ে কাটাব কাল,
মাছে ভাতে ভরে বেস বাঙ্গালির পেট,
খাব না ফাউলকরি কিম্বা কট্‌লেট।

১১

কোন্ গুণে বিবি ভাল, অহে প্রাণধন,
পরচুলে নানা ছাঁদে,
শৈলাকার খোপা বাঁধে,
তার পরে শোভে টুপি বিচিত্র বরণ,
নগেন্দ্রশিখরে যথা খগেন্দ্র শোভন।

১২

সিঁতায় সিন্দূর নাই—অলক্ত চরণে,
টিপশূন্য যে ললাট,
দেখিতে গড়ের মাঠ,
রঞ্জে না সুওষ্ঠ ছুটি তাম্বূল রঞ্জনে,
খটমট কর্য্যে চলে স্বোয়ামির সনে।

১৩

স্বভাবে সুন্দরী নহে—কাপড়ে বাহার,
বিচিত্র কাপড় পরে,
দেখিলেই ভয় করে,
ব্যাঘ্রচর্ম্ম সম বস্ত্র চিত্রিত তাহার,
ঘসে মেজে রূপ করা তাদের ব্যাভার।

১৪

আমি ত হব না বিবি থাকিতে জীবন,
ইংরাজের গুণ যত,
শিখিব তোমার মত,
ইংরাজের দোষভাগ লব না কখন,
আমি ত হব না বিবি থাকিতে জীবন!

রাহা।

বিলাতী পৌত্তলিকতা।

একদা কোন ইংরাজমহিলা বায়ু পরিবর্ত্তনজন্য পর্ত্তুগাল দেশে গমন করেন। সেখানে তাঁহার দুই জন পরিচারিকা ছিল। তাহারা উভয়েই যুবতী। তাহাদের নিবাস পর্ত্তুগালে; তাহাদের এক জনের নাম জোকিনা, অপরের নাম রুফিনা। ইংরাজমহিলা এক দিন জোকিনাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি কি কখনও ঈশ্বর ও আমাদের ত্রাণকর্ত্তা প্রভু যীশু খ্রীষ্টের বিষয় শুনিয়াছ?"

জোকিনা হাসিতে২ সগর্ব্বে বলিল, "কতবার শুনেছি; আমি যীশুকে দেখিছি পর্য্যন্ত।" তাহার এরূপ উক্তিতে সেই ইংরাজ মহিলা আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া জিজ্ঞাসিলেন, "দেখেছ? কোথায় দেখেছ?"

"কেন, নগরে—নগরের বড় আখড়ায় দেখেছি। পর্ব্বের সময়ে মায়ের সঙ্গে গিয়াছিলাম। আহা, যীশু কেমন সুন্দর! তিনি তখন জরির কাজ করা নীলবর্ণ পোষাক পরেছিলেন। আর তাঁর শরীরে কত উজ্জ্বল মণিমুক্তা ছিল। আর তাঁর কোকরান লম্বা চুল কান্ধের উপরে ঝুলে পড়েছিল।"

ইহার কথা শেষ হইতে না হইতে রুফিনা বলিল, "মা প্রভুর জন্যে দুইটা মোমবাতি ও অনেক খাবার জিনিস নিয়ে গিয়েছিলেন।"

ইহার কথা শেষ না হইতেই জোকিনা আবার বলিল, "দুঃখের কথা কি বল্‌ব, মেম; সে দিন এমন বৃষ্টি হয়েছিল যে, যীশু বাহিরে আস্‌তে পারেন নাই। কাজে কাজেই আমরা তাঁকে মঠের মধ্যে গিয়া দেখি।"

"তুমি আমাদের প্রভুর কাঠের মূর্ত্তির কথা বল্‌ছ।" ইংরাজ-মহিলা এই কথা বলাতে, রুফিনা বলিল,

"না, না; তাঁর জীবন আছে; আর এক জন সন্ন্যাসিনী তাঁর তত্ত্বাবধান করেন, সন্ন্যাসিনী তাঁর দাড়ি কামাইয়া দেন, চুল ছাঁটেন। আমার মা সেই চুল এক কবজ কর্য্যে গলায় রেখেছেন।"

জোকিনা বলিল, "সত্য, সত্য আমরা তাঁকে জীবন্ত দেখেছি। তিনি গ্রীষ্মকালে ঘামেন, আর সেই সন্ন্যাসিনী যে রুমালে কর্য্যে তাঁর ঘাম মুছেন, সেই রুমাল বিক্রী করেন। তাতে অনেক ব্যামো ভাল হয়।"

বিলাতে এই প্রকার পৌত্তলিকতা আজি পর্য্যন্ত বর্ত্তমান আছে।

উপরে যাহাদের কথা বলা হইল, সে বালিকা দুটী রোমাণ কাথলিক।

রোমাণ কাথলিক আবার অনেক প্রকার। কিন্তু ইহাদের কথা পাঠ করিয়া আমরা পর্য্যন্ত আশ্চর্য্য মানিলাম।

প্রকৃত খ্রীষ্টধর্ম্ম পৌত্তলিকতার শত্রু। কেননা ঈশ্বর আজ্ঞা করিয়াছেন, "আমা বিনা আর কাহাকে ঈশ্বর বলিয়া মানিও না।" তবে রোমান কাথলিক ধর্ম্ম খ্রীষ্ট ধর্ম্মের বিকৃতি। হিন্দু ধর্ম্মানুসারে স্ত্রীলোকের ও শূদ্রের বেদপাঠ যেমন নিষিদ্ধ, রোমাণ কাথলিকদিগের তদ্রূপ। তাহাদিগের মধ্যে স্ত্রীলোকের ও সাধারণ লোকের বাইবেল পাঠ করিতে নাই। এরূপ নিষেধের নিগূঢ় ভাব অনায়াসে বুঝিতে পারা যায়। ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করিলে পাছে লোকের ভ্রান্তি দূর হয়, এই কারণে যাজকেরা অন্য সকলের পক্ষে বাইবেল পাঠ নিষেধ করিয়াছেন। হিন্দু ধর্ম্ম যেমন ব্রাহ্মণদিগের রোজগারের একটী পন্থা, রোমাণ কাথলিক ধর্ম্মও তদ্রূপ যাজকগণের উপার্জ্জনের একটী প্রশস্ত উপায়।

অনুতাপের দৃষ্টান্ত।

ইংলণ্ডের কোন স্থানে এক জন প্রাচীন লোক বাস করিতেন। তাঁহার অনেকগুলি ছেলে মেয়ে ছিল। কিন্তু প্রাচীন ব্যক্তির আয় অল্প হওয়াতে বড় ২ ছেলে গুলিকে অসময়ে লেখা পড়া ত্যাগ করিয়া কর্ম্ম আরম্ভ করিতে হইয়াছিল। সর্ব্ব কনিষ্ঠের নাম যোহন। আমরা যে সময়ের বিবরণ বলিতেছি, সে সময়ে যোহনের বয়ঃক্রম দশ বৎসর। প্রাচীন ব্যক্তি এক ক্রোশ দূরে কোন স্থানে কর্ম্ম করিতে যাইতেন। যাইবার সময়ে যোহনকে আপনার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়াইয়া লইয়া তাহার স্কুলে রাখিয়া যাইতেন। গৃহে আসিতে প্রাচীন ব্যক্তির বড় বিলম্ব হইত; এ জন্য স্কুল ছুটি হইলে, যোহন একাই পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে বাটীতে যাইত। এক দিন যোহন বাটীতে আসিয়া দেখে, পিতার কঠিন পীড়া হইয়াছে। তিনি শয্যাগত হইয়াছেন। গ্রামে যে চিকিৎসক ছিলেন, তাঁহাকে ডাকান হইল। দশবারো দিন ক্রমাগত যথেষ্ট চিকিৎসা হইল, কিন্তু কিছু মাত্র উপশম হইল না। পীড়া ক্রমে বাড়িল, অবশেষে তাঁহার পৃষ্ঠ দেশে মেরুদণ্ডে সাংঘাতিক বেদনা হইল। বেদনায় তিনি শয্যায় ছট্ ফট্ করিতে লাগিলেন। চিকিৎসককে আবার ডাকান হইল, তিনি আসিয়া, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিয়া, পৃষ্ঠে মালিস করিবার জন্য এক প্রকার ঔষধের ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। যোহন সেই ব্যবস্থা

পত্র লইয়া ডিস্পেন্সারিতে ঔষধ আনিতে গেল। সে গ্রামে ডিস্পেন্সারি ছিল না। গ্রামান্তরে, এক ক্রোশ অন্তরে, ডিস্পেন্সারি ছিল; যোহন তথা হইতে ঔষধ আনিতে যাত্রা করিল। গমনকালে পিতা বলিয়া দিলেন, "অবিলম্বে ঔষধ লইয়া আইস; এই ঔষধ মালিস করিতে বিলম্ব হইলে, বেদনায় আমার প্রাণ যাইবে।"

যোহন বিলক্ষণ দ্রুত পদে যাইতে লাগিল। গ্রাম ছাড়াইয়া অর্দ্ধ ক্রোশ পথ গিয়াছে, এমন সময়ে পথের পার্শ্বে একটী শ্বেতবর্ণ খরগোস দেখিয়া, যোহন ঔষধের ব্যবস্থাপত্র পকেটে রাখিয়া, খরগোস ধরিতে প্রবৃত্ত হইল। অনেকক্ষণ তাড়াতাড়ি করিবার পর, খরগোসটা এক গর্ত্তে প্রবেশ করিল। যোহন নিরাশ হইয়া ঔষধের ব্যবস্থাপত্র বাহির করিয়া, আবার ডিস্পেন্সারি অভিমুখে গমন করিতে লাগিল। সূর্য্যাস্তের কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে যোহন ডিস্পেন্সারিতে পঁহুছিল। কিন্তু দেখে, ডিস্পেন্সারি বন্ধ, ঔষধবিক্রেতা গৃহে গিয়াছে। যোহন ভাবিল, এখন কি করি? ঔষধ বিক্রেতার গৃহ তথা হইতে অর্দ্ধ ক্রোশ; যোহন ভাবিল, সেখানে যাইতে হইলে সন্ধ্যা হইবে। তবে বাড়ী ফিরিয়া যাই—বলিব, সে ডিস্পেন্সারিতে এ ঔষধ পাওয়া গেল না। যোহন তাহাই করিল—খালি হাতে বাড়ী ফিরিয়া গেল। পিতাকে বলিল, সেখানে এ ঔষধ পাওয়া গেল না। পিতা শুনিয়া দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন। মাতাও দুঃখ করিলেন। আবার ডাক্তারকে ডাকান হইল। তখন যোহনের পিতার বেদনা অত্যন্ত বাড়িয়াছিল। ডাক্তার দেখিয়া বলিলেন, আর ঔষধ প্রয়োগের সময় নাই। অদ্য রাত্রেই ইহাঁর কাল হইবার সম্ভাবনা। সকলে কাঁদিতে লাগিল। মৃত্যুর সময় নিকট জানিয়া বৃদ্ধ পুত্র কন্যাদিগকে নিকটে ডাকিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিলেন। সকলকে ঈশ্বরের হস্তে সমর্পণ করিলেন। যোহনের মঙ্গলার্থে ঈশ্বরের কাছে বিশেষ প্রার্থনা করিলেন।

তখন যোহন মনে কি ভাবিতেছিল? অনুতাপে তাহার হৃদয় ফাটিয়া যাইতেছিল। সে ভাবিতেছিল, আমা হইতেই পিতার মৃত্যু হইল। যদি আমি সেই ঔষধ আনিতে পারিতাম, তাহা হইলে, হয় ত, পিতার মৃত্যু হইত না।

বৃদ্ধের মৃত্যু হইল—পরদিন অপরাহ্ণে তাঁহার সমাধি কার্য্য শেষ হইল। সকলে গৃহে আসিয়া শোক করিতে লাগিল। যোহন অধিক কাঁদিল। কেন? তাহার মনে অনুতাপানল জ্বলিতেছিল।

যোহনের মাতা ও ভ্রাতারা কর্ম্ম করিয়া তাহাকে স্কুলে পড়াইতে লাগিল। যোহন ক্রমে বিলক্ষণ লেখাপড়া শিখিতে লাগিল—অবশেষে সে এক কলেজে ভর্ত্তি হইল।

এক দিন রাত্রে যোহন শুইয়া২ অনেক বিষয় ভাবিতেছিল—ক্রমে২ পিতার কথা তাহার মনে পড়িল। শেষে ভাবিল, এমন দয়ালু পিতাকে আমি নিজে হত করিয়াছি। তাহার মনে পুনরায় অনুতাপের উদয় হইল। সে কাঁদিতে লাগিল।

আজি যোহনের মনে সত্য অনুতাপের উদয় হইয়াছে। যোহন উঠিয়া ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল। যীশুর নামে তাঁহার নিকট অপরাধ মার্জ্জনা চাহিল। ইহাতে তাহার মনে অনেক সান্ত্বনা জন্মিল। পরদিন প্রাতঃকালে সে উঠিয়া নিজগ্রামে গেল। এবং যেখানে পিতাকে মাটি দিয়াছিল, সেই খানে তাঁহার কবরের উপর জানু অবনত করিয়া ক্ষমা প্রার্থনা চাহিল। তাহাতে যোহনের মনে যথেষ্ট সান্ত্বনার উদয় হইল।

ইহাকেই বলি, যথার্থ অনুতাপ। সেই অবধি যোহন এক জন পরম ভক্ত খ্রীষ্টীয়ান হইল। অবশেষে তাহার দ্বারা অনেকের উপকার হইয়াছিল।

ঘুম্ পাড়াও জননি গো, ঘুম্ পাড়াও মোরে।

১

বারেক আয়রে ফিরে সুখের সে কাল,
যখন জানি নি কিছু জটিল জঞ্জাল।
সুখ দুঃখ ভাল মন্দ সংসারের স্বাদ,
স্বপনেও গণি নাই কোন পরমাদ।
মধুর শৈশব কাল কোথা গেলি হায়!
জর জর হৈল তনু সংসারের ঘায়।
সর্ব্ব দুঃখ পাশরিতে পুনঃ চাই তোরে,
ঘুম্ পাড়াও জননি গো, ঘুম্ পাড়াও মোরে।

২

মা গো, তুমি শৈশবের অমোঘ আশ্রয়,
আর কারে জানি নাই তুমি বিশ্বময়।

তব অঙ্ক মর্ত্ত্য ভূমি স্বর্গ তব মুখ,
সকলের সার তুমি দেও সর্ব্ব সুখ।
কি আশ্চর্য্য, একা তুমি সর্ব্বগুণাধার,
হায় রে কোথায় গেলি সে কাল আমার।
এস মাতা, কালস্রোত ঠেলিয়া সজোরে,
ঘুম্ পাড়াও জননি গো, ঘুম্ পাড়াও মোরে।

৩

সৃষ্টির মাঝারে কি বা অপূর্ব্ব সৃজন,
জননীর অটল অমল স্নেহ ধন।
এখন পড়ে মা, মনে দিবস শর্ব্বরী,
কেমনে রক্ষিলে মোরে আপনা পাশরি।
আমি তব সুখ শান্তি, আমি তব সার,
আমা ত্যজি কোন কর্ম্ম না ছিল তোমার।
সেই আমি আজি একা সংসারের ঘোরে,
ঘুম্ পাড়াও জননি গো, ঘুম পাড়াও মোরে।

৪

যার লাগি এত যত্ন দিবস রজনী,
এখন তাহার দশা দেখ গো জননি।
তরঙ্গে তরণী তুল্য ঘটনার বায়,
কোথা যাই, কোথা থাকি, ঠেকি কত দায়।
অবসন্ন হৈল তনু অবিরাম শ্রমে,
বাড়া অন্নে পড়ে ছাই দৈব ব্যতিক্রমে।
ক্ষয়ে ব্যয়ে মরণ ধর্ম্মেতে পাই শোক,
আমি রোপি শস্য, কাটি লয় অন্য লোক।

৫

তোমার সহিত মাগো, গেছে দয়া মায়া,
কর্ম্মক্ষেত্রে দেখি সব দানবের ছায়া।
কলের মতন খাটি কলে ফল আসে,
কেন হাসি কেন কান্দি, কেহ না জিজ্ঞাসে।
তাই আজি ক্লান্ত মন তোমা প্রতি ধায়,
স্নেহের মুরতি তুমি রহিলে কোথায়।
স্মরিলে তোমার মুখ সুখে বুক পোরে,

ঘুম পাড়াও জননি গো, ঘুম পাড়াও মোরে।

৬

তোমার সহিত মাগো, আছিল আমার,
শৈশবের লেনা দেনা শত কারবার।
সব দ্বন্দ্ব হেরে যেতো স্নেহের নিকট,
সইনি মর্ম্মের পীড়া, হইনি কপট।
এবে লোকে মমোপরি হৈতে চায় জয়ী,
হৃদয় খুলিয়া কথা কার কাছে কই।
আয় মা, সকল কথা আজি বলি তোরে,
ঘুম পাড়াও জননি গো, ঘুম পাড়াও মোরে।

৭

মাগো মা, তোমার কোল সর্ব্ব দুঃখহর,
লও মা, বারেক কোলে জুড়াক্ অন্তর।
আমার মুখের প্রতি এক দৃষ্টে চাও,
কোথা কত দাগ আছে মুছাইয়া দাও।
বুলাও তাপিত অঙ্গে তব হস্ত খানি,
সুখ এ জগতে আছে পুনরায় মানি।
মুখ ভরা মা বচন ডাকি মুখ ভোরে,
ঘুম্ পাড়াও জননি গো, ঘুম পাড়াও মোরে।

ঈশানচন্দ্র বসু।

বদান্যতা।

এক জন মাকিদনীয় সেনা একটী গর্দ্দভের পৃষ্ঠে স্বর্ণ মুদ্রার থলি সকল বোঝাই করিয়া সম্রাট আলেকজাণ্ডারের বাটীতে লইয়া যাইতেছিল। কিন্তু বোঝা এত ভারি হইয়াছিল যে, গর্দ্দভ তাহা বহিতে অশক্ত হইয়া শুইয়া পড়িল। সুতরাং সিপাহী স্বর্ণ মুদ্রার থলি সকল আপন স্কন্ধে তুলিল। কিন্তু এক গাধার বোঝা কি এক জন মনুষ্যে বহিতে পারে? সে খানিক দূরে লইয়া গিয়া, বোঝা নামাইল। তাহা দেখিয়া সম্রাট তাহাকে বলিলেন, বোঝা উঠাও, যদি বহিয়া লইয়া যাইতে পার, সমস্তই তোমার নিজের হইবে। তখন সে অক্লেশে তাহা স্কন্ধে করিয়া আপন গৃহে লইয়া গেল।

জলবিম্ব।

তোমার অনিত্য দেহ হেরিয়া নয়নে,
পাইয়াছি জলবিম্ব বড় ভয় মনে।
তোমার মতন মম অনিত্য জীবন,
ক্ষণেক থাকিয়া পরে করিবে গমন।
বলিতে কি পার ওহে কে পারে রাখিতে,
আমাকে মরণ হৈতে পৃথিবী মাঝেতে।
তাহৈলে যাইয়া তথা বুঝাইব তাঁকে,
মরণ হইতে ভবে রাখিতে আমাকে।
যদি তিনি দয়া কোরে রাখেন আমাকে,
তবে হব আনন্দিত জিনিয়া মৃত্যুকে।
পরম ঈশ্বরে তবে তুষিব আবার,
মৃত্যুতে লইয়া যায় সমীপে যাঁহার।
লঙ্ঘিয়াছি বিধি তাঁর জনম হইতে,
সেই হেতু পড়িয়াছি অসীম দুঃখেতে।
সেই দুঃখ হৈতে আমি পাইব নিস্তার,
যদ্যপি আশ্রয় পাই এমন জনার।
এতেক শুনিয়া জলবিম্ব কহে মোরে,
নাহি হেন জন এই পৃথিবী মাঝারে।
সকলে পড়িবে সেই মৃত্যুর আননে,
যখন আসিয়া দূত ডাকিবে ভবনে।
জান না কি তুমি ওহে ভাবুক নবীন,
অসীম জগৎ হয় কাহার অধীন?
তিনিই পারেন দিতে সকলের প্রাণ,
ক্রুশের উপর যিনি জীবন হারান।
তিনি ভিন্ন নাহি কেহ এই পৃথিবীতে,
তোমার জীবন যিনি পারেন অর্পিতে।
বহিয়া পাপের ভার তোমার কারণ,
নিস্তার কারণ তিনি জিনিয়া মরণ।
পরমেশ, ঈশসুত, যীশু নাম তাঁর,
পাপ হৈতে নিস্তারিতে নর অবতার।

দ্বিতীয় রামরাজা।

রুশীয় দেশের সম্রাট ইভান আমাদের রামের ন্যায় প্রজাবৎসল ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা ছদ্মবেশে স্বদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া আপন রাজশাসন বিষয়ে লোকের মতামত জ্ঞাত হইতেন। এক দিন একাকী ভ্রমণ করিতে২ তিনি মস্কাউএর নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং পথ চলিতে২ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ভান করিয়া, লোকদের নিকট বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত স্থান প্রার্থনা করিলেন। তিনি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন, ফলতঃ তাঁহাকে ভদ্র লোকের মত দেখাইতেছিল না—এ জন্য কেহ স্থান দিতে চাহিল না। লোকের এ প্রকার অনাতিথেয়তা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া তিনি তথা হইতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে আর একটী বাটী নিকটে দেখিতে পাইলেন। এ বাটীর কর্ত্তার নিকট আশ্রয়স্থান প্রার্থনা এ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। এই বাটীর দ্বারে আঘাত করিবামাত্র কৃষিজীবী গৃহস্থ বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, "কি চাহি ?"

সম্রাট কহিলেন, "আমি বড় ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি ; যদি থাকিবার স্থান ও কিঞ্চিৎ আহার দেও ত বড় উপকার হয়।"

গৃহস্থ উত্তর করিল, "তুমি বড়ই অসময়ে আসিয়াছ—আমার গৃহিণীর প্রসববেদনা উপস্থিত—যদি কষ্ট সহিতে সম্মত হও, তবে স্থান দিতে পারি।"

সম্রাট সম্মত হইলেন। গৃহস্থ তাঁহার হাত ধরিয়া, তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেল। গৃহমধ্যে তিন বৎসর বয়স্কা একটী বালিকা নিদ্রিতা ছিল—আর অপেক্ষাকৃত বড় আর দুটী বালিকা জানু অবনত করিয়া মাতার কষ্ট নিবারণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিল। মাতা গৃহান্তরে থাকিয়া প্রসববেদনায় চীৎকার করিতেছিল।

গৃহস্থ সম্রাটকে গৃহে বসিতে দিয়া কহিল, "এই খানে থাক—আমি তোমার জন্য কিছু খাবার আয়োজন করি।"

অল্পক্ষণ পরে গৃহস্থ কয়েকখানি রুটী ও কিছু মধু আনিল—এবং সম্রাটকে কহিল, "আমার ঘরে আর কিছু নাই—ইহাই আহার কর—সব খেও না—আমার ছেলেদের জন্য কিছু রাখিও। আমি যাই, দেখি, ও ঘরে কি হইতেছে।"

সম্রাট কহিলেন, "তুমি যে আমাকে দয়া করিলে, ঈশ্বর নিশ্চয় তোমাকে ইহার পুরস্কার দিবেন।"

গৃহস্থ বলিল, "ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, আমার গৃহিণী যেন কুশলে সন্তান প্রসব করেন—আমি আর কিছু চাহি না।"

সম্রাট্ কহিলেন, "আর কিছু চাও না ?"

কৃষক কহিল, "আর কিছু না—ঈশ্বর আমাকে পাঁচটী সন্তান সন্ততি দান করিয়াছেন। আমার মাতা পিতা জীবিত ও আমার সঙ্গেই আছেন। আর আমার ক্ষেত্রে যে শস্য হয়, তাহাতে সকলেরই স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন হইয়া থাকে।"

অনন্তর গৃহস্থ সূতিকাগৃহে গেল। ঘন্টাখানেকের মধ্যে গৃহিণী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিল। গৃহস্থ আনন্দে পূর্ণ হইয়া নবজাত পুত্রটীকে বস্ত্রে বেষ্টিত করিয়া আনিয়া অতিথিকে দেখাইল ; এবং বলিল, "এই আমার ষষ্ঠ সন্তান। দেখ, কেমন সুন্দর হইয়াছে !"

সম্রাট্ বড় সন্তুষ্ট হইয়া শিশুটীকে ক্রোড়ে লইলেন এবং বলিলেন, "বড় সুন্দর ছেলে হইয়াছে—আমি আকৃতি দেখিয়া অদৃষ্ট গণিতে জানি ; তোমার এ সন্তান এক জন বড় লোক হইবে।"

শুনিয়া কৃষকের মনে আরো আনন্দের উদয় হইল।

অনন্তর গৃহস্থের বৃদ্ধা মাতা আসিয়া নবজাত শিশুটীকে লইয়া গেল। গৃহস্থ তখন আপন তৃণশয্যায় শয়ন করিল—এবং অতিথিকেও শয়ন করিতে অনুরোধ করিল। সকলে ঘোর নিদ্রাপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু সম্রাটের কি তৃণশয্যায় নিদ্রা হয় ? তিনি উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন, ছেলেরা নির্ভাবনায় নিদ্রা যাইতেছে। গৃহস্থেরও ঘোর নিদ্রা হইয়াছে। সকলই শান্তিময়। তখন সম্রাট্ মনে২ ভাবিলেন, রাজবাটীতে শান্তি নাই—শান্তি এই কৃষকের গৃহে। ইহাই প্রকৃত সুখ। উচ্চাভিলাষ নাই—ধন নাই, সুতরাং দস্যু তস্করের ভয় নাই। নির্ভাবনায় ইহারা বাস করে।

পরদিন প্রাতঃকালে সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সম্রাট্ কৃষককে বলিলেন, "আমি তিন ঘন্টার মধ্যে আবার এই খানে আসিব।"

তিন ঘন্টা অতীত হইল, কেহ আইল না। কৃষক রীত্যনুসারে বালকটীকে বাপ্তাইজিত করিবার জন্য গির্জায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। তাহারা সকলে মিলিয়া বাটীর দ্বার দিয়া বাহির হইতেছে, এমন সময়ে রাজার গাড়ী ও সৈন্যগণ আসিতে দেখিল। কৃষক গৃহদ্বারে ছেলেদিগকে লইয়া দাঁড়াইয়া রাজাকে দেখিবার অপেক্ষায় রহিল। এমন সময়ে সম্রাটের গাড়ী ও সেনাগণ আসিয়া তাহারই

দ্বিতীয় রামরাজা।

রূশীয় দেশের সম্রাট ইভান আমাদের রামের ন্যায় প্রজাবৎসল ছিলেন। তিনি সর্ব্বদা ছদ্মবেশে স্বদেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া আপন রাজশাসন বিষয়ে লোকের মতামত জ্ঞাত হইতেন। এক দিন একাকী ভ্রমণ করিতে২ তিনি মস্কাউএর নিকটবর্ত্তী কোন গ্রামে প্রবিষ্ট হইলেন। এবং পথ চলিতে২ অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়াছিলেন বলিয়া ভান করিয়া, লোকদের নিকট বিশ্রাম করিবার নিমিত্ত স্থান প্রার্থনা করিলেন। তিনি সামান্য পরিচ্ছদ পরিধান করিয়াছিলেন, ফলতঃ তাঁহাকে ভদ্র লোকের মত দেখাইতেছিল না—এ জন্য কেহ স্থান দিতে চাহিল না। লোকের এ প্রকার অনাতিথেয়তা দেখিয়া বিরক্ত হইয়া তিনি তথা হইতে ফিরিয়া যাইতেছিলেন, এমন সময়ে আর একটী বাটী নিকটে দেখিতে পাইলেন। এ বাটীর কর্ত্তার নিকট আশ্রয়স্থান প্রার্থনা এ পর্য্যন্ত করা হয় নাই। এই বাটীর দ্বারে আঘাত করিবামাত্র কৃষিজীবী গৃহস্থ বাহিরে আসিয়া জিজ্ঞাসিল, "কি চাহি ?"

সম্রাট কহিলেন, "আমি বড় ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছি ; যদি থাকিবার স্থান ও কিঞ্চিৎ আহার দেও ত বড় উপকার হয়।"

গৃহস্থ উত্তর করিল, "তুমি বড়ই অসময়ে আসিয়াছ—আমার গৃহিণীর প্রসববেদনা উপস্থিত—যদি কষ্ট সহিতে সম্মত হও, তবে স্থান দিতে পারি।"

সম্রাট সম্মত হইলেন। গৃহস্থ তাঁহার হাত ধরিয়া, তাঁহাকে গৃহে লইয়া গেল। গৃহমধ্যে তিন বৎসর বয়স্কা একটী বালিকা নিদ্রিতা ছিল—আর অপেক্ষাকৃত বড় আর দুটী বালিকা জানু অবনত করিয়া মাতার কষ্ট নিবারণের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিতেছিল। মাতা গৃহান্তরে থাকিয়া প্রসববেদনায় চীৎকার করিতেছিল।

গৃহস্থ সম্রাটকে গৃহে বসিতে দিয়া কহিল, "এই খানে থাক—আমি তোমার জন্য কিছু খাবার আয়োজন করি।"

অল্পক্ষণ পরে গৃহস্থ কয়েকখানি রুটী ও কিছু মধু আনিল—এবং সম্রাটকে কহিল, "আমার ঘরে আর কিছু নাই—ইহাই আহার কর—সব খেও না—আমার ছেলেদের জন্য কিছু রাখিও। আমি যাই, দেখি, ও ঘরে কি হইতেছে।"

সম্রাট কহিলেন, "তুমি যে আমাকে দয়া করিলে, ঈশ্বর নিশ্চয় তোমাকে ইহার পুরস্কার দিবেন।"

গৃহস্থ বলিল, "ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা কর, আমার গৃহিণী যেন কুশলে সন্তান প্রসব করেন—আমি আর কিছু চাহি না।"

সম্রাট্ কহিলেন, "আর কিছু চাও না ?"

কৃষক কহিল, "আর কিছু না—ঈশ্বর আমাকে পাঁচটী সন্তান সন্ততি দান করিয়াছেন। আমার মাতা পিতা জীবিত ও আমার সঙ্গেই আছেন। আর আমার ক্ষেত্রে যে শস্য হয়, তাহাতে সকলেরই স্বচ্ছন্দে প্রতিপালন হইয়া থাকে।"

অনন্তর গৃহস্থ সূতিকাগৃহে গেল। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে গৃহিণী একটী পুত্র সন্তান প্রসব করিল। গৃহস্থ আনন্দে পূর্ণ হইয়া নবজাত পুত্রটীকে বস্ত্রে বেষ্টিত করিয়া আনিয়া অতিথিকে দেখাইল ; এবং বলিল, "এই আমার ষষ্ঠ সন্তান। দেখ, কেমন সুন্দর হইয়াছে !"

সম্রাট্ বড় সন্তুষ্ট হইয়া শিশুটীকে ক্রোড়ে লইলেন এবং বলিলেন, "বড় সুন্দর ছেলে হইয়াছে—আমি আকৃতি দেখিয়া অদৃষ্ট গণিতে জানি ; তোমার এ সন্তান এক জন বড় লোক হইবে।"

শুনিয়া কৃষকের মনে আরো আনন্দের উদয় হইল।

অনন্তর গৃহস্থের বৃদ্ধা মাতা আসিয়া নবজাত শিশুটীকে লইয়া গেল। গৃহস্থ তখন আপন তৃণশয্যায় শয়ন করিল—এবং অতিথিকেও শয়ন করিতে অনুরোধ করিল। সকলে ঘোর নিদ্রাপ্রাপ্ত হইল। কিন্তু সম্রাটের কি তৃণশয্যায় নিদ্রা হয় ? তিনি উঠিয়া বসিলেন। দেখিলেন, ছেলেরা নির্ভাবনায় নিদ্রা যাইতেছে। গৃহস্থেরও ঘোর নিদ্রা হইয়াছে। সকলই শান্তিময়। তখন সম্রাট্ মনে২ ভাবিলেন, রাজবাটীতে শান্তি নাই—শান্তি এই কৃষকের গৃহে। ইহাই প্রকৃত সুখ। উচ্চাভিলাষ নাই—ধন নাই, সুতরাং দস্যু তস্করের ভয় নাই। নির্ভাবনায় ইহারা বাস করে।

পরদিন প্রাতঃকালে সকলের নিদ্রা ভঙ্গ হইল। সম্রাট্ কৃষককে বলিলেন, "আমি তিন ঘণ্টার মধ্যে আবার এই খানে আসিব।"

তিন ঘণ্টা অতীত হইল, কেহ আইল না। কৃষক রীত্যনুসারে বালকটীকে বাপ্তাইজিত করিবার জন্য গির্জায় লইয়া যাইবার নিমিত্ত প্রস্তুত হইল। তাহারা সকলে মিলিয়া বাটীর দ্বার দিয়া বাহির হইতেছে, এমন সময়ে রাজার গাড়ী ও সৈন্যগণ আসিতে দেখিল। কৃষক গৃহদ্বারে ছেলেদিগকে লইয়া দাঁড়াইয়া রাজাকে দেখিবার অপেক্ষায় রহিল। এমন সময়ে সম্রাটের গাড়ী ও সেনাগণ আসিয়া তাহারই

বাটীর দ্বারে থামিল। সম্রাট গাড়ীহইতে নামিলেন, এবং কৃষকের হস্ত ধরিয়া কহিলেন, "আমি তোমার নবজাত শিশুর ধর্ম্মপিতা হইব। চল, গির্জায় চল।" সম্রাটের কথা শুনিয়া কৃষক অবাক্ হইল। সে আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া সম্রাটের অঙ্গের রত্নালঙ্কার সকল নিরীক্ষণ করিতে লাগিল। তখন সম্রাট্ বলিলেন, "গত রাত্রে তুমি মনুষ্যের বিষয়ে মনুষ্যের যাহা কর্ত্তব্য, তাহা করিয়াছ। অদ্য আমি তোমাকে তাহার পুরস্কার দিতে আসিয়াছি। এই অবস্থায় তুমি সুখে আছ, আমি তোমার এ অবস্থার পরিবর্ত্ত করিতে চাহি না। তোমাকে যথেষ্ট জমি, গো গর্দ্দভ ইত্যাদি এবং একটী বড় বাটী দিব, যেন তুমি স্বচ্ছন্দে অতিথিসেবা করিতে পার। কিন্তু আমি তোমার এই নবশিশুর সকল প্রকার ভার গ্রহণ করিলাম—আমি ইহাকে বড় লোক করিব।" কৃষকের মুখে বাক্য সরিল না—সে ছেলেটীকে আনিয়া সম্রাটের পদতলে রাখিল। সম্রাট্ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইলেন এবং আপনি গির্জায় লইয়া গেলেন। বাপ্তিস্মক্রিয়া সমাপন হইলে সম্রাট্ আবার কৃষকের গৃহে গিয়া বসিলেন। তাহাকে কহিলেন, "তোমার এ সন্তান একটু বড় হইলেই আমার নিকট পাঠাইবে। আমি ইহাকে রাজভবনে রাখিয়া, প্রতিপালন করিব।"

সম্রাট্ বাস্তবিক তাহাই করিলেন। কৃষককে যথেষ্ট নিষ্কর জমি ও ও গোমেষাদি দান করিলেন। এবং ছেলেটীকে রাজভবনে রাখিয়া বিদ্যা শিক্ষা করাইলেন। অবশেষে এই বালক এক জন বড় লোক হইয়া উঠিল। সৎকার্য্যের কেমন পুরস্কার!

সৌজন্যের পুরস্কার।

প্রাতঃকাল, নিশির সে নিস্তব্ধতা নাই, আবার পৃথিবী কলরবে পূর্ণ হইল। আবার মৃদুহিল্লোলে প্রাতঃসমীর বহিতে লাগিল। কৃষকগণ লাঙ্গল কাঁধে করিয়া মাঠে যাইতে লাগিল, নাবিকগণ আপন২ নৌকা খুলিয়া দিল, সকলেই কার্য্যে ব্যস্ত। কিন্তু হুগলী জেলার অন্তর্গত মধুপুর নামক গ্রামের একটী অষ্টম বর্ষীয় বালক এখনও শয্যা পরিত্যাগ করে নাই,—বেলা আটটা বাজিল, তবু শয্যা পরিত্যাগ করিতেছে না। বালকের নিকটে কেহই নাই। বালক কি নিদ্রা যাইতেছে? পাঠক, নিকটে চল, আমরা গিয়া দেখি, কেন এ বালক শয্যা পরিত্যাগ

করিয়া উঠিতেছে না। বালক নিদ্রা যাইতেছে না, চক্ষের জলে শয্যা ভাসাইতেছে। আহা! সরলমতি বালকদিগের চক্ষে জল দেখিলে, সহসাই মনে বেদনা হয়।

প্রায় এক সপ্তাহ গত হইল, উক্ত বালকের মাতা ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। এই বালক মাতার একমাত্র সন্তান। সুতরাং মাতৃবিয়োগজনিত দুঃখই বালককে এ প্রকার ব্যথিতচিত্ত করিয়াছে। তাহার আর কেহই নাই। মাতৃকুলে সকলেই মরিয়াছেন। পিতৃকুলে কেবল দরিদ্র পিতা বর্ত্তমান। যখন বালকের মাতা বর্ত্তমান ছিলেন, তখন তাহাকে কোন প্রকার সাংসারিক কষ্ট ভোগ করিতে হয় নাই, মাতা দুগ্ধাদি বিক্রয়দ্বারা এক প্রকার সচ্ছল ভাবে সংসার চালাইতেন। কিন্তু আর সে মাতা নাই। সুতরাং বালক পিতার সহিত দারিদ্র্য কষ্ট অত্যন্ত ভোগ করিত। বিশেষতঃ বালক নিতান্ত শিশুকালহইতে শূলবেদনাগ্রস্ত। সুতরাং তাহার দুঃখের আর পরিসীমা নাই। আজ্ সেই ভয়ঙ্কর শূলবেদনায় বালক শয্যাগত, মুখে বাক্য নাই; কেবল অনর্গল অশ্রুবারি চক্ষুহইতে বিগলিত হইতেছে; আর এক২ বার ফোঁপাইতে২ বলিতেছে, "মা, তোমার 'অন্ধের নড়িকে' এক বার দেখে যাও, আমার কাছে এসো, আমার গায়ে হাত বুলাইয়া দেও; আমি গেলাম।" কে তাহা শুনিবে? পিতা রামজীবন ঘোষ, কাছে নাই; অতি প্রত্যুষে ক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন। তিনি সমস্ত দিন কষ্ট করিয়া যাহা পাইবেন, তাহাই পিতাপুত্রের সম্বল। সুতরাং রামজীবন পীড়িত সন্তানকে গৃহে একাকী রাখিয়া ক্ষেত্রে গমন করিয়াছেন। ক্রমে বেলা দুই প্রহর হইল। বালকের শূলবেদনাও কথঞ্চিৎ কমিতে আরম্ভ হইল। এখন বালক শয্যাহইতে উঠিয়া পিতার আগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ক্ষুধায় অস্থির, অল্প বয়স্ক বালক, এত বেলা হইয়াছে, তবু কিছুই আহার পায় নাই। আর কাহার্ নিকটেই বা খাদ্য যাচ্ঞা করিবে? মা নাই, যে দৌড়িয়া আব্দার করিয়া মাতার কাছে যাইবে। বালক ভাবিতে লাগিল। পরিশেষে এক জন প্রতিবেশী গৃহস্থের বাটীতে গিয়া বলিল, "বাবা কাজে গিয়াছেন, এখনও আসেন নাই; আমি সকালহইতে কিছুই খাই নাই, বড় খিদে গেলেছে, আমাকে কিছু খাবার দিতে পারেন?" প্রতিবেশী এই কথা শুনিবামাত্র অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, কোন প্রকারে চক্ষের জল সংবরণ করিয়া বালককে খাবার দিলেন। বালক খাদ্য পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। ক্রমে দিন অবসান হইয়া

গেল। রামজীবন সমস্ত দিন গাধাখাটুনি খেটে ছয় আনা পয়সামাত্র রোজগার করিলেন। তাহাতেই কোন প্রকারে আহারোপযোগী দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া রন্ধন করিলেন। পরিশেষে পুত্রকে ডাকিয়া উভয়ে আহার করিতে বসিলেন। শূলবেদনায় কেমন কষ্ট হইয়াছিল, প্রতিবেশীর গৃহে কি প্রকার খাদ্য যাচ্ঞা করিয়াছিল, বালক এই সকল বিষয় পিতাকে বলিতে লাগিল। বালকের কথা শুনিয়া রামজীবনের হৃদয় ফাটিতে লাগিল। কি করিবেন, কোনই উপায় নাই, মনের কষ্ট মনেই রহিয়া গেল। আহার সমাপনান্তে তাঁহারা উভয়ে শয়ন করিলেন।

রামজীবন এই রূপ দুঃখ ও কষ্টে দিনযাপন করিতে আরম্ভ করিলেন। ক্রমে এক বৎসর গত হইল। তাঁহার সাংসারিক অবস্থার কিছুমাত্র পরিবর্ত্তন হয় নাই। বরং অতিরিক্ত পরিশ্রম হেতু তাঁহার শরীর জীর্ণ ও শীর্ণ হইয়াছিল, কেবল পুত্রের মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি এরূপ কঠিন পরিশ্রমেও বিমুখ হইতেন না। রামজীবন দরিদ্র ছিলেন, সত্য বটে, কিন্তু ঈশ্বরকে ভয় করিতেন; কখন অর্থ উপার্জ্জনের জন্য ধর্ম্মবিরুদ্ধ উপায় অবলম্বন করিতেন না। যাহারা রামজীবনকে জানিত, তাহারাই তাঁহার উপর সন্তুষ্ট ছিল। রামজীবন কখন মিথ্যা কথা কহিতেন না, সর্ব্বদা ব্যবহারে ও কার্য্যে সারল্যের পরিচয় প্রদান করিতেন। রামজীবন সকলের নিকট ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত ছিলেন।

এক দিন সন্ধ্যার প্রাক্কালে রামজীবন কোন কার্য্যোপলক্ষ্যে বাজারে গমন করিতেছিলেন, এমন সময়ে অনেক দিনের পরিচিত এক জন বন্ধুর সাক্ষাৎ পাইয়া অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইলেন। রামজীবন তাঁহাকে দেখিবামাত্র চিনিতে পারিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "কি হে রামদাস, ভাল আছ ত?" রামদাস তাঁহাকে প্রথমে চিনিতে পারেন নাই, কিন্তু পরে যখন চিনিতে পারিলেন, তখন আনন্দিত মনে বলিয়া উঠিলেন, "ভাই, রামজীবন, তুমি ত ভাল আছ? অনেক দিন তোমার সহিত সাক্ষাৎ হয় নাই। পরিবার ত সকল ভাল?" রামজীবন বলিলেন, "আর ভাই, ও সব কথা কিছু বলো না? আমি এখন দুঃখের সাগরে ভাসিতেছি; গৃহিণী ওলাউঠা রোগে প্রাণত্যাগ করিয়াছেন, কেবল একটী মাত্র পীড়িত সন্তান লইয়া বাঁচিয়া আছি। দুটী অন্নের জন্যে ভাবিতে২ সমস্ত দিন যায়।" রামদাস, রামজীবনের দুঃখের কথা শুনিয়া অত্যন্ত কাতর হইলেন। রামদাস বলিলেন,

"রামজীবন, ঈশ্বরের প্রতি তোমার যদি বিশ্বাস থাকিত, তাহা হইলে তুমি কখন সংসারচিন্তায় কাতর হইতে না। আমিও তোমার মত নিরাশ্রয় ছিলাম, সান্ত্বনার নিমিত্ত আমার নিকটে কিছুই ছিল না। কিন্তু ঈশ্বর করুণা পূর্ব্বক আমার নিকট সপ্রকাশ হইলেন, আমার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত হইল, আমি ঈশ্বরকে আপন পিতাস্বরূপ প্রাপ্ত হইলাম। তিনি আমার সান্ত্বনা, তিনি আমার পথ, তিনি আমার সর্ব্বেসর্ব্বা।" রামদাসের কথা শুনিয়া রামজীবন আশ্চর্য্য হইলেন। রামজীবন রামদাসকে ডাকাইতের দলের সর্দ্দার বলিয়া জানিতেন। আজ্ সেই রামদাস ঈশতত্ত্বের প্রসঙ্গ করিতেছেন, ইহা বাস্তবিকই আশ্চর্য্যের বিষয়; তাহাতে আর সন্দেহ কি? রামজীবন অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, রামদাস আর এখন ডাকাইতের দলের সর্দ্দার নন, তিনি মনঃপরিবর্ত্তন করিয়াছেন; এক্ষণে খ্রীষ্ট যীশুর দাস হইয়াছেন; তাঁহারই মরণ মঙ্গলসমাচার প্রচার করিবার জন্য তিনি মধুপুরে উপস্থিত হইয়াছেন। উভয়ে অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত ধর্ম্ম বিষয়ে আলাপাদি করিলেন। রামজীবন রামদাসের নিকটহইতে অনেক নূতন বিষয় শুনিলেন, পুত্রের কথা হঠাৎ মনে পড়াতে রামজীবন রামদাসের নিকটহইতে বিদায় গ্রহণ করিয়া বাড়ী গেলেন। বিদায় হইবার সময় রামদাস, স্বীয় বন্ধুকে ধর্ম্মপুস্তকের একখানি অংশ দান করিয়া, চলিয়া গেলেন।

যাহারা সরল ও সদাচারী হয়, ঈশ্বর তাহাদিগকে সর্ব্বদা সাহায্য করিয়া থাকেন। রামদাসের সহিত কথোপকথনের পর রামজীবন ত্রাণকর্ত্তা যীশুর নামে সর্ব্বদা প্রার্থনা করিতেন, তিনি যাহা কিছু আপনার অভাব বলিয়া বোধ করিতেন, তাহার মোচনার্থ আর মনুষ্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেন না, তিনি আপনার সমস্ত অভাব একবারে ত্রাণকর্ত্তা যীশুর নামে পিতা ঈশ্বরের নিকট উপস্থিত করিতেন। যীশুর নামে প্রার্থনা করিলে, ঈশ্বর তাহার উত্তর দিয়া থাকেন। কখন তিনি কোন প্রার্থীকে রিক্ত হস্তে বিদায় করেন নাই।

যে দোকানীর নিকট রামজীবন প্রত্যহ চাউল ক্রয় করিতেন, তথায় চাউল ক্রয় করিবার জন্য গমন করিলেন। সে দিবস দোকানী রামজীবনের দোকানে উপস্থিতির পূর্ব্বেই চাউল তৌল করিয়া একটী মৃৎপাত্রে রাখিয়াছিল। যাইবামাত্রেই রামজীবন চাউল লইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করিলেন। বাড়ী আসিয়া চাউল ধৌত করিবার সময় দেখিলেন, চাউলের ভিতরে কতকগুলি রৌপ্যমুদ্রা রহিয়াছে। রৌপ্যমুদ্রা দেখিবা-

মাত্র রামজীবন অত্যন্ত ভীত হইলেন। রামজীবনের পুত্রও তথায় উপস্থিত ছিল। সে রৌপ্যমুদ্রাগুলি দেখিয়া অত্যন্ত প্রীত হইয়া বলিল, "বাবা, আর আপনাকে তত কাজ করিতে হইবে না, এই রৌপ্য মুদ্রাগুলি রাখিয়া দিলে আমরা অনেক দিন সুখস্বচ্ছন্দে থাকিতে পারিব। আর খাদ্যাভাবে আমাদের কষ্ট হইবে না।" রামজীবন বালকের কথা শুনিয়া বলিলেন, না; এমন কথাও মনে স্থান দিও না। এ রৌপ্য মুদ্রাগুলি আমাদের নহে। বোধ হয়, কেহ দোকানীকে ঠকাইয়া থাকিবে। মানুষে টের পাবে না, সত্য বটে, কিন্তু সর্ব্বদর্শী ঈশ্বর সকলই দেখিতেছেন। আমরা যদি এই টাকাগুলি রাখি, তাহা হইলে কখন ঈশ্বর আমাদিগের ভাল করিবেন না। এ তাহার রৌপ্য মুদ্রা, আমি এখনি তাহাকে দিয়া আসিব।" এই বলিয়া রামজীবন চাউল ও সেই মুদ্রাগুলি লইয়া দোকানে উপস্থিত হইলেন। দোকানীকে রৌপ্য মুদ্রা গ্রহণ করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু দোকানী গ্রহণ করিল না। দোকানী বলিল, এ টাকাগুলি তোমার, আমার নহে। রামজীবন আশ্চর্য্য হইলেন, "সে কি? আমার কি প্রকারে হইল? আমি গরিব মানুষ, এত টাকা কোথাহইতে পাইব?" পরিশেষে দোকানী বলিল, "তোমার এক জন প্রতিবেশী, তোমার ব্যবহারে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়া এই মুদ্রাগুলি অদ্য আমাকে দিয়া যান, এবং অনুরোধ করেন, যেন আমি কোন প্রকারে তোমাকে এই মুদ্রাগুলি প্রদান করি। তিনি তাঁহার নাম উল্লেখ করিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছেন। তুমি ইহা বাড়ী লইয়া যাও, ইহা তোমার; আমার নহে।" রামাজীবন দোকানীর নিকটে এই ঘটনা শুনিয়া ঈশ্বরের ধন্যবাদ করিতে২ গৃহে গেলেন এবং পুত্রকে সমস্ত বৃত্তান্ত অবগত করিলেন। রামজীবন আপন সরল ব্যবহারের পুরস্কার ধন্যবাদের সহিত সম্ভোগ করিতে লাগিলেন।

তিনকড়ি চট্টোপাধ্যায়।

কুলের কামিনী।

হে বধু! বদনশশী ঢাক নীলাম্বরে।
যদি নাহি মুখ ঢাক, অবনত মুখে থাক,
পরের চাহনি, ধনি, সহিবে কি কর্য্যে,—
তাই বলি, মুখ-শশী ঢাক নীলাম্বরে।

বল লো ললনে, একি শরম লক্ষণ?
আছে কি এ হেন সৃষ্টি, না সহে লোকের দৃষ্টি,
আছে কি রমণীহৃদে এমন লিখন?
বল লো ললনে, সে কি শরম-লক্ষণ?

বধূ শব্দে সম্বোধন করি গো তোমারে।
কুলের কামিনী তুমি, সকল সম্মানভূমি,
এমন আদর মান সাজে আর কারে?
সশঙ্ক হৃদয়ে আমি সম্বোধি তোমারে।

তোমার প্রভাবে হেরি অপ্সরা উর্ব্বশী,
একান্ত চোরের প্রায়, পুষ্পবনে ঢাকি কায়,
পুরুরবা আলিঙ্গিতে হলো না সাহসী,—
কি ছার ত্রিদিব সুখ ভাবিলা উর্ব্বশী। *

কি ছার বিলাসপ্রিয়া! ধন্য কুলবতি!
সতী-হস্তে পতি কেনা, ভাবিলা বসন্তসেনা,
মরুভূমিমাঝে তার সুখ-স্রোতস্বতী;
চারুদত্ত জায়া ধূতা ধন্য কুলবতি! †

সৃষ্টির সৌন্দর্য্যমাঝে তুমি তো প্রধান।
নহে সে সৌন্দর্য্য ছটা, লোক মোহিবার ঘটা,
তোমাতে গ্রন্থিত দেখি সকল কল্যাণ;
দেখাও মানবে তুমি সৌন্দর্য্য প্রধান।

সুন্দর সৃজন তব লোক-রক্ষা হেতু।
জ্ঞানীরে রাখহ বশে, কবিরে ভুলাও রসে,
গৃহীর গৃহস্থ ধর্ম্ম রক্ষণের সেতু,
তোমার সৃজন জানি লোক-রক্ষা হেতু।

কুলের কামিনি! তব সহস্র বন্ধন।
যতনে যে রাখ কুল, সব সম্পর্কের মূল,
পিতা মাতা সুতা জায়া নন্দন-নন্দন—
কুলের কামিনি! তব সুখের বন্ধন।

---

* বিক্রমোর্ব্বশী নাটক। † মৃচ্ছকটিক নাটক।

ভূতলে অতুল শোভা নব শিশু কোলে।
দ্বিতীয় ধরিত্রী সম, পাল সুত প্রিয়তম,
মধুর বচনে শিশু ডাকিবে মা বোলে;
কুলের দীপক প্রিয় পুত্রে লহ কোলে।

কুলের কামিনি! তুমি যতনের ধন।
সব কষ্টে চক্ষে বারি, মান অভিমান ভারী,
পর পরশনে লজ্জাবতীর মতন;
তাই ত রক্ষিতে তোমা এত আয়োজন।

তোমার অঙ্গেতে কেহ যদি তুলে হাত।
যদি দেশে থাকে রাজা, তখনি সে পাবে সাজা,
নতুবা সে দেশ শীঘ্র যাবে অধঃপাত;
অমোঘ সতীর শাপ ফলিবে নির্ঘাত।

হে সতি! ভারত মাঝে বধূ তব নাম।
বুঝ লো বধূর ধর্ম্ম, ত্যজ না বধূর কর্ম্ম,
জগতে বিখ্যাত বঙ্গবধূ গুণগ্রাম;
রেখো লো ভারত মাঝে বধূদের নাম।

কমনীয় অঙ্গ তব ঢাক আচ্ছাদনে।
পল্লবে কুসুম ঢাকে, মেঘে সৌদামিনী থাকে,
মোহনীয়া কেশরাশি ঢাক লো যতনে;
গৌরবের ধন সব থাকে আচ্ছাদনে।

গজেন্দ্রগতিতে তুমি করিও গমন।
ধীরে ধীরে কথা কও, গুরুজনে নত রও,
উচিত কার্য্যেতে কর হস্ত প্রসারণ;
রন্ধনে ভোজনে হোক্ লক্ষ্মীর লক্ষণ।

লোকের মঙ্গল চাও ঈশ্বরের কাছে।
অনাথ-দুঃখির ভার, বল কে লইবে আর?
স্নেহ মায়া দয়া সার আর কার কাছে;
সবারি কল্যাণ মাগ ঈশ্বরের কাছে।

সঙ্কটে স্মরণ কর ভারতললনা।
সাবিত্রী পরমা সতী, দময়ন্তী গুণবতী,
জনম-দুঃখিনী সীতা পতিপরায়ণা;—
দুঃখেতে না ত্যজে ধর্ম্ম ভারতললনা।
ঈশানচন্দ্র বসু।

লিবিংষ্টোনের বলদ।

লিবিংষ্টোনের নাম, বোধ হয়, আমাদের পাঠকগণের মধ্যে অনেকেই শুনিয়া থাকিবেন। প্রায় ১২ বৎসর পূর্ব্বে ইনি আফ্রিকা-দেশস্থ নীল নদীর উৎপত্তি স্থান আবিষ্কার করণার্থ আফ্রিকা দেশের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেন। যে অঞ্চলে তিনি যান, তথায় ভারতবর্ষের ন্যায় রেলওয়ে নাই। তত্রত্য লোকেরা অতি অসভ্য পশুবৎ। তথায় আমাদের দেশের মত গাড়ী বা পাল্কী পাওয়া যায় না। বা অতিথিশালা নাই, কেহই পথিককে আপনার গৃহে থাকিতে স্থান দেয় না, বরং বিদেশী লোক পাইলে কাটিয়া ফেলে। লিবিংষ্টোন এমন দেশে ভ্রমণ করিতেন। এক বার লিবিংষ্টোন এক ষাঁড়ে আরোহণ করিয়া (শিবের ন্যায়!) যাইতেছিলেন। যাইতে২ ষাঁড় হঠাৎ

চমকিয়া উঠিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে জঙ্গলের মধ্য দিয়া দৌড়িল। লিবিংষ্টোন দেখিলেন, ষাঁড়ের পৃষ্ঠে আর বসিয়া থাকা যায় না। কিন্তু ষাঁড় না থামিলে উহার পৃষ্ঠহইতে নামা যায় না। অবশেষে ষাঁড় একটা বৃহৎ বৃক্ষের তলা দিয়া দৌড়িল, বৃক্ষের ডাল ধরিয়া লিবিংষ্টোন ঝুলিতে লাগিলেন, ষাঁড় দৌড়িয়া চলিয়া গেল। এই দেশেই লিবিংষ্টোনের মৃত্যু হয়। শেষে তাঁহার দেহ ইংলণ্ডে লইয়া গিয়া ওয়েষ্টমিনিষ্টর আবি নামক স্থানে সমাধিস্থ করা হইয়াছে।

যীশুর নিকট আগমন।

১

যেই ভাবে আছি,—নাহি কিছু আশা আর,
ভরসা কেবল রাখি শোণিতে তোমার,
বলেছ আসিতে, তাই তোমার সদন—
পরমেশ-মেষশিশু, করি আগমন!

২

যেই ভাবে আছি,—কিছু বিলম্ব না করি,
চিত্তের মালিন্য কিছু নাহি পরিহরি;
তব রক্ত করে সর্ব্ব কলঙ্ক স্খালন,
পরমেশ-মেষশিশু, করি আগমন!

৩

যেই ভাবে আছি,—বড় ব্যথিত অন্তর,
ভাবনা, সন্দেহ হৃদে জাগে নিরন্তর;
বাহিরে প্রলয়, ভয়ে আকুলিত মন,
পরমেশ-মেষশিশু, করি আগমন।

৪

যেই ভাবে আছি,—অন্ধ, দীন, দুরাচার;
পেতে চিত্তস্বাস্থ্য, ধন, দৃষ্টি পুনর্ব্বার,
তোমাতে যা কিছু চাহি পাবারি কারণ,
পরমেশ-মেষশিশু, করি আগমন!

৫

যেই ভাবে আছি,—তুমি করিবে গ্রহণ,

সম্ভাষণ, পুরস্কার, মার্জ্জনা, মোচন;
বিশ্বাস করি হে তব প্রতিজ্ঞা-বচন,
পরমেশ-মেষশিশু, করি আগমন!

৬

যেই ভাবে আছি,—তব প্রেম চমৎকার,
ভাঙ্গিয়াছে বাধা সব, করি হে স্বীকার;
তোমারি, তোমারি শুধু হবারি কারণ,
পরমেশ-মেষশিশু, করি আগমন!

রাহা।

চতুর্দ্দশ পদী।

হরিণ যেমন জলস্রোতের আকাঙ্ক্ষা করে, হে ঈশ্বর, আমার প্রাণ তদ্রূপ তোমার আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। গীত ৪২; ১।

নিমগ্ন মানব যথা অপথ সাগরে,
চাহে কূল, বাঁচাইতে জীবন রতনে;
অথবা চিরপ্রবাসী মাতৃভূমি তরে
ব্যস্ত যথা নিরখিতে প্রিয় পরিজনে;
কিম্বা রে নিদাঘে যথা বনের ভিতরে,
তৃষায় কাতরা মৃগী চাহে রে জীবনে—
হে নাথ, অজ্ঞাত নহে তোমার গোচরে,—
কাঁদে এ পরাণ মম তব অদর্শনে।
হে নাথ, যাইব কবে তব নিত্য ধামে?
কবে এ পাপ শ্রবণে পূত বীণাধ্বনি
শুনিব, রহিয়া তব অনন্ত আরামে?
ডাকিবে যখন তুমি যাইব তখনি।
আহ্বানে রাখাল যথা মেষশিশুগ্রামে,
তেমনি ডাকিহ মোরে, অহে চিন্তামণি।

রাহা।

কৃষ্ণ ভল্লুক।

পৃথিবীর অন্য সকল স্থান অপেক্ষা আমেরিকাতেই অধিকসংখ্যক কৃষ্ণভল্লুক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা পর্ব্বতে ও বিজন অরণ্যে বাস করিতে ভাল বাসে, এবং ছোট২ পশু ও পক্ষ্যাদি আহার করে। কিন্তু ইহারা বৃক্ষমূল ও ডিম্ব আহার করিতে সমধিক ভাল বাসে। পাইলে মৎস্য ও কীটাদিও আহার করে। আঘাত প্রাপ্ত না হইলে ইহারা সচরাচর মনুষ্যকে আক্রমণ করে না। কেহ ইহাদিগকে আঘাত করিলে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়, ও আক্রমণ করে। অতিশয় বলবান বলিয়াই ইহারা অত্যন্ত মারাত্মক শত্রু। ইহারা বিড়ালের ন্যায় অতি সহজে বৃক্ষে আরোহণ করিতে পারে। যখন চারি দিকে দৃষ্টি করিতে ইচ্ছা করে, তখন পশ্চাতের পদদ্বয়ে ভর দিয়া দাঁড়ায়, এবং এই ভাবে কিয়দ্দূর শীঘ্র গমনও করিতে পারে। ইহারা বৃক্ষের কোটরে, অথবা জঙ্গলের মধ্যে কোন ভূপতিত বৃক্ষের নীচে মৃত্তিকাতে গর্ত্ত খনন করিয়া বাস করে। শীতকালের আরম্ভেই ইহারা আপন২ গর্ত্তে যাইয়া থাকে ও প্রায় সমস্ত শীতকাল নিদ্রা যায়, গ্রীষ্মকাল না আসিলে গর্ত্তের বাহির হয় না। ভল্লুকের চর্ম্ম শীতবস্ত্রের পরিবর্ত্তে ব্যবহার ও বসাদ্বারা তৈল হয়, এই জন্য লোকে উহাদিগকে বধ করিয়া থাকে। ভল্লুকের তৈল মাথায় মাকিলে শীঘ্র চুল পড়িয়া যায় না। ভল্লুক অতিশয় বলবান জন্তু হইলেও অতি সহজে পোষ মানে। ইহারা আপন পালনকর্ত্তাকে বিলক্ষণ ভাল বাসে ও অনায়াসে নানা প্রকার চাতুরী শিখিতে পারে। ভল্লুকের বিষয়ে আমাদের অনেক প্রকার গল্প শোনা আছে। এক্ষণে তোমাদিগকে তাহার দুই একটী বলি। উত্তর আমেরিকাতে অনেক বিস্তীর্ণ অরণ্য আছে, তন্মধ্যে বহুসংখ্যক ভল্লক বাস করে। শীতকালে

অনেক লোক এই জঙ্গলে যাইয়া বৃক্ষ কাটে ও তক্তা করে। তাহারা চালা তুলিয়া সেই বনের মধ্যে কিছু দিন বাস করে। তাহাদের করাত সকল কলে চলে। কলের বলে সারি২ কতকগুলি করাত এক বার সম্মুখের দিকে ও আর বার পশ্চাতে সরিয়া যায়। যে কাষ্ঠটী চিরিতে হইবে, তাহা করাতের সম্মুখে থাকে। যত চেরা হয়, ততই উহা মধ্যে প্রবেশ করে। এক দিন একটী মোটা কাষ্ঠ চেরা হইতেছে, কারখানার এক জন ভৃত্য সেই কাষ্ঠের উপরে আপনার খাবার জিনিস রাখিয়া আহার করিতেছে। এমন সময়ে তাহাকে কর্ম্মান্তরে যাইতে হইল, সে আহার ফেলিয়া চলিয়া গেল। তাহার পুনরায় আসিতে কিছু বিলম্ব হইল। পরে সে আসিতে২ দূরহইতে দেখে, এক ভল্লুক সেই কাষ্ঠের গুঁড়ির উপর বসিয়া পরম সুখে তাহার খাবার জিনিস খাইতেছে। মানুষটীর হাতে বন্দুক ছিল না, সুতরাং কিঞ্চিৎ দূরে দাঁড়াইয়া ভল্লুকের প্রতিগমন প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে কাষ্ঠখণ্ড ক্রমশঃ চিরিয়া করাতের দিকে সরিয়া যাওয়াতে ভল্লুকের পৃষ্ঠে আঁচড় লাগিতে লাগিল। ইহাতে ভল্লুক রাগত হইয়া গর্জ্জন করিয়া উঠিল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে করাতের দাঁতে ভল্লুকের পৃষ্ঠদেশের কতকটা কাটিয়া গেল। ভল্লুক আরো রাগত হইয়া করাতের সঙ্গে যুদ্ধ করিতে গেল। ভল্লুকের যুদ্ধের প্রণালী তোমাদিগকে বলিতেছি। উহারা যাহাকে বধার্থ ধরে, তাহাকে দুই হাতে ধরিয়া এমন করিয়া চাপে যে ধৃত বস্তু খণ্ড২ হইয়া যায়। ভল্লুক যথাসাধ্য জোরে করাত জড়াইয়া ধরিল, কিন্তু যত জোরে করাত জড়াইয়া ধরিল, ততই করাতের দ্বারা আঘাত প্রাপ্ত হইল। যত ক্ষণ না ভল্লুক প্রায় দ্বিখণ্ড হইয়া পড়িয়া গেল, তত ক্ষণ করাত ছাড়িল না। আহার সামগ্রী নষ্ট হওয়াতে সেই মনুষ্যের কোন ক্ষতি হইল না, কেননা ভল্লুকের চর্ম্ম ও বসা বড় দামী জিনিষ।

এক বার ঐ অরণ্যের মধ্যে কোন ব্যক্তি একটী বৃক্ষারূঢ় পক্ষীকে গুলি করিয়া হত করে। পক্ষিটী গুলি খাইয়া মরিয়া বৃক্ষের এক শাখায় আটকিয়া থাকে। তাহা পাড়িবার জন্য শিকারী বৃক্ষে উঠে, কিন্তু অকস্মাৎ বৃক্ষের অতি উচ্চ এক শাখাহইতে নীচে পড়িয়া যায়। এবং খানিক ক্ষণ অচেতন হইয়া থাকে, পরে চেতনা লাভ করিয়া সে যে কোথায় আছে, তাহা নিশ্চয় করিতে অক্ষম হয়। সে মাটীতে না পড়িয়া বৃক্ষের কোটরের ভিতরে পড়িয়াছিল। এই বৃক্ষের স্কন্ধটী ও তাহার মুখ উপরের দিকে ছিল। এত উচ্চহইতে পড়াতেও সে বড়

একটা আঘাত প্রাপ্ত হইল না; তাহার কারণ এই, ঐ গর্ত্তটীর মধ্যে খড় কুটা ও বৃক্ষের পাতা সকল পাতা ছিল। অবশেষে শিকারী জানিতে পারিল যে, সে কোন বন্য পশুর গর্ত্তমধ্যে পড়িয়াছে। তাহাতে সে অত্যন্ত ভীত ও উহাহইতে বাহির হইবার জন্য ব্যাকুল হইল। কিন্তু শেষে তাহার বাহির হইবার আশা অতীব দুরাশামাত্র বোধ করিল। কোটরটী ১৩ হাত গভীর, পার্শ্বদেশ এমন পরিষ্কার ও চিক্কণ যে কিছু ধরিয়া উপরে উঠিবার আর উপায় নাই। উপরের দিক খোলা থাকাতে কোটরের মধ্যে আলোক প্রবেশ করিত; তদ্দ্বারা সে কোটরের পার্শ্বদেশে কোন জন্তুর নখরচিহ্ন দেখিতে পাইয়া জানিতে পারিল যে, উহা ভল্লূকের বাসস্থান। তখন সে মনে২ কহিতে লাগিল, যদি এক্ষণে ভল্লূক আইসে, তাহা হইলে সে আমাকে মারিয়া ফেলিবে; যদি নাও ইসে, তথাপি আমার বাঁচিবার আশা নাই; কেননা, তাহা হইলে, আআমি অনাহারে মরিব। আমার আর ইহাহইতে উত্তীর্ণ হইবার উপায় নাই, কোন মনুষ্যও আমাকে দেখিতে পাইবে না, আমি নিশ্চয় মরিব। এ বিপদে ঈশ্বর ভিন্ন আমাকে সাহায্য করিতে পারে, এমন আর কেহই নাই। সে প্রার্থনা করিল। সাহায্যের জন্য ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করিল। তখন তাহার মনে হইল যে, ঈশ্বর দানিয়েলকে সিংহের গর্ত্তে রক্ষা করিয়াছিলেন, তাঁহার ইচ্ছা হইলে তিনি এক্ষণে তাহাকে এ বিপদহইতে উদ্ধার করিতে পারিবেন। কি উপায়ে যে ঈশ্বর তাহাকে উদ্ধার করিবেন, তাহা সে জানিত না। কিন্তু তাহার এরূপ বিশ্বাস হইল যে, যদি আমি তাঁহাতে নির্ভর করি, তিনি কোন না কোন উপায়ে আমাকে বর্ত্তমান বিপদহইতে উদ্ধার করিবেন। সে প্রার্থনা করিতেছে, এমন সময়ে অকস্মাৎ গর্ত্তের দ্বারদেশ অন্ধকারে আবৃত হইল। দেখিতে দেখিতে এক ভীষণাকার ভল্লূক আসিয়া গর্ত্তের মধ্যে পশ্চাৎ পদদ্বয় প্রবেশ করাইয়া দিল। তখন এই নিরুপায় ব্যক্তি ভাবিল, যদি এখন আমি ভল্লূকের পশ্চাতের পদ দৃঢ়রূপে ধরি, তাহা হইলে হয় ত সে আমাকে উপরে টানিয়া তুলিবে। অনন্তর ভল্লূক যখন যথেষ্ট নিকটে আসিল, শিকারী দুই হাতে দৃঢ়রূপে তাহাকে ধরিল। ধরিবামাত্র ভল্লূক চমকিয়া উঠিল, এবং তাড়াতাড়ি উপরে উঠিতে লাগিল, শিকারী কিন্তু উহাকে দৃঢ়রূপে ধরিয়াই রহিল। ভল্লূক গর্ত্তহইতে উঠিবামাত্র শিকারী তাহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করণার্থ তিলেকমাত্র কিলম্ব না করিয়া লম্ফ দিয়া বৃক্ষের তলায় নামিল ও তথাহইতে আপনার বন্দুক উঠাইয়া

লইয়া গমন করিল; তখন ভল্লূক জানিতে পারিল যে, সুচতুর মনুষ্য তাহার গর্ত্তমধ্যে প্রবেশ করিয়াছিল। আমি নিশ্চয় বলিতে পারি, এই ব্যক্তি ঈশ্বরকে ধন্যবাদ প্রদান করিতে ভুলে নাই। সে বিলক্ষণ বুঝিতে পারিয়াছিল যে, ঈশ্বর তাহার প্রার্থনা শুনিয়াছিলেন।

কণ্টকশয্যা।

এই কণ্টকশয্যায় শায়িত ব্যক্তি কে? ইনি কণ্টকশয্যায় শুইয়া কি করিতেছেন? ইনি সন্ন্যাসী। কণ্টকশয্যায় শুইয়া ভাগবত পড়িতেছেন এবং আপনার ত্যাগস্বীকারের পরাকাষ্ঠা দেখাইতেছেন। কি ভ্রম! আপনার শরীরকে কষ্ট দিলেই কি পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন? এই শরীর কষ্ট দিবার জন্য সৃষ্ট হয় নাই। বরং অনাবশ্যক স্থলে শরীরকে ইচ্ছা পূর্ব্বক কষ্ট দিলে পাপ হয়। এই সন্ন্যাসী তাহা জানেন না। জানিলে কণ্টক শয্যায় শুইয়া শরীরকে কষ্ট দিতেন না। আর বাস্তবিক কি রূপ উপাসনায় পরমেশ্বর সন্তুষ্ট হয়েন, তাহাও ইনি জানেন না। ঈশ্বর, ভক্তি ও প্রেম চাহেন, কণ্টকশয্যা চাহেন না। এই সন্ন্যাসীর ত্যাগস্বীকারের প্রশংসা করি, কিন্তু ইহার মনে ঈশ্বরের প্রতি ভক্তি ও প্রেম আছে কি না, তাহা কি রূপে বলিব? যদি তাহা না থাকে, তবে ইহার ত্যাগস্বীকার বৃথা। যখন আমাদের দেশের লোক সত্য ত্রাণকর্ত্তাকে জানিতে পারিবে, তখন এ সকল আড়ম্বর ত্যাগ করিয়া ভক্তি ও প্রেমের সহিত ঈশ্বরের উপাসনা করিবে।

নাস্তিকের পরাজয়।

লণ্ডননিবাসী জনৈক নাস্তিক উত্তর ইংলণ্ডে গমন করত, তথাকার একটী গ্রামবাসীদিগের নিকট এক দিন নাস্তিকতার পোষকতা করিয়া এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন; বক্তৃতা সমাপ্ত হইলে তিনি শ্রোতৃগণকে বলিলেন, "আপনাদের মধ্যে যদি কেহ তর্কদ্বারা আমার মত খণ্ডন করিতে পারেন, তবে তিনি আমার সম্মুখে আসুন।" নাস্তিক-বক্তার দাম্ভিকতা দেখিয়া, এক জন জীর্ণকায়, পুরাতন বস্ত্র পরিহিতা বৃদ্ধা নারী তাঁহার সন্নিকট গমন করিয়া বলিলেন, "মহাশয়, আপনাকে গুটিকতক কথা বলিতে ইচ্ছা করি।" নাস্তিক বলিলেন, "আপনার যাহা ইচ্ছা, তাহা বলিতে পারেন।" বৃদ্ধা বলিলেন, "দশ বৎসর অতীত হইল, আমার স্বামী, আটটী অবগণ্ড সন্তান রাখিয়া পরলোকে গমন করেন; এই বহুমূল্য বাইবেল বিনা তিনি আর কোন সম্পত্তি রাখিয়া যান নাই। কিন্তু ঐ পুস্তকের উপদেশানুসারে, ঈশ্বরেতে একান্ত বিশ্বাস করিয়া, আমি আমার সন্তান সন্ততিদিগের,ভরণ পোষণ করিতে সক্ষম হইয়াছি। এক্ষণে আমি মৃত্যুর সন্নিকট বটে, কিন্তু আমার অন্তঃকরণ আনন্দ ও শান্তিতে পূর্ণ, কারণ আমি বিলক্ষণ অবগত আছি যে, আমি আমার ত্রাণকর্ত্তা যীশুর সমভিব্যাহারে স্বর্গরাজ্যে চিরকাল বাস করিব; ধর্ম্মাবলম্বিনী হইয়া আমার অশেষ উপকার হইয়াছে,এক্ষনে নাস্তিকমতাবলম্বী হইয়া, আপনার কি হইয়াছে? আপনার মনে কি সুখ ও শান্তি আছে?"

বক্তা অপ্রতিভ হইয়া বলিলেন, "নারি, আমি তোমার মানসিক শান্তি নষ্ট করিয়া তোমাকে কষ্ট দিতে ইচ্ছা করি না; কিন্তু—" তাঁহার কথা শেষ হইবার পূর্ব্বে বৃদ্ধা বলিলেন, "আমার প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর দিউন, আমি অন্য কোন কথা শুনিতে বাঞ্ছা করি না। নাস্তিক-মতাবলম্বী হইয়া আপনার কি লাভ হইয়াছে, তাহাই আমাকে বলুন।" বক্তা মহাশয় পুনর্ব্বার বৃদ্ধার প্রশ্নের উত্তর এড়াইতে চেষ্টা করাতে, সভাস্থ সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাস্য করিয়া উঠিলেন। বক্তা, বৃদ্ধা স্ত্রীদ্বারা পরাজিত হইয়া প্রস্থান করিলেন।

বঙ্গদেশীয় অনেক নব্য যুবক কথায় এবং কাজে আপনাদিগকে নাস্তিক বলিয়া বড়াই করেন। কেহ বা জগতের মিথ্যা প্রতিষ্ঠালাভে যত্ন করেন, কেহ বা অন্যায় উপায়ে অর্থ উপার্জ্জনে ব্যস্ত। কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, এরূপ স্বেচ্ছাচারি যুবকদের মনে কি সুখ আছে?

না; খ্রীষ্টীয়ানের মত ইঁহারা মানসিক সুখ ও শান্তি উপভোগ করিতে কখন পারেন না। যে সুখ ও শান্তি জগৎ প্রদানে অক্ষম, তাহাই প্রকৃত খ্রীষ্টীয়ান ভোগ করেন। অতএব, হে যুবকগণ, যীশুকে প্রেম করিতে আরম্ভ কর। তাহা হইলে, জগতের ধন, মান, ও কোন বস্তু-হইতে যাহা পাইতে পারা যায় না, তাহা তোমরা প্রাপ্ত হইবে; তোমাদের আত্মা অক্ষয় সুখ ও শান্তিতে পরিপূর্ণ হইবে; তোমরা উক্ত বৃদ্ধার ন্যায়, সর্ব্বদাই এই বলিতে পারিবে যে, আমাদের আত্মা আনন্দেতে পূর্ণ।

সর্পের প্রতি।

১

এদন উদ্যানে যবে আদিম দম্পতি,
সুখে ছিলা নিষ্পাপেতে প্রফুল্ল অন্তরে,
পরমেশপদচিহ্নে করিতেন গতি।
দ্বেষ হিংসা নাহি ছিল তাঁদের অন্তরে।

২

হইল জগৎ সৃষ্টি যাঁহার ইচ্ছায়,
তিনি সদা করিতেন রক্ষণাবেক্ষণ,
সকলি সুলভ ছিল প্রভুর দয়ায়।
কিছুরই অভাব নাহি জানিলা তখন।

৩

তুই সর্প বিষধর (স্মরিলে সে কথা,
কত যে উপজে দুঃখ মানবের মনে।)
এ হেন সময়ে তুই যাইয়া রে তথা,
বঞ্চিলি নারীরে মিষ্ট কথার ছলনে।

৪

"অই যে অমৃত বৃক্ষ দেখিছ ওখানে,
ওর ফল পাড়ি খাও, খাও গো ত্বরায়!
লভিবা ঈশ্বর-তুল্য সদসৎ জ্ঞানে!"
ভুলিলা সরলা নারী তোর ছলনায়।

৫

পাড়িয়া নিষিদ্ধ ফল করিলা আহার,
আদমে ডাকিয়া পুনঃ দিলা সেই ফল,
সে হৈতে প্রবেশে ভবে পাপ দুরাচার।
তারি তরে পাপে রত মানব সকল।

রাহা।

ভবিষ্যদ্বাক্য।

মনুষ্য যে কেবল বিগত বিষয় সকল স্মরণ করিয়া রাখিবার ক্ষমতা-বিশিষ্ট, এমত নহে, কিন্তু কিঞ্চিৎ পরিমাণে ভাবি অবস্থারও অনুমান করিবার তাহার শক্তি আছে। স্বভাবের গতি সদাকালই সমভাবে আছে এবং এক প্রকার কারণহইতে সর্ব্বদাই এক প্রকার ফল উৎপন্ন হয়, এজন্যে বহুদর্শিতার গুণে মনুষ্য অনেক বার ভাবি বিষয় সম্পর্কে বিলক্ষণ ব্যুৎপত্তি প্রদর্শন করিয়া থাকে। প্রাকৃতিক ঘটনা অর্থাৎ ঋতু পরিবর্ত্তন, চন্দ্র ও সূর্য্যগ্রহণ বিষয়ে তাহার গণনা প্রায়ই যথার্থ হইয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত নীতি নিয়মের ভাবি সম্পর্কেও তাহার অনুমান প্রায়ই নির্ভুল হয়।

কিন্তু বাস্তবিক ভবিষ্যদ্বাক্য—যাহা মনুষ্যদিগের বুদ্ধির অগম্য—তাহা ভবিষ্যৎ জ্ঞানসাপেক্ষ এবং সেই জ্ঞান কেবল সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বজ্ঞ ঈশ্বরেরই আছে। যে মহাপুরুষ প্রাণিমাত্রেরই সৃষ্টিকর্ত্তা ও শাসনকর্ত্তা, তাঁহারই কেবল ভাবি বিষয় সকল বিগত বিষয়ের ন্যায় স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়,—তিনিই কেবল ভবিষ্যৎ বিষয় সকল প্রকাশ করিতে সক্ষম, এই নিমিত্ত ভাবি বিষয় সম্পর্কে যদি কোন পুস্তক থাকে, তবে অবশ্যই তাহা ঈশ্বরের দ্বারা বিরচিত হইয়া থাকিবে।

ধর্ম্মপুস্তকমধ্যে ঐরূপ ভবিষ্যদ্বাক্য অনেক আছে, কিন্তু সেই সকল বাস্তবিক ভবিষ্যদ্বাক্য কি না, তাহার তত্ত্বানুসন্ধান করা উচিত। যে সকল ঘটনা সম্বন্ধে ঐ সকল ভাবিবাক্য কথিত হইয়াছে, সেই সকল ঘটিবার পূর্ব্বে কি ঐ সকল ভাবিবাক্য লিখিত ও প্রচারিত হইয়াছিল? ঘটনার সহিত ভাবিবাক্যের স্পষ্ট ঐক্য আছে কি না? ঐ সকল ঘটনা কি এরূপ দুরূহ যে, ঘটিবার পূর্ব্বে মনুষ্য তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র অনুভব করিতে অক্ষম? যদ্যপি এই প্রশ্নত্রয়ের সন্তোষজনক প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহা হইলে অবশ্যই ইহা স্বীকার করিতে হইবে যে, ঐ সকল ভাবিবাক্য ঈশ্বর মনুষ্যদ্বারা কহিয়াছিলেন।

ধর্ম্মপুস্তকের আদিভাগে অনেক ভাবিবাক্য লিখিত আছে। পরিত্রাণকর্ত্তা সম্বন্ধে ঐ সমুদয় ভাবিবাক্য উক্ত হইয়াছিল। দায়ূদ ও যিশায়াহ পুস্তকে আমরা ত্রাণকর্ত্তার বিষয়ে অনেক ভাবিবাক্য পাঠ করি; যথা, তিনি দায়ূদের বংশজাত হইবেন, কুমারীর গর্ভে জন্ম গ্রহণ করিবেন, বৈৎলেহম্ নগরে তাঁহার জন্ম হইবে, গালীল প্রদেশে তাঁহার বাল্যকাল অতিবাহিত হইবে, তাঁহার জীবন দুঃখ ও অপমানে যাপন হইবে, এক জন বন্ধুর দ্বারা শত্রুহস্তার্পিত হইবেন, দোষিগণের ন্যায় বিচারিত হইবেন, অতিশয় নম্রতা ও সহিষ্ণুতা প্রকাশ করিবেন, ক্রুশোপরি তাঁহার মৃত্যু হইবে, হত্যাকারিগণ তাঁহার গাত্রের বস্ত্র বিভাগ করিয়া লইবে, দোষিগণের সহিত পরিগণিত হইলেও এক ধনি ব্যক্তির সমাধিমধ্যে তাঁহাকে কবর দেওয়া হইবে, তৃতীয় দিবসে তিনি পুনরুত্থান করিবেন, এবং এই জগৎ পরিত্যাগ করিয়া স্বর্গারোহণ করিবেন। এই সকল ঘটনা ঘটিবার পূর্ব্বে কি ঐ সকল ভাবিবাক্য প্রচারিত হইয়াছিল?

ঐ সকল ভাবিবাক্য আমাদের ধর্ম্মপুস্তকে আছে। ঘটনার সহিত ঐ সকল ভাবিবাক্যের ঐক্য আছে কি না? দায়ূদ ও যিশায়াহের পুস্তকের ঐ সকল অংশ সুসমাচারের সহিত তুলনা করিয়া দেখ, তাহা হইলে তাহাদিগের পরস্পর ঐক্য দর্শনে চমৎকৃত হইবে। আর তাহাতে তৃতীয় প্রশ্নেরও কি আমরা সন্তোষজনক প্রত্যুত্তর প্রাপ্ত হই না? দেখ, ঐ সকল ঘটনা কেমন দুরূহ ও মনুষ্যগণের বুদ্ধির অগম্য! ঐরূপ ঘটনা পূর্ব্বে কখন হয় নাই, তবে তাহাদিগকে অবশ্যই ঈশ্বরপ্রকাশিত বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

ধর্ম্মপুস্তকে এমন অনেক ভাবিবাক্য আছে, যাহার সফলতা বিষয়ে আমরা অন্য ইতিহাসমধ্যে পাঠ করিয়া থাকি। যথা, নিনবি, ইজিপ্ট, ত্রোয়া, বাবিলন, যিরূশালেম প্রভৃতি নগরসমূহের ধ্বংসের বিষয় ও যিহূদিদের ছিন্নভিন্ন হওন সমুদায় ধর্ম্মপুস্তকে অতি স্পষ্টরূপে লিখিত আছে এবং কেমন সুন্দররূপে ঐ সকল সফল হইয়াছে! ধর্ম্মপুস্তকে আরও অনেক ভবিষ্যদ্বাক্য আছে, যাহা এক্ষণে সম্পূর্ণ সফল না হইয়া কিঞ্চিৎ পরিমাণে হইয়াছে।

সুসমাচার প্রচার বিষয়ে ঐ সকল ভাবিবাক্য কথিত হইয়াছে। যীশুর ধর্ম্ম এক্ষণে যে পরিমাণে প্রচারিত হইয়াছে, তাহা ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কাহারও পূর্ব্বে বলিবার ক্ষমতা ছিল না। মনুষ্যগণের মানসিক অবস্থার প্রতি এক বার দৃষ্টি কর, তাহা হইলে সুসমাচার ব্যাপ্ত

হইবার বাধা সকল বুঝিতে পারিবে। যিহুদি ও অন্য জাতিগণের মধ্যে কেমন বিরোধ ভাব ছিল, প্রেরিতদিগের কি রূপ অবস্থা এবং তাহাদিগকে অন্য ধর্ম্মাক্রান্ত ব্যক্তিগণ হইতে কত তাড়না সহ্য করিতে হইয়াছিল, একবার বিবেচনা করিয়া দেখ। তাহা হইলে নিশ্চয় জানিতে পারিবে যে, ঈশ্বর ব্যতিরেকে আর কাহারও ভাবিবাক্য বলিবার ক্ষমতা নাই।

ধর্ম্মপুস্তকে এরূপ অনেক ভাবিবাক্য আছে, যাহা অদ্যাবধি সফল হয় নাই, কিন্তু সময়ে সফল হইবে, আমাদিগের এরূপ বিশ্বাস করা উচিত, কেননা যে ধর্ম্মপুস্তক এত ভাবিবাক্যদ্বারা ঈশ্বরদত্ত বলিয়া প্রমাণ হইল, তাহাতে কথিত অন্যান্য ভাবিবাক্য যে অবশ্যই সফল হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মমত;—শাস্ত্র।

কিছু দিন হইল, "ব্রাহ্মধর্ম্মের মতসার" নামে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজহইতে একখানি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। "ঈশ্বর," "পরলোক," "শাস্ত্র," "সাধু" "প্রায়শ্চিত্ত," "যুক্তি," "উপাসনা," "সাধন," "জাতি," "অন্যান্য ধর্ম্মের সহিত সম্বন্ধ," "কর্ত্তব্য," ইত্যাদি বিষয় সম্বন্ধে ব্রাহ্মমত এই পুস্তকে বর্ণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে শাস্ত্র বিষয়ক মতটীর সমালোচনে আমরা এক্ষণে প্রবৃত্ত হইলাম।

ব্রাহ্মেরা বলেন যে, "ঈশ্বরের হস্তরচিত প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র দুই,—জগৎরূপ গ্রন্থ এবং আত্মানিহিত স্বাভাবিক জ্ঞান, ভৌতিক জগতে সৃষ্টিকর্ত্তার জ্ঞান, শক্তি ও দয়া স্বর্ণাক্ষরে লিখিত আছে; তাঁহার কার্য্য পাঠ করিলে তাঁহাকে জানা যায়। দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর, পরলোক ও নীতি সম্বন্ধীয় সমুদয় মূলসত্য মনুষ্যপ্রকৃতিতে স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে। স্বাভাবিক বিশ্বাসই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল।"

ইহাতে স্পষ্টই জানা যায় যে, "স্বাভাবিক বিশ্বাসই ব্রাহ্মধর্ম্মের মূল।" অতএব শাস্ত্র সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্মের মতটীও ("ঈশ্বরের হস্তরচিত প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র দুই,-জগৎরূপ গ্রন্থ এবং আত্মানিহিত স্বাভাবিক জ্ঞান,") যে স্বাভাবিক বিশ্বাসমূলক বলিয়া ব্রাহ্ম ধর্ম্মকে করেন, ইহা অনায়াসেই অনুভূত হইতেছে। এক্ষণে বিবেচ্য, শাস্ত্রসম্বন্ধে ব্রাহ্মমত স্বাভাবিক বিশ্বাসমূলক কি না। এই তত্ত্ব যে সর্ব্বতোভাবে বৈধ, ইহা অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। ডাক্তার মেকস্, যাঁহাকে স্বাভাবিক বিশ্বাস-

তত্ত্ব বিষয়ে মীমাংসক বলিয়া ব্রাহ্মেরাও মানিয়া থাকেন, তিনি বলেন যে, কেহ যদি বিচারকালীন আপন বাক্য পোষণ হেতু কোন মত মূলসত্য বলিয়া বর্ণনা করেন, ঐ মত যে যথার্থতঃ স্বতঃসিদ্ধ ও অবশ্যবিশ্বাস্য, ইহা সপ্রমাণ করিতে আমরা তাঁহাকে অনুরোধ করিতে পারি। অতএব শাস্ত্রসম্বন্ধে যে ব্রাহ্মমত স্বাভাবিকবিশ্বাসমূলক, এ কথাটী প্রমাণসিদ্ধ কি না, ইহা নির্ণয় করিতে প্রবৃত্ত হওয়া অসঙ্গত নহে। বিজ্ঞানবিৎ মেকস্ আরও বলেন যে, আদৌ এক শ্রেণীভুক্ত তাবৎ পদার্থ বা অবস্থা সম্বন্ধে এক কালে স্বাভাবিক বিশ্বাস উদিত হয় না; কিন্তু ঐ শ্রেণীস্থ প্রত্যেক পদার্থ ও অবস্থাসম্বন্ধে আমরা স্বতন্ত্র ভাবে জ্ঞান লাভ করি। উদ্ভূত পদার্থ বা অবস্থামাত্রেরই কারণ আছে, এরূপ কার্য্যকারণবিষয়ক স্বাভাবিক বিশ্বাস আদৌ উৎপন্ন হয় না। কোন একটী পদার্থের বা অবস্থার উদ্ভাবন প্রত্যক্ষ হইবামাত্রেই ঐ পদার্থের বা অবস্থার অবশ্য কারণ থাকিবে, এই বিশ্বাস প্রথমতঃ উৎপন্ন হয়। পরে পৃথক২ অবস্থা সম্বন্ধে পুনঃপুনঃ এই রূপ বিশ্বাস অনুভূত হইলে, উদ্ভূত পদার্থ বা অবস্থা মাত্রেরই যে কারণ আছে, ইহা আমাদিগের জ্ঞানগোচর হয়। অতএব একটী পদার্থ বা অবস্থা বিষয়ে সত্য বলিয়া যাহা আমাদিগের প্রতীতি হয়, ঐ জাতীয় তাবৎ পদার্থ বা অবস্থা সম্বন্ধেও তাহা যে সত্য, ইহা নির্ণয় করিতে হইলে, পণ্ডিতেরা তুল্য পদার্থজ্ঞাননির্দ্দেশতত্ত্ব বিষয়ে যে সমস্ত বিধি সংস্থাপন করিয়াছেন, তাহা প্রয়োগ করিতে হইবে। ঐ বিধি সম্যক্‌রূপে প্রযুক্ত হইলে একটী পদার্থ বা অবস্থা সমন্ধে স্বাভাবিক বিশ্বাস যেরূপ প্রামাণিক, ঐ জাতীয় তাবৎ পদার্থ বা অবস্থা সম্বন্ধেও সেই বিশ্বাস তদ্রূপ প্রামাণিক হইয়া উঠে। এক্ষণে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, বিচার্য্য শাস্ত্রীয় স্বাভাবিক বিশ্বাসও আদৌ জাগতিক ও আত্মিক তাবৎ ঈশ্বরজ্ঞাপক লক্ষণের প্রতি এক কালে প্রবর্ত্তিত হইতে পারে না। জগৎ ও আত্মানিহিত পৃথক্২ ঈশ্বরজ্ঞাপক লক্ষণ পৃথক্২ প্রত্যক্ষ হইলে সেই২ লক্ষণ স্বতন্ত্র ভাবে আমাদিগের প্রতীতি হইতে পারে। পরে তুল্য পদার্থজ্ঞাননির্ণায়ক বিধি প্রযুক্ত হইলে, জগৎ ও আত্মানিহিত তাবৎ ঈশ্বরজ্ঞাপক লক্ষণই যে প্রকৃত, ইহা আমাদিগের বোধগম্য হইতে পারে। এই রূপে ঈশ্বরের হস্তরচিত জগৎরূপ গ্রন্থ এবং আত্মানিহিত স্বাভাবিক জ্ঞান এই ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বয় যে প্রকৃত, ইহা আমাদিগের উপলব্ধি হইতে পারে। পরন্তু, এই দুই ধর্ম্মশাস্ত্র প্রকৃত, এবং প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র দুই, এই বাক্যদ্বয় তুল্যার্থক নহে। তথাপি যুক্তিমার্গ অতিক্রম

করিয়া ব্রাহ্মেরা বলেন যে, "ঈশ্বরের হস্তরচিত প্রকৃত ধর্ম্মশাস্ত্র দুই।" তাবৎ সম্ভাব্য শাস্ত্রাবলী এক২ করিয়া সহজজ্ঞানরূপ নিকষদ্বারা পরীক্ষা করিয়া স্থির করিয়াছি যে, জগৎরূপ গ্রন্থ এবং আত্মানিহিত স্বাভাবিক জ্ঞান এই ধর্ম্মশাস্ত্র দ্বয় ব্যতীত আর প্রকৃত শাস্ত্র নাই, ব্রাহ্মেরা যে এতাদৃশ প্রগল্ভ প্রস্তাব করিতে উদ্যত হইবেন, ইহা অনুভব হয় না। বস্তুতঃ এই প্রসঙ্গহইতে এইমাত্র উপলব্ধি হইতে পারে যে, জগৎরূপ গ্রন্থ এবং আত্মানিহিত স্বাভাবিক জ্ঞান এই ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বয় ব্যতীত আর কোন শাস্ত্রের প্রকৃতত্ব সহজজ্ঞানসিদ্ধ নহে, অর্থাৎ, সহজজ্ঞানসিদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রই সহজজ্ঞানসিদ্ধ। একথাটী সকলেরই অবশ্য স্বীকার্য্য বটে। কিন্তু প্রকৃত শাস্ত্র যে আর নাই, এই জ্ঞান ইহার দ্বারা প্রতীত হইতে পারে না।

পুনশ্চ, শাস্ত্র বিষয়ক ব্রাহ্মমত সম্বন্ধে আর একটী প্রতিবাদ দৃষ্ট হইতেছে। স্বভাবসিদ্ধ জ্ঞান যাদৃশ প্রামাণিক, স্বভাবসিদ্ধ আশাও যে তাদৃশ প্রামাণিক, ইহা অবশ্য স্বীকার্য্য। অতএব, উল্লিখিত ধর্ম্মশাস্ত্রদ্বয় ব্যতীত অন্যান্য তাবৎ শাস্ত্রই যে অপ্রাকৃতিক, ইহা যদি যথার্থতঃ স্বাভাবিক বিশ্বাসবলে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে, তাহা হইলে জগৎ ও আত্মানিহিত ঈশ্বরজ্ঞাপক লক্ষণসমূহের প্রাচুর্য্য স্বীকার না করিয়া মনুষ্যমাত্রেরই প্রত্যাদেশ প্রত্যাশা করা কি রূপে সম্ভবে? ফলতঃ তাবৎ মনুষ্যই যে প্রত্যাদেশ-প্রত্যাশী, ইতিহাসমাত্রেই ইহার ভূরি২ প্রমাণ প্রদর্শিত হইয়াছে। বিজ্ঞানবিৎ মেকস্ বলেন যে, সর্ব্ববাদির সম্মতি স্বাভাবিক বিশ্বাসের লক্ষণ বিশেষ। এক্ষণে কথিত আশাও যে উক্ত লক্ষণাক্রান্ত, ইহা স্পষ্টই লক্ষিত হইতেছে। বস্তুতঃ শাস্ত্রসম্বন্ধীয় ব্রাহ্মমত স্বাভাবিক বিশ্বাসরূপে আত্মায় নিহিত থাকিলে, আপ্তবাক্য-প্রত্যাশা মনুষ্যপ্রকৃতিতে কখনও স্থান পাইত না। এস্থলে ব্রাহ্মেরা বলিতে পারেন যে, আদৌ এতাদৃশ স্বাভাবিক বিশ্বাস আত্মায় নিহিত থাকিলেও, এক্ষণে নানা কারণবশতঃ ঐ বিশ্বাস আত্মাতে উদিত হয় না। কিন্তু ইহা বলিলে, স্বাভাবিক বিশ্বাস যে সর্ব্বপ্রয়োজনোপযুক্ত, ইহা কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে?

স্বভাবতঃ যে আমরা এতাদৃশ বিশ্বাসপরতন্ত্র,—উল্লিখিত শাস্ত্রদ্বয় ব্যতীত অন্যান্য শাস্ত্রের অপ্রকৃতত্ব আমাদিগের স্বভাবতঃ অনুভব হয়, ইহা ব্রাহ্ম প্রতিজ্ঞা বলিয়া বোধ হয় না। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে মে মাসে আপ্তবাক্য সম্বন্ধে ব্রাহ্ম সমাজ কর্ত্তৃক একখানি ক্ষুদ্র গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। ঐ গ্রন্থে বাইবেল সদৃশ আপ্ত-শাস্ত্রের প্রতিবাদার্থ বহুল যুক্তি বিন্যস্ত হইয়াছে। এক্ষণে বিবেচ্য যে, সহজ জ্ঞানদ্বারাই যদি এরূপ আপ্ত শাস্ত্রের অপ্রকৃতত্ব প্রতিপন্ন হইতে পারে, তাহা হইলে তৎপ্রতিবাদে বহুলবিচার করা অসঙ্গত ও অনাবশ্যক। ইহাতেই স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে, ব্রাহ্মেরা উল্লিখিত শাস্ত্রীয় বিশ্বাসমূলক বলিয়া স্বীকার করেন না।

"ঈশ্বর, পরলোক ও নীতি সম্বন্ধীয় সমুদয় মূলসত্য মনুষ্য-প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ও স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাসরূপে প্রতিষ্ঠিত আছে," এই মতটীও সংশয়াধীন। যে কয়েকটী মূলসত্য স্বভাবতঃ অনুভূত হইয়া থাকে, তদতিরিক্ত যে আর মূল সত্য নাই, ইহা কি রূপে প্রতীত হইতে পারে? স্বাভাবিক বিশ্বাসলব্ধ না হইলে কোন সত্যই মূলসত্য বলিয়া গ্রাহ্য নহে, ইহা বলিয়া এই মতের পোষণ করিলে, প্রমিতব্য বিষয়টী প্রমাণ ব্যতিরেকে নিষ্পন্ন করা হয়। আর, সমুদয় মূলসত্য মনুষ্য-প্রকৃতিতে প্রতিষ্ঠিত আছে, ইহা স্বীকার করিলেও জিজ্ঞাস্য, তদ্ভিন্ন অন্যবিধ সত্য জ্ঞানের অপ্রাপ্তি যে অহিতকারী নহে, ইহা কি প্রকারে প্রতীত হইতে পারে? অন্যান্য বিষয় সম্বন্ধে দৃষ্ট হইতেছে যে, সমুদয় মূলসত্য আয়ত্ত হইলেও তাহা অন্যবিধ সত্যজ্ঞানসাপেক্ষ। তবে যে ধর্ম্ম সম্বন্ধে তাদৃশ অন্যবিধ সত্যজ্ঞান প্রয়োজনীয় নহে, ইহা কি রূপে বোধ হইতে পারে? সহজ জ্ঞানদ্বারা স্বাভাবিক বিশ্বাসসিদ্ধ মতের যাথার্থ্যের অনুভব হইলেও, সমুদয় জ্ঞাতব্য সত্য আয়ত্ত হইয়াছে, ইহা প্রতিপন্ন হইতে পারে না।

পরিশেষে, শাস্ত্র বিষয়ক ব্রাহ্ম মতসম্বন্ধে আর একটী বিষম প্রতিবাদ উপস্থিত হইতেছে। বিজ্ঞানবিৎ মেকস্ বলেন যে, সমযোগ্য পদার্থ আত্মার সমীপস্থ না হইলে, স্বাভাবিক বিশ্বাস উদিত হয় না। যথা, কোন একটী কার্য্য প্রত্যক্ষ না হইলে কার্য্যকারণ বিষয়ক স্বাভাবিক জ্ঞান উদয় হইবার সম্ভাবনা নাই। অতএব স্বাভাবিক বিশ্বাসবলে তাবৎ জ্ঞাতব্য সত্যের উপলব্ধি হইলেও, সমযোগ্য পদার্থ আত্মার সমীপস্থ না হইলে, সহজজ্ঞান ব্যবহারোপযোগী হইতে পারে না। সুতরাং সমযোগ্য পদার্থ আত্মার সন্নিহিত হইবেই, ইহা নিঃসংশয়ে প্রতিপন্ন না হইলে সহজজ্ঞান যে সর্ব্বপ্রয়োজনোপযোগী, ইহা সিদ্ধান্ত করণের প্রত্যাশা নাই। ব্রাহ্মেরাও যে ইহা স্বীকার করেন, তাহা উল্লিখিত আপ্তবাক্য সম্বন্ধীয় প্রসঙ্গ পাঠে অবগত হওয়া যায়। ঐ প্রসঙ্গে জিজ্ঞাস্য কোন ব্যক্তির মত এই রূপে প্রকটিত হইয়াছে, "মনুষ্যপ্রকৃতিতে সম্ভাব্য বিষয়ের বিস্তার বর্ণনা অপ্রয়োজনীয়। বাস্তবিক অভাবপরবশ মানব-

স্বভাব সম্বন্ধে আপনার যুক্তিসমূহ যুক্তিযুক্ত নহে। স্বীকার করিলাম যে, স্বাভাবিক বিশ্বাসদ্বারা মোক্ষ হেতুক জ্ঞাতব্য তাবৎ সত্যজ্ঞানের উপলব্ধি হইতে পারে। কিন্তু বস্তুতঃ সেই সমস্ত জ্ঞান মনুষ্য স্বাভাবিক বিশ্বাসদ্বারা প্রাপ্ত হয় নাই। মানবগণ সত্য পথপতিত; আত্মা অজ্ঞান-তিমিরাচ্ছন্ন; স্বভাব ধর্ম্মভ্রষ্ট। অতএব এতাদৃশ অবস্থাপন্ন মানবগণের মোক্ষজ্ঞান লাভার্থ আপ্তবাক্য কি প্রয়োজনীয় নহে?" উল্লিখিত মত উপলক্ষে ব্রাহ্ম বলেন, "তাহার সংশয় কি? এ প্রকার আপ্তশাস্ত্র অবশ্য প্রয়োজনীয়; ইহার আবশ্যকতার কে ইয়ত্তা করিতে পারে? আপ্তবাক্যের দ্বিতীয় ও ব্যাপক অর্থ এই। সমযোগ্য সত্যমতসমূহ সংকলন করিয়া আত্মার সমীপস্থ করিলে স্বভাবিক বিশ্বাস সকল উত্তেজিত হইয়া মোক্ষ ফল বিধান করে।" এক্ষণে বিবেচ্য যে, যদি মনুষ্য-প্রকৃতির ভ্রষ্টতা নিবন্ধন সত্য মত সংকলন পূর্ব্বক আত্মার সমীপস্থ করণ প্রয়োজনীয় হইল, তবে মনুষ্যগণের ধর্ম্মভ্রষ্ট হওনের প্রারম্ভাবধিই ইহার প্রয়োজন সাব্যস্ত হইতেছে। অতএব জিজ্ঞাস্য, আদৌ এতাদৃশ সত্য মত সংকলন কাহার্ দ্বারা, ও কি রূপেই বা প্রচারিত হইল? স্বাভাবিক বিশ্বাস যে সর্ব্বপ্রয়োজনোপযোগী নহে, ইহা এই রূপে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে।

শ্রীকালীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়।

বঙ্গদর্শন ও নৈসর্গিক নিয়ম।

নাস্তিকতা অধুনাতন দেশীয় অনেক কৃতবিদ্যের ভূষণস্বরূপ হইয়াছে। যেখানে যাউন, যাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা করুন, প্রায়ই দেখিবেন, শিক্ষিতেরা ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না। কিন্তু আধুনিক নাস্তিকতা কপিলপ্রতিষ্ঠিত নাস্তিকতার অনুরূপ নহে। তাহা হইলে বরং সহ্যতর হইত। এ নাস্তিকতা পাশ্চাত্য বিদ্যা প্রভাবে লব্ধ বৈদেশিক নাস্তিকতা। সুবিখ্যাত কম্‌টই এই সর্ব্বনাশজনক মতের প্রধান শিক্ষক। বিদ্যাতিশয্য যেমন কম্‌টের বুদ্ধি বিপর্য্যয়ের নিদানীভূত, দেশীয় কৃতবিদ্যগণের নাস্তিক-মতের অনুমোদন করণেরও বিদ্যাভিমান মুখ্য কারণ। নিরীশ্বরশিক্ষা ও দেশব্যাপিনী পৌত্তলিকতাও ইহার কারণ হইতে পারে, যদি হয় তাহা গৌণকারণমাত্র। অকৃতবিদ্যদিগের মধ্যে নাস্তিকতা প্রায় পাওয়া যায় না; যা আছে, সে কেবল কার্য্যতঃ, প্রতিজ্ঞাত নহে। কিন্তু কি

পরিতাপ! যাঁহাদের সঙ্গে বসিয়া সুখ, আলাপ করিয়া সুখ, কার্য্য করিয়া সুখ, তর্ক করিয়া সুখ, যাঁহারা সমাজের অলঙ্কার ও দেশের বাস্তবিক গৌরবভূমি, তাঁহারাই ধর্ম্মের প্রতিদ্বন্দ্বী—তাঁহারাই নাস্তিক। হায়! বিদ্যার কি এই বিষময় ফল দর্শিল, উন্নতির কি এই পরিণাম? ইহা স্মরণ করিলে অন্তঃকরণ বিদীর্ণ ও লেখনী বলহীনা হয়। শাস্ত্র লিখে, জগৎ আপনার জ্ঞানে ঈশ্বরকে জানে নাই। জ্ঞানিগণ নানা বিতর্কে নির্ব্বোধ হইয়াছেন এবং তাঁহাদের বিবেকশূন্য মন অন্ধীভূত হইয়া গিয়াছে। তাঁহারা আপনাদিগকে জ্ঞানী জানিয়া অজ্ঞান হইয়াছেন। এ কথা যথার্থ কি না, বুঝিয়া দেখুন।

আমরা এক খণ্ড বঙ্গদর্শনে "নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হওয়া সম্ভব কি না" শীর্ষক প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া যার পর নাই দুঃখিত হইয়াছি। আমরা ভাবিয়াছিলাম, বঙ্গদর্শনের সদৃশ উৎকৃষ্ট পত্রিকার কলেবর ঈদৃশ অযোগ্য প্রবন্ধদ্বারা কলঙ্কিত হইবে না।

উল্লিখিত প্রবন্ধের উদ্দেশ্য আমরা বুঝিতে পারিলাম না। প্রবন্ধ-লেখকের মতে নৈসর্গিক নিয়মের সামান্যতঃ অন্যথা সম্ভবে না, কিন্তু ঈশ্বরেচ্ছায় সম্ভবে। এ কথা কে অস্বীকার করে? শাস্ত্রবিশ্বাসীমাত্রেই ইহার অনুমোদনকারী। তবে এরূপ লিখিবার তাৎপর্য্য কি? বোধ হয়, নাস্তিকতা প্রকাশ করা, আমরা কয়েক বার প্রবন্ধটী পাঠ করিয়া, তিনটী ধর্ত্তব্য ভাব সংগ্রহ করিয়াছি। ক্রমান্বয়ে তাহার সমালোচন করিব। (১) অজ্ঞানে অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস করে। (২) নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা সম্ভবে না,—জ্ঞানিদের এমত প্রতীতি থাকাতে, তাঁহারা প্রার্থনায় বিশ্বাস করেন না। (৩) যদি ঈশ্বর থাকেন, তিনি অবশ্য ইচ্ছাসত্ত্বে নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা করিতে পারেন; কিন্তু ঈশ্বর আছেন কি?

প্রথম বিষয়ে আমাদের প্রথম বক্তব্য এই, অলৌকিক ক্রিয়া হইলেই নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হয় না। আমরা যত দূর জানি, বা বুঝি, বা দেখি, কি জানি অলৌকিক ক্রিয়াবিশেষ দৃষ্টে তৎসম্বন্ধে নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হইল, বোধ হইতে পারে। কিন্তু আমাদের জ্ঞানের সীমা ও নিসর্গের সীমা কি সমান? আমরা ক্ষুদ্র জীব; ব্রহ্মাণ্ড প্রকাণ্ড। সুতরাং বিশ্বসংসারে এমন অনেক নিয়ম থাকিতে পারে, যদ্বিষয়ক জ্ঞানসত্ত্বে আপাততঃ বিবেচিত অলৌকিক ক্রিয়াদি সামান্য নিত্য নৈমিত্তিক ক্রিয়া শ্রেণীভুক্ত বলিয়া উপলব্ধ হইবেক। সজীব প্রাণির পক্ষে যাহা নৈমিত্তিক, নির্জ্জীব পদার্থের পক্ষে তাহা আশ্চর্য্য। আবার আত্মিক প্রাণির

পক্ষে যাহা সহজ, শারীরিক পদার্থের পক্ষে তাহা অসম্ভব। অতএব সচেতন প্রস্তর যদি থাকিত, সে কি নিজ জড়তা স্মরণ করিয়া কহিতে পারিত যে, মনুষ্য যখন নিজ শক্তি প্রভাবে দেহ সঞ্চালন করে, তখন নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হয়? প্রকৃত প্রস্তাবে বিবেচনা করিয়া দেখিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে, যতক্ষণ না আমরা ঈশ্বরের সমস্ত বিশ্বরাজ্যের সমুদয় নিয়ম জ্ঞাত হইতেছি, ততক্ষণ কোন কার্য্যবিশেষের দ্বারা নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হইল কি না, তাহা বুঝিতে পারি না।

পুনশ্চ, আপাততঃ বিসম্বাদ প্রকৃত অন্যথা নহে। কারণ আমি যখন হস্তোত্তোলন করি, তখন জড়পদার্থ ঘটিত নৈসর্গিক নিয়মের যে অন্যথা করি, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই, কিন্তু ইহা নৈসর্গিক নিয়মের বাস্তবিক অন্যথা নহে। তদ্রূপ মৃত ব্যক্তি যখন জীবন লাভ করে, আমাদের ক্ষুদ্র বিবেচনায় তাহা নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা বলিয়া বোধ হইতে পারে, কিন্তু অস্মদাদির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর জীবের উন্নততর বিবেচনায় তাহা সে ভাবে দৃষ্ট না হইতেও পারে। সুতরাং অলৌকিক ক্রিয়া হইলেই অনৈসর্গিক অথবা নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হয় না। বিদ্যাভিমানিগণের কেবল এই জন্য আশ্চর্য্য ক্রিয়ায় অবিশ্বাস করা অন্যায়।

তৃতীয়তঃ, বিশিষ্ট কারণ থাকিলে নিয়ন্তা কর্ত্তৃক নিয়মের অন্যথা ঘটিতে পারে। বিশ্বের এক জন সচেতন কর্ত্তা আছেন, ইহা স্বীকার করিলেই আশ্চর্য্য কর্ম্ম সম্ভব শ্রেণীভুক্ত হয়। কারণ যিনি নিয়ম করিয়াছেন, তিনি ইচ্ছা করিলে অবশ্যই তাহার অন্যথা করিতে পারেন; এ কথা কেহ অস্বীকার করে না? আশ্চর্য্য এই, বঙ্গদর্শনেরও সেই মত! উল্লিখিত প্রবন্ধের উপসংহারে অম্লানবদনে প্রবন্ধলেখক এই কথাটী স্বীকার করিয়াছেন। তবে অজ্ঞানে অলৌকিক ক্রিয়ায় বিশ্বাস করে, এমত ভাব প্রকাশ করিয়াছেন কেন? আমরা তাঁহার নিজ প্রতিজ্ঞাতেই দেখিলাম যে, ঈশ্বরবাদীমাত্রেরই তাহাতে অনায়াসে বিশ্বাস জন্মিতে পারে।

দ্বিতীয় বিষয়ে আমাদের বক্তব্য এই, প্রার্থনা ও ঈশ্বরসেবা জ্ঞানবান ও ধার্ম্মিকের কার্য্য। বঙ্গদর্শন যে কারণে বলেন, প্রার্থনা উপধর্ম্ম, আমরা ঠিক সেই কারণেই বলি, প্রার্থনা যুক্তিযুক্ত উপাসনা। বঙ্গদর্শন বলেন, নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা সম্ভবে না, অতএব প্রার্থনা করা বিফল। আমরা বলি, নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা সম্ভবে না, অতএব প্রার্থনা করা ফলদায়ক। নিয়ম বলে কাকে? যা স্থির করা হইয়াছে, তাহাই নিয়ম,

অতএব ঈশ্বর যদি এমন স্থির করিয়া থাকেন যে, "যাচ্ঞা কর, তাহাতে প্রাপ্ত হইবা," তাহা হইলে প্রার্থনা না করাতেই নৈসর্গিক নিয়মের অন্যথা হয়। বঙ্গদর্শন যদি বলেন, ঈশ্বর এমত নিয়ম করেন নাই। আমাদের জিজ্ঞাস্য, করিয়াছেন কি না, তাহা বঙ্গদর্শন জানিলেন কি রূপে? তিনি কি নৈসর্গিক সমুদয় নিয়ম জ্ঞাত আছেন? "তিনি কেমন করিয়া প্রার্থনীয় বর প্রদান করিবেন," এ তর্ক করা অনধিকারচর্চ্চা; যখন ঈশ্বরকে সর্ব্বশক্তিমান ও অচিন্তনীয় বলিয়া স্বীকার করিতেছি, তখন তাঁহার ইচ্ছা হইলেই যথেষ্ট, আমাদের বুঝা না বুঝার উপর কার্য্যসিদ্ধি নির্ভর করিতেছে না। এবং প্রার্থনা না করিয়াও যদি কখন অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, তাহা হইলেই যে প্রার্থনা করা অনাবশ্যক, এ কথা বলিলে কুতর্ক দোষ ঘটে। কেননা প্রার্থনা করা যদি নিয়মসিদ্ধ হয়, প্রার্থীরই অভীষ্ট সিদ্ধি সম্ভবে। তবে যদি কখন প্রার্থনা না করিয়াও অভীষ্ট সিদ্ধি হয়, সে ঈশ্বরের অনুকম্পার নিদর্শন বটে, কিন্তু অপ্রাকৃতিক ঘটনা; সুতরাং তাহাতে নির্ভর করা যাইতে পারে না। অধিকন্তু সকলেই স্বীকার করিয়া থাকেন যে, পরিশ্রমদ্বারা উপজীবিকা নির্ব্বাহ করা নৈসর্গিক নিয়ম। অতএব যদি কেহ বিনা পরিশ্রমে কাহাকে দিননির্ব্বাহ করিতে দেখিয়া, বিবেচনা করেন যে, শ্রম করণ অপ্রাকৃতিক; তাহা হইলে সেই সিদ্ধান্ত কি যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে? কখনই নহে। প্রার্থনা সম্বন্ধেও তদ্রূপ।

তৃতীয় বিষয়ে আমাদের কেবল এই বক্তব্য যে, আমাদের বিবেচনায় বিশ্ব সংসারের এক সচেতন কর্ত্তা আছেন। তিনি ভক্তবৎসল। যে কেহ বিশ্বাস সহকারে তাঁহার নিকট প্রার্থনা করে, তাহার প্রার্থনায় তিনি কর্ণপাত করেন। যদি বলেন, কেমন করিয়া জানিলেন যে, ঈশ্বর আছেন? আমরা সংক্ষেপে তাহার এই উত্তর দিতে পারি, যিনি কার্য্য কারণত্বের নিয়মের বিশ্বব্যাপিত্ব স্বীকার করেন,—যেমন বঙ্গদর্শন করিয়াছেন; যিনি নৈসর্গিক নিয়ম স্বীকার করেন,—যেমন বঙ্গদর্শন করিয়াছেন; তাঁহাকে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক যে, কারণ ব্যতিরেকে যে কালে কার্য্য হয় না, কোন কারণ না থাকিলে যে কালে কোন কার্য্যই হইতে পারে না, বিশ্বরূপ মহৎ কার্য্যের অবশ্যই সর্ব্বশক্তিমান, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী ও কারুণিক ঈশ্বররূপ উপযুক্ত কারণ আছে। এবং নিয়ন্তা ব্যতিরেকে যে কালে নিয়ম সম্ভবে না, নৈসর্গিক নিয়ম দৃষ্টে, নিসর্গের যে এক কর্ত্তা অথবা নিয়ামক অবশ্যই আছেন, ইহা স্বীকার করিতেই হইবেক। অতএব নিয়ামক যদি থাকেন, এবং বিশ্ব সংসারের

কারণ যদি থাকেন, (আছেন, তাহা বঙ্গদর্শনের প্রতিজ্ঞানুসারেই সপ্রমাণ হইল) প্রার্থনা করা নিষ্ফল নহে, এবং আশ্চর্য্য ক্রিয়ায় বিশ্বাস করাও অজ্ঞানতা নহে। চন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

পূর্ণিমার রাত্রি।

১

পূর্ণিমার নিশি আজি কিবা মনোহর!
হাসি আসি পূর্ণশশী, নীল নভোভালে বসি,
তুষিছেন করদানে চকোরনিকর;
বিমোহিত নহে এবে কাহার অন্তর?

২

পরেছে ধরণী-ধনী কৌমুদী-বসন!
চারুমুখে হাসি ভরা, কি রূপ ধরেছে ধরা,
আনন্দে মাতিয়া করে চাঁদে সম্ভাষণ;
কুসুম-রতন লয়ে করয়ে বরণ।

৩

নয়ন-রঞ্জন শশী হেরিয়া আকাশে—
স্বচ্ছ সরোবর জলে, আহা মরি কুতুহলে,
কুমুদিনী কত সুখে বদন বিকাশে!
অধরে না ধরে হাসি মনের উল্লাসে।

৪

যে দিকে নেহারি দেখি উজ্জ্বলতাময়!
বৃক্ষপত্রে ফুলদলে, নদীর নির্ম্মল জলে,
পড়েছে চাঁদের আভা, শোভা অতিশয়;
ঢালিছেন সুধারাশি সুখে সুধাময়।

৫

বহিতেছে মন্দ মন্দ স্নিগ্ধ সমীরণ;
পরিমলে ধনে ধনী,—যৌবনে যেমতি ধনী—
প্রমত্ত হইয়া যেন করে বিচরণ;
পরধন হরি সুখী কে বল এমন?

৬

খেলিছে সরসী হোথা চাঁদেরে লইয়া;
ক্ষণে রাখে ক্রোড়পরে, ক্ষণে পুনঃ বক্ষে ধরে,
ক্ষণে হাসে চারুমুখ আদরে চুম্বিয়া;
কিঙ্করী যেমতি রাজ-কুমারে ধরিয়া।

৭

হেন রূপরাশি কভু দেখি না নয়নে;
দেখিয়াছি শতদল, রূপসীর চক্ষে জল,
মরকত হর্ম্ম্য কত দেখেছি স্বপনে;
দেখেছি উদিতে ভানু প্রভাতে গগনে।

৮

এ রূপ তোমার, শশি, নিষ্কলঙ্ক নয়;
খুঁজিয়াছি বারবার, খুঁজিয়া জেনেছি সার;
কলঙ্কবিহীন কিছু নাহি বিশ্বময়;
নিষ্কলঙ্ক এই ভবে কাহার হৃদয়?

৯

জান না চাতুরী কিন্তু তুমি, শশধর;
এস যদি নেবে, কত শিক্ষা দিই ভবে,
কেমনে ঢাকিতে হয় কলঙ্ক দুস্তর,
কেমনে কুরূপ হয় রূপ মনোহর।

১০

চিরদিন নহে শশী পূর্ণ অবয়ব;
কালি হবে দেহ ক্ষীণ, হবে ক্রমে কান্তিহীন,
ক দিনের তরে বল এ ছার গৌরব?
সময়ে বিলয়-প্রাপ্ত হবে ভবে সব।

১১

রে দাম্ভিক! কেন তবে এত অহঙ্কার?
আছে যশ, মান, ধন, আছে বহু পরিজন,
বিদ্যা, স্বাস্থ্য, আছে আজি সৌন্দর্য্য তোমার,
প্রিয়তমা জায়া, আছে প্রাণের কুমার।

১২

দেখ ভেবে কিছু ভবে চিরতরে নয়;
আছে দুদিনের তরে, যাবে দুদিনের পরে,
সময়ে সকলি ভবে হইবে বিলয়;
অসার সংসারে শুধু ধর্ম্ম মৃত্যুঞ্জয়।

১৩

ভাবিতে ভাবিতে শশী যাইল চলিয়া—
যেন কোন নৃপবর সঙ্গে বহু অনুচর,
বীর-দর্পে যায় চলি অরাতি দলিয়া;
সোণার প্রতিমা কিম্বা সাগরে ভাসিয়া।

১৪

সে সুখ-সময় ফিরে আসিবে কি আর!
জননীর কোলে থেকে, যবে চাঁদে ডেকে ডেকে,
দিতাম বাড়ায়ে হাত—আনন্দ অপার!
কোথা সে সময়! কোথা জননী আমার!

১৫

নিষ্ঠুর জলদ আসি চাঁদে আবরিল—
কিছু নাহি দেখি আর, চারি দিক অন্ধকার,
যেন কোন নিশাচর শশিরে গ্রাসিল,
কৌমুদী বিষাদে যেন প্রাণ তেয়াগিল।

১৬

দেখিয়া চাঁদের দশা ভাবিলাম মনে—
মরণ আসিবে কবে, কবে চলে যেতে হবে,
ত্যজিতে হইবে দারা পুত্র পরিজনে,
সময় থাকিতে তাই সেবি সনাতনে।

নিরঞ্জন চট্টোপাধ্যায়।

সমাপ্ত।

নির্ঘণ্ট।

বিষয়	পৃষ্ঠা।
সরলা (উপন্যাস)	১
যীশুর নিকট আইস	২২
সঙ্গীত	২৩
এমন গুণের বন্ধু হয় কি কখন	২৪
খ্রীষ্ট ধর্ম্ম কি?	২৫
বট বৃক্ষ	২৭
সংসর্গ	২৮
যোহন বনিয়ন	২৯
অনাথিনী	৩১
দ্বিতীয় পক্ষের স্ত্রীর গর্ব্ব	৩২
মালতী ও কিশোরী	৩৪
বিশ্বাস, আশা ও প্রেম	৪৪
ভ্রমর ও খোসামুদে	৪৬
কাউন্ট বিস্ মার্ক	৪৬
পুরুলিয়া মণ্ডলীর প্রতি	৪৮
স্বর্গ	৪৮
মল্লযুদ্ধ	৪৯
খেদ	৫১
মিথ্যাবাদী ভৃত্য	৫৪
পর্ব্বত	৫৬
প্রভো, আপনি কোথায়?	৫৮
তুমি কি খাইবে বল বাঙ্গালী সুন্দরি?	৬০
কলিকাতায় কত দেশের লোক?	৬১
যীশু ক্রুশে	৬৩
বদরী বৃক্ষ	৬৪
জননী ও শিশু	৬৫
ছোট কামিনীর বিবরণ	৬৭
তুমি কি পরিবে বল বাঙ্গালী সুন্দরি?	৭৬
কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটেঙ্গল	৭৭
ইন্দুরের সভা	৮০
সিংহ ও ইন্দুর	৮১
বসন্তকাল	৮২
চাষা	৮৩
রাজহংস	৮৪
নদী	৮৫

আদুরে ছেলে	৮৬
ও গাছটা কেটে ফেল	৮৯
দুই পথিক ও ভল্লুক	৯০
মন্দ টাকা	৯১
পরদা নসিন্দা	৯৩
এদন উদ্যান	৯৫
সুখী পরিবার	৯৭
পশুপক্ষীর নামকরণ...	৯৮
কৃষক ও সারস	৯৯
জামাই বাবু	১০০
সুখের কারাবাস	১০২
দিল্লীর দরবার	১০৭
রহস্য রক্ষা	১১২
সিলাই করিবার কল...	১১৩
উষ্ট্র ও গৃহস্থ	১১৪
খ্রীষ্টধর্ম্মের সার কথা	১১৪
আমি ত হব না বিবি এ প্রাণ থাকিতে	১১৮
বিলাতী পৌত্তলিকতা	১২১
অনুতাপের দৃষ্টান্ত	১২২
ঘুম্ পাড়াও জননি গো ঘুম পাড়াও মোরে	১২৪
বদান্যতা	১২৬
দ্বিতীয় রামরাজা	১২৮
সৌজন্যের পুরস্কার	১৩০
কুলের কামিনী	১৩৪
লিবিংষ্টোনের বলদ	১৩৭
যীশুর নিকট আগমন	১৩৮
চতুর্দ্দশ পদী	১৩৯
কৃষ্ণ ভল্লুক	১৪০
কণ্টকশয্যা	১৪৩
নাস্তিকের পরাজয়	১৪৪
সর্পের প্রতি	১৪৫
ভবিষ্যদ্বাক্য	১৪৬
ব্রাহ্মমত—শাস্ত্র	১৪৮
বঙ্গদর্শন ও নৈসর্গিক নিয়ম	১৫২
পুর্ণিমার রাত্রি	১৫৬